শুদ্ধতার স্বর্ণমন্দির

INESIS

DAILY DESHER KATHA 🗆 বর্ষ ৪৪ 🗖 সংখ্যা ২১০ 🗖 আগরতলা ১৯ই মার্চ, ২০২৩ 🗖 ৪ঠা চৈত্র, ১৪২৯ 🗖 রবিবার 🗖 REGD NO. RN 34238/1979 Postal Regn. No. AGT / NE-983 / 2015-17 মূল্য : ৫ টাকা, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৮

জয় আদায় করেই ফিরল লং মার্চ

(মুম্বাই), ১৮ মার্চ : আগ্গা বোটনা মোর বয়সটা বেশ কম। তরুণ সেই কিষানের মখে খানিকটা 'আত্মপ্রচার'। শনিবার দপরে প্রায় খালি হয়ে যাওয়া ইদগাহ ময়দানে দাঁডিয়ে মিডিয়াকে বাইট দিচ্ছিলেন ডিভোরি থেকে আসা সেই জোয়ান। বললেন, 'একটা সময় ছিল কৃষকদের ব্যাপারটা সেকেন্ডারি ছিল। আমরাই তো কিষানের আন্দোলনকে ক্ষমতার কেন্দ্রে পৌঁছে দিয়েছি।' চোখে মুখে স্পষ্ট লড়াই করে জয় ছিনিয়ে নেওয়ার গৌরব। বৃহস্পতিবার রাতেই মিলেছিল যুদ্ধ জয়ের ইঙ্গিত। গতকাল বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী 'কৃষকদের সব দাবি মেনে নেওয়ার' ঘোষণা আর প্রশাসনিক বিজ্ঞপ্তি জারি এসবে স্পষ্ট হয়ে যায় জিত। তবু আপ্পারা তাঁবু ফেলে বসেছিলেন রাতের বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়া ইদগাহ ময়দানে। নেতারা ন বলা পর্যন্ত নড়বেন না।

আজ সকালে সমাবেশ থেকে কিষান নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক জে পি গাভিট ঘোষণা করলেন, সরকার ১৪দফা দাবির সবটাই মেনে নিয়েছে। কৃষকদের দাবিগুলি কীভাবে পূরণ হবে সে সম্পর্কে রিপোর্ট দেবার জন্য কমিটি তৈরি করেছে সরকার। লিখিতভাবে কিষান সভাকে সে সমস্ত কিছুই জানিয়েছে সরকার। গাভিট বললেন, যে সরকার ও পূলিশ আগে আন্দোলন বানচাল করতে নেমেছিল, তারাই পরে লং মার্চের জোশ দেখে কথা বলতে বাধ্য হয়েছে। 'আমাদের সব দাবি মেনে নেওয়ার জন্য ওদের ধন্যবাদ'. সমাবেশে বললেন গাভিট।

আপাতত এই আন্দোলন তুলে নেওয়ার গাভিটের ঘোষণার পরই ময়দানজুড়ে শুরু হয়ে যায় ঘরে ফেরার প্রস্তুতি। শুরু হলো সঙ্গে বেঁধে আনা চাল-গম, ডাল, সবজি, বাসন-কোসন গুছিয়ে নেওয়ার পালা। আরেকদিকে তখন তাঁবু খোলার কসরত। সঙ্গে আনা



জয়ী হয়ে ঘরে ফিরছেন কয়করা।

ট্রাক্টর-ট্রলিতে সেগুলি চাপিয়ে একদল রওয়ানা দিয়ে দিল নিজের নিজের গ্রামের পথে। বাকিরা বাসিন্দা থেকে নাসিকের ট্রেন ধরবেন বলে অপেক্ষায় রইলেন। রাজ্য সরকার আন্দোলনরত কিষানদের বাড়ি ফেরার জন্য বিশেষ টেনের ব্যবস্থা করেছে। আরো কিছ লোক তখনও রয়ে গেছেন সড়ক পথে ১২০ কিলোমিটার দূরের নাসিকে

তাদেরই একজন কিষান সভার তরুণ কর্মী আপ্পা। মারাঠী মেশানো হিন্দিতে বললেন, '২০১৮-র প্রথম লং মার্চের পর এদেশে কৃষকদের সমস্যার কথাটা সামনে চলে এসেছিল। তারপরই তো একবছরেরও বেশি সময় ধরে গোটা ভারত দেখলো এক সফল ক্ষক আন্দোলন। এবার আবার আমরা আন্দোলন নামলাম। আর সমস্ত দাবি আদায় করেই ফিরছি।

কিযান সভার মহারাষ্ট্র রাজ্য কমিটির ডাকে এই সফল আন্দোলনকে কিষান সভার কেন্দ্রীয় কমিটি। অশোক ধাওয়ালে ও বিজ কফান স্বাক্ষরিত সেই অভিনন্দন বার্তায় বলা হয়েছে. আদিবাসী, গরিব খেতমজরদের এই জয় জনবিরোধী বিজেপি সরকার ও তার কপর্নেরেটমুখী নীতির বিরুদ্ধে আগামীদিনের জঙ্গি আন্দোলনকে উৎসাহ জোগাবে।

আর সকালে ময়দানে কিষান নেতারা এই আন্দোলনের জয়কে উৎসর্গ করলেন শহিদ কমরেড পুন্ডালিক আমবো যাধভকে। শুক্রবার রাত আটটা নাগাদ রাতের খাওয়ার পরই অসুস্থ বোধ করেন ডিণ্ডোরির কাছের এক গ্রাম থেকে আসা বছর আটান্নর পণ্ডালিক। বমিও করেন।সঙ্গে সঙ্গেই তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল শাহপবের হাসপাতালে। কিন্তু পথেই মৃত্যু হয়েছে তার। সকালে কিষান নেতা অজিত নাওলে জানালেন, সকালেই ময়নাতদন্তের পর শহিদ কমরেডের

অভিনন্দন জানিয়েছে সারা ভারত মরদেহ তার গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেখানেই তার শেষকৃত্য হবে। আন্দোলন চলাকালীন এই কৃষকের মৃত্যুর ঘটনায় রাজ্য সরকার তার পরিবারের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকার ক্ষতিপুরণ ঘোষণা করেছেন

এই এক শহিদের প্রাণ আর

হাজার-হাজার কৃষক-শ্রমিকের যন্ত্রণা-কস্টের বিনিময়ে ছিনিয়ে আনা এই জয়ে অনুপ্রাণিত আরেক কৃষক নেতা জিতেন্দ্র চোপদের কথায়, এআইকেএস'র উপর আস্থা ছিল কৃষকদের।সঙ্গে হুঁশিয়ারির সুর, 'লড়াই জিতেই আমরা বাসিন্দ ছাড়ছি। সরকার যদি আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে ছ'মাস পর আবার আমরা ফিরবো, আরো বড সংখ্যায়'।

গত কয়েকদিন ধরে 'একসাথে বান্না কবা একসাথে খাওয়া আব একসাথেই পথ চলা' এক গ্রামেব বাইশজনের দলটার অন্যতম সকরাম পাওয়ারের কথায়, 'আমাদের

লড়তে লড়তে মরে গেছে। আমি চাই না আমার ছেলেমেয়েরাও একই লডাই লডতে লডতে মরুক। তাই এই লডাইটা খবট গুরুতপর্ণ।'একা পাওয়ার নন, এট একই দাবিতে হাজার হাজার দলিত কষক এই লং মার্চে এসেছেন। তাদের দাবি বনভমি আর তারা যে জমি চাষ করেন তার মালিকানা তাদেরই দেওয়া হোক। আলাপ-আলোচনা সবকাব এই বিষয়টি রূপায়ণে মন্ত্রিসভার একটা প্যানেল তৈরি করেছে। সেই প্যানেলে কিষান নেতা গাভিট ও বিধায়ক বিনোদ নিকোলেকেও নেওয়া হয়েছে। তারা এক মাসের মধ্যে রিপোর্ট দেবে।

কৃষকদের এই সমস্ত দাবির পাশাপাশি এই লং মার্চের ১৪ দফা দাবির মধ্যে শ্রমিকদেরও বেশ কিছু দাবি ছিল। শুরু থেকেই লং মার্চে পথ হাঁটছিলেন শ্রমিক নেতা, সিআইটিইউ'র সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি বি এল কারাড। সরকারের সঙ্গে ম্যারাথন আলোচনাতেও ছিলেন কারাড।এদিন জানালেন, 'সরকার শ্রমিকদের দাবিগুলি নিয়ে ইতিবাচক। আশা কর্মীদের সাম্মানিক ১৫০০টাকা বাড়াতে রাজি হয়েছে। ঠিকা কর্মীরাও এবার থেকে সরাসরি তাঁদের অ্যাকাউন্টে বেতন পাবেন।'

এদিন সকালে কারাডের কথায় মিললো আগামী দিনের লড়াইয়ের আঁচ। জানালেন, 'এগুলি ছিল রাজ্যস্তরের দাবি। সামনে আরও বড ইস্য রয়েছে। সেই বিষয়গুলি তলতেই ৫এপ্রিল রাজধানী ঘিরে ফেলবে শ্রমিক-ক্ষক্রা।' কারাদের ঘোষণা 'মহারাষ্ট্র থেকে প্রায় দশ থেকে ১৫ হাজার কৃষক, শ্রমিক, ক্ষেতমজুর সেখানে যাবেন। টিকিট বুকিং চলছে। আর গ্রাম স্তরে, ব্লক-স্তরে সভাও

> কারাডের সেই লডাই চালিয়ে • দ্বিতীয় পাতায় দেখুন

বিজেপি সরকার। ধর্মঘট ভাঙতে ছাঁটাই, এসমা সব ধরনের দমনমলক পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। ১৩৩২ জন চক্তিভিত্তিক কর্মীকে ছাঁটাই করা হয়েছে। ২২ জন নেতার বিরুদ্ধে এসমা আইনে মামলা দায়ের হয়েছে। পলিশ তাদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালাচেছ। এদিন

মখমেম্বী আদিতানাথ আন্দোলনরত কর্মীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন বলে সরকারি সত্রে জানা গেছে। এরপরেই বিদ্যুৎ মন্ত্রী এ কে শর্মা আরও হাজার হাজার কর্মচারীকে ছাঁটাইয়ের হুমকি দিয়েছেন। পালটা কর্মচারীরাও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সরকারকে। আন্দোলনকারী বিদ্যুৎ কর্মীরা জানিয়ে দিয়েছেন, সরকার দমনপীড়নের পথ নিলে অনির্দিষ্টকালীন ধর্মঘটে যাওয়া হবে। রাজ্যজুড়ে কর্মীরা গণগ্রেপ্তারি দেবেন এবং জেল ভরো

মার্চ : উত্তরপ্রদেশে আন্দোলনরত

বিদ্যুৎ কর্মীদের সঙ্গে সংঘাতে নামলো

এদিন রাতে সংবাদ লেখা পর্যন্ত বিদ্যুৎ মন্ত্রীর সঙ্গে আন্দোলনরত বিদ্যুৎ কর্মীদের বৈঠক চলছে। বৈঠকে সরকার দমন নীতি প্রত্যাহার না করলে রাতেই গ্রেপ্পাব হওয়াব জন্য কর্মচাবীবা প্রস্তুত।

আন্দোলন শুরু হয়ে যাবে।

না ফেরালে, এসমাসহ অন্যসব দমনমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার না করলে ধর্মঘট অনির্দিষ্টকালীন নিয়ে যাওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে আন্দোলনরত কর্মচারীরা। বিভিন্ন জেলায় রাত পর্যন্ত ধর্মঘটী কর্মচারীরা বসে রয়েছেন। উল্লেখ্য, ২৩ বছর পরে উত্তরপ্রদেশের

ধর্মঘট ভাঙতে দানবীয় পদক্ষেপ উত্তরপ্রদেশে

১৩৩২ বিদ্যুৎকর্মী ছাঁটাই, ২২ নেতার

বিরুদ্ধে এসমা, সরকারকে হুঁশিয়ারি

দে**শ**জুড়ে

আন্দোলনের ডাক

বিদ্যুৎ কর্মচারীরা রাজ্যজুড়ে ধর্মঘট করলেন। ২০টি সংগঠন ধর্মঘটে যোগ দিয়েছে।

াস আই টি ইউ'ব

উত্তর প্রদেশে বিদ্যুৎ কর্মচারীদের ধর্মঘট দ্বিতীয় দিনে পড়েছে শনিবার। অওরৈয়াতে জেলাশাসক বিদ্যুৎ সাব-সেন্টারে গিয়ে বিদ্যৎ কর্মীদের মাটিতে পঁতে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। মহোবার জেলাশাসক ১২ জন চুক্তিভিত্তিক বিদ্যুৎ কর্মচারীকে ছাঁটাই কবে দিয়ে তাব জায়গায় ৪০ জনকে নিযোগ কবেছেন। এলাহাবাদ কানপব

আজমগড়, কুশীনগর, রামপুর, মও, বাহারআইচ, বস্তি, অযোধ্যা. গোরক্ষপুর- সর্বত্র ধর্মঘটের প্রভাব পড়েছে। সর্বত্রই প্রশাসন কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দমনমূলক পদক্ষেপ করেছে। শনিবার রাতে এইধরনের পদক্ষেপ বাডবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

উত্তর প্রদেশের বিদ্যুৎ কর্মীরা বিদ্যাৎ ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণসহ একাধিক দাবিদাওয়া নিয়ে দীর্ঘদিন আন্দোলন করছেন। গত ডিসেম্বর মাসে সরকারের সঙ্গে বিদ্যুৎ কর্মী সংগঠনগুলির একটি চুক্তি হয়। অথচ এখন বিদ্যাৎ বণ্টন কর্পোরেশন তা মানতে রাজি নয়। বিদ্যুৎ কর্মীরা এক মাস আগেই ৭২ ঘণ্টা ধর্মঘটের নোটিশ দিয়েছিলেন। সেই সময়সীমা শেষ হবে রবিবার রাত দশটায়। লক্ষাধিক কর্মচারী ধর্মঘটে যোগ দিয়েছেন। বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে রাজ্যজুড়ে। অথচ সরকার কর্মচারীদের সঙ্গে কোনও আলোচনায় বসেনি। পরিবর্তে শুক্রবারই যোগীর মন্ত্রী হুমকি দিয়েছিলেন। কর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনার পরিবর্তে দমনপীড়নের পথেই যেতে চায় বিজেপি সরকার তাও

দ্বিতীয় পাতায় দেখন



রাজনগরে নিরীহ মানুষকে রেশন সামগ্রী দিচ্ছে না বিজেপি

বিরামহীন সন্ত্রাস থামছে না মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

নিজম্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা, ১৮ মার্চ: সন্ত্রাস বন্ধে প্রচার মাধ্যমের সামনে কড়া বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এখন চুপ। অবিরাম সম্ভ্রাস চলছে বিভিন্ন এলাকায়। শাসক দলের পোষা বাহিনী নির্বিচারে হামলা চালাচ্ছে নিরীহ মানুষের বাড়িঘরে। নষ্ট করছে সম্পত্তি। রেশন সামগ্রী দেয়াও বন্ধ করে দিয়েছে কিছ কিছ এলাকায়। লাগামহীন সন্ত্ৰাস বন্ধে কোন কার্যকরী ভমিকাই দেখা যাচ্ছে না মখমেন্ত্রী কিংবা পলিশেব। মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে আক্রান্ত মানবের মধ্যে।

বিলোনীয়া: সিপিআই(এম)-কে ভোট দেওয়ার অপরাধে রাজনগর বিধানসভার বহু মানষকে রেশন সামগ্রী দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে বিজেপি। অভিযোগ, রাজনগর বিধানসভার রাঙ্গামূড়া, ঘোষ খামার এবং রাজনগর থেকে সন্ধ্যা পর্যস্ত বিজেপি'র বাইক বাহিনী ঘাঁটি করে বসেছে। প্রতিটি রেশনশপের অন্তর্গত গ্রাহকদের মধ্যে যারা সিপিআই(এম)কে ভোট দিয়েছে বলে সন্দেহ করছে সেই ভোক্তাদের কোন সামগ্রী না দিয়ে নানাভাবে হুমকি. ধমক দিয়ে বাডি ফিরিয়ে দিচ্ছে। শাসক দলের লাগামহীন সম্ভ্রাসে বহু গরিব মানষ ঘরবন্দি। রোজগার নেই। হাতে টাকা নেই। এই অবস্থায় রেশন সামগ্রী আনতে না দেয়ায় অসহায় হয়ে পডেছেন। প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন ভোক্তারা।

খোয়াই: খোয়াইয়ের সিঙ্গিছডায় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রয়াত গজেন্দ্র দেবনাথের বাডিতে হামলা চালালো শাসক দলের দুর্বৃত্তরা। নির্বিচারে ভাঙ্কের চালায়। ঘটনা শনিবার দপরে। এদিন প্রকাশ্য দিবালোকে দৃটি গাড়িতে কবে গিয়ে আচমকা শাসকদলের দুর্বৃত্তরা হামলা চালায়। ঘরের ভেতর ঢুকে সোফা, শো-কেস. টি ভি সেট. গ্যাসের চুল্লি, বাসনপত্র, খাট, আলনা, চেয়ার টেবিল, ফ্রিজসহ বিভিন্ন ভেছে চুর উল্লেখ্য, ২০১৮ সালেও ভোটের ফল ঘোষণার পর বি জে পি দুর্বৃত্তরা একই বাড়িতে হামলা চালায়। মানসিকভাবে নির্যাতনের শিকার পরিবারের লোকজন। শারীরিক ও মানসিকভাবে

এখন

(ক্যেন

বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন গজেন্দ্র দেবনাথ। শয্যাশায়ী অবস্থাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। শনিবার প্রয়াত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের বাড়িতে হামলা চালিয়ে একটি মোবাইল ফোনসহ কিছু মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে

অমরপুর: বিজেপি দর্বত্তরা আক্রমণ করেছে সিপিআই(এম) অমরপর মহকমা কমিটির সদস্য নিতাই সরকারের উপর। শুক্রবার সন্ধ্যা নাগাদ অমরপুর কোর্ট থেকে বাড়ি ফিরছিলেন মদি দোকান থেকে জিনিসপত্র নিয়ে। বাইসাইকেলে চেপে অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের সামনে দিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। রাস্তার পাশে চায়ের দোকানের সামনে নিতাই সরকারের উপর হামলে পডে দর্বত্তরা। তাকে টেনে হিঁচড়ে মদের আড্ডার ঘরে মারতে ঘর থেকে ধাকা মেরে একটি ডোবায় ফেলে দেয়। কোনো রকম প্রাণে বেঁচে বাডিতে ফেরেন তিনি।

> উদয়পুর: উদয়পুর মহকুমায় দ্বিতীয় পাতায় দেখুন

মন্তব্য জয়শংকরের লাদাখের পরিস্থিতি ভঙ্গুর, বিপজ্জনক

नशामिल्लि, ১৮ मार्ठ : लामारथ ভারত-চীন সীমাস্তে পরিস্থিতিকে 'ভঙ্গুর ও বিপজ্জনক' বলে অভিহিত করলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। একটি সংবাদমাধ্যমের অনুষ্ঠানে জয়শংকর বলেছেন, কিছু এলাকায় দু'দেশের সেনারাই খুব কাছাকাছি রয়েছে। সেই কারণেই সামরিক মূল্যায়নের দিক থেকে পরিস্থিতি বিপজ্জনক।

লাদাখে ২০২০-র মে মাসে দু'দেশের সেনাদের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়। তারপর থেকে দফায় দফায় সামরিক ও কটনৈতিক স্তরে আলোচনা হয়েছে। বেশ কয়েকবার সেনারা পিছনেও সবে গেছে। কিন্তু তাবপবও উত্তেজনার ঘটনা ঘটেছে। ভারত ও চীনের সরকারের তরফ থেকে বারংবার বলা হয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সীমান্তে কোনও উত্তেজনা হোক, তা দিল্লি বা বেইজিঙ চায় না।

পরীক্ষার্থীদের উপর

আক্রমণের ঘটনায় গ্রেপ্তার এক দুষ্কৃতী

নিজম্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা ১৮ মার্চ: শুক্রবার অফিসটিলা দ্বাদশের পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের মারধর করে বিজেপি আশ্রিত দৃষ্কতীরা। এই অভিযোগে শনিবার সকালে বিশালগড শহরের নেতাজিনগর থেকে পলিশ শৈবাল চৌধুরী নামে বিজেপি যুব মোর্চার এক নেতাকে গ্রেপ্পাব কবে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে শুক্রবার অফিসটিলা দ্বাদশের পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনে বিশালগড দ্বাদশের পরীক্ষার্থীদের মারধর করে বিজেপি

দ্বিতীয় পাতায় দেখুন

সরকারের অসৌজন্য

নিজম্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা, ১৮ মার্চ: প্রথম বিজেপি জোট সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে দ্বিতীয় বিজেপি জোট সরকার। সমস্ত সৌজন্য ভদ্রতা বিসর্জন দিয়েছে এই সরকার।শনিবার পানিসাগরে অম্বিকা কণ্ড বারুণী মেলার উদ্বোধন হয় বিধায়ক বিনয় ভষণ দাস, বিধায়ক যাদব লাল নাথসহ অনেক বিশিষ্ট মানুষ ওই

দ্বিতীয় পাতায় দেখন

সাংসদ এলাকা তহাবলের

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা, ১৮ মার্চ : উন্নয়নে অনীহা সাংসদদেরও! সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল জনস্বার্থে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছেন লোকসভায় দৃই সাংসদ। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য অনুযায়ী ২০২৩ সালের ১৪ মার্চ পর্যস্ত পূর্ব ত্রিপুরা আসনের সাংসদ অর্থ মঞ্জুরি আনতে পেরেছেন ৭ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে পশ্চিম ত্রিপরা আসনের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীকে মাত্র ১ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকার অর্থ মঞ্জুরিতেই সম্ভুষ্ট থাকতে হয়েছে। ২০১৯ সালে থেকে লোকসভায় রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করে আসা দই সাংসদের ভমিকা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে নানা

একজন সাংসদ প্রতি বছব ৫ কোটি টাকা কবে পান। বাজা সবকাবেব নানা উন্নয়ন প্রকল্পের পাশাপাশি সাংসদ তহবিলের টাকায় অনমোদিত নানা প্রকল্পও বিগত দিনে ত্বরান্বিত করেছে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নকে। প্রকল্পের গাইড লাইন অন্যায়ী যে কোন স্থায়ী সম্পদ তৈরিতে নিজস্ব এলাকায় উন্নয়ন তহবিলের টাকা খরচ করতে পারেন সাংসদরা। বিভিন্ন স্কুল বাড়ি, স্কুলের জলের ব্যবস্থা, রাস্তাঘাটসহ নানা পরিকাঠামো গড়ার ক্ষেত্রে রাজ্যের সাংসদরা বিরাট ভূমিকা নিয়েছেন। প্রকল্প অন্যায়ী প্রাক্তিক বিপর্যয়

সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলে

এলাকা উন্নয়ন তহবিলের টাকা কোথায়, কোন কাজে ব্যয়িত হচ্ছে,তা নিয়েই ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে জনমনে।

দেশে সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল চালু হয়েছিল ১৯৯৩ সালের ২৩ ডিসেম্বর। প্রকল্পে বলা হয়েছিল একজন সাংসদ তার এলাকার জনগণের উন্নয়নের জন্য (কমিউনিটি অ্যাসেট বেসড্) নানা কাজের সুপারিশ করবেন। প্রস্তাবিত প্রকল্পের রূপায়ণের জন্য প্রতিটি রাজ্যে থাকবে একটি নোডাল এজেন্সি। সাধারণত জেলা শাসকদের মাধ্যমেই রূপায়িত হয়ে আসছে এই প্রকল্প। চালুর বছরে সাংসদ পিছু বছরে বরাদ্দ ছিল ৫ লক্ষ টাকা। ১৯৯৪-৯৫ সালে তা বাডিয়ে করা হয় ১ কোটি টাকা। ১৯৯৮-৯৯ সালে তহবিলের বরাদ্দ ফের বাডানো হয়। ১ কোটি থেকে বেডে দাঁডায় ২ কোটি। ২০১১-১২ অর্থ বছর থেকে তহবিলের বরাদ্ধ বেড়ে হয় ৫ কোটি

প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কখনও কখনও দেখা গেছে ৫ বছর মেয়াদের মধ্যে একজন সাংসদ তার তহবিলের পুরো বরাদ্দ অর্থাৎ ২৫ কোটি টাকা ব্যয় করে যেতে পারেন না। আমলাতাম্বিক জটিলতায় আটকে যায় সময়ে আর্থিক । কোন কোন ক্ষেত্রে মঞ্জরি পেতেও একজন সাংসদের মেয়াদ পেরিয়ে যায়। এ রাজ্যে পূর্ব ত্রিপুরা আসনের ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সাংসদের প্রস্তাবিত বহু কাজের অনমোদন মোকাবিলার ক্ষেত্রেও অর্থ খরচ পারেন এখনও বাকি রয়েছে বলে সূত্রের খবর।

ধাপে ধাপে সে প্রকল্পগুলি অনুমোদিত হয়ে আসছে। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্যে দেখা যাচেছ পূর্ব ত্রিপুরা আসনের বর্তমান বি জে পি সাংসদ রেবতী মোহন ত্রিপুরার সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলে অনুমোদিত হয়েছে ২৪ কোটি ৫০ লক্ষ (আগেকার বকেয়াসহ) টাকা। এরমধ্যে এখনও মঞ্জুর হয়নি ১৬ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ প্রায় ৪ বছরে মাত্র ৭ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা আনতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। অন্যদিকে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিকের সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলে অনুমোদিত হয়েছে ৫ কোটি টাকা। এখনও মঞ্জরি বাকি ৩ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ মাত্র ১ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা জনস্বার্থে আদায় করতে পেরেছেন তিনি।

সেখানেই উঠছে প্রশ্ন। কেন রাজ্যের জনগণের উন্নয়নে টাকা আনতে ব্যর্থ হচ্ছেন বি জে পি' দুই সাংসদ। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্যই বলছে, ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট সময়ে জমা করতে না পারার কারণেও অর্থ অনুমোদন করা সম্ভব হচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে কাজের মাসিক অগ্রগতির রিপোর্ট (এম পি আর) নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে দেয়া হচ্ছে না। এদিকে হচ্ছে রাজ্যেরই। তহবিলের টাকা সঠিকভাবে কাজ লাগিয়ে বহু উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়িত করতে পারতেন সাংসদরা। যেমনটা করে দেখিয়ে গেছেন বামফ্রন্ট সাংসদরা।

ট্যাক্স কমিশনারকে জরিমানা হাইকোটের

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা, ১৮ মার্চ : ট্যাক্স কমিশনারকে তার স্বেচ্ছাচারী কার্যকলাপের জন্য উচ্চ আদালত ভর্ৎসনা করেছে। একই সাথে কমিশনারের বেতন থেকে ২৫ হাজার টাকা কেটে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে গত ১৪ মার্চ হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত মুখ্য বিচারপতি টি অমরনাথ গৌড় এবং বিচারপতি অরিন্দম লোধের ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দেয়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, মেঘা টেকনিক্যাল নামের একটি সংস্থা ত্রিপুরা উচ্চ আদালতে মামলা করে গত ২০২১ সনের মাঝামাঝি। মামলার বিষয়বস্ক ছিল যে তারা গত ২০১৫-১৬ */* ২০১৬-১৭ এবং ১৭-১৮ সনের ভ্যাট সংক্রান্ত অর্থ অগ্রিম প্রদান করে পরবর্তী সময় দেখা যায় যে উক্ত অগ্রিম অর্থের মধ্যে প্রায় ৩০,২৫,০৩১/ টাকা বাদী পক্ষ ফেরত পাবে যা তারা অগ্রিম দিয়েছিল। বাদীপক্ষ টাকা ফেরত চাইলে কমিশনার নিজের ক্ষমতাবলে পুনরায় নোটিশ করে বাদীপক্ষকে। বাদীপক্ষের তরফে বলা হয়, যে ক্ষমতা পদর্শন ট্যান্স কমিশনার করেছেন তা তার এক্তিয়ারের বাইরে।

গত ১৪ মার্চ মাননীয় কার্যনিবাহী প্রধান বিচাবপতি টি অমবনাথ গৌড শুনানি শেষে তাদের রায়ের ১৩নং অনুচছেদে উল্লেখ করে তাদের পর্যবেক্ষণে বলেন, এটা পরিষ্কার যে কর প্রদানকারী ব্যক্তি অথবা ব্যবসায়ী দ্বিতীয় পাতায় দেখন

সেই

নিগমের বকেয়ার জন্য বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা, ১৮ মার্চ: দিন আনি,দিন খাই অবস্থা বিদ্যুৎ নিগমের। যেকোনো সময় মখ থবডে পড়তে পারে পরিষেবা। বকেয়া মিটিয়ে না দিলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার নোটিশ ধরালো ওটিপিসি। এই অবস্থায় সঞ্চিত টাকা ভেঙে কিছু বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছি বিদ্যুৎ নিগম। জরুরি ভিত্তিতে বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার জন্য দৌডঝাঁপ শুরু হয়েছে প্রশাসনে। বিজেপি জোট সরকারের গত পাঁচ বছরে বিদ্যুৎ নিগমকে লাটে তুলে দেওয়া হয়েছে। ২০১৮ সালের আগে বিদ্যুৎ নিগমকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রায় ৩০০ কোটি টাকা ফিক্সড ডিপোজিট ছিল বিদ্যুৎ নিগমের। এখন উল্টো দেনার দায়ে ডবে গেছে বিদ্যৎ নিগম।

বিদ্যুৎ কেনার কোটি কোটি টাকা বকেয়া। বকেয়া রয়েছে গ্যাসের দাম। বন্ধ হয়ে আছে জরুরি মেরামতের কাজও। দেনার দায়ে ডবে থাকা বিদ্যুৎ নিগমকে কড়া চিঠি ধরালো ওটি পিসি। জানা গেছে, তিন দিনের মধ্যে বকেয়া মিটিয়ে না হলে বিদ্যুৎ দেওয়া হবে না। এই অবস্থায় অবশিষ্ট ছিটেফোঁটা যা সঞ্চয় আছে সেটা দিয়ে কিছু বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ নিগম সূত্রে খবর ঋণের দায়ে হিমশিম খাচ্ছেন বিদ্যুৎ নিগমের শীর্ষ কর্তারা। সরকারের ভূমিকা নিয়ে বাড়ছে ক্ষোভ। দ্বিতীয় পাতায় দেখন

দাস। হয়তো গৌতম দাসকে আমরা

১৮ মার্চ : খসে পড়ছে মাটির দেওয়াল। উদাহরণ হিসেবও খাড়া করেছিলেন ছাউনির টিনও উঠে উঠে আসছে।ঝড় প্রধানমন্ত্রী। এরপর মুহূর্তেই সংবাদ শিবোনামে উঠে আসেন গৌতম দাস। তুফান এলে যেকোনো সময় উডে যেতে পারে ছাউনি। এতেই এখন রাতারাতি তিনি হয়ে উঠেন সেলিব্রেটি। কোনরকমে দিনগুজরান করছেন তার বাড়িতে লাইন পড়ে যায় ভি আই প্রধানমন্ত্রীর মন কী বাতের সেই গৌতম পিদের। মন্ত্রী-বিধায়কও-নেতারা

একের পর এক প্রতিশ্রুতির বন্যায়

তিন বছবে ভলে গেছি। এই গৌতম ভাসিয়ে দেন তাকে। সেই 'সেলিরেটি' গৌতম দাস দাস হলেন সেই ঠেলাওয়ালা। যিনি ২০২০-২১ সালে কোভিড এখন কেমন আছেন — তার খোঁজ অতিমারীতে নিজে ঠিকমতো খেতে না নিতে গিয়ে আঁতকে উঠার মতো পাবলেও খাবাব জগিয়ে ছিলেন অবস্থা। এখন তাব নন আনতে পালা অন্যদের। ভরা কোভিডে সাধটিলা ফবোয়। কেউই আব খোঁজ কবে না। সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদের দেখে মনের চৌমহনিতে নিজের ঠেলা নিয়ে গরিব মানুষের মধ্যে পৌছে দিয়েছিলেন খাবার। দই ধাপে সে সময় তিনি ২৬০ বলতে থাকেন তার রোমহর্যক জনকে খাবার দিয়েছিলেন বলে নিজেই বেদনাদায়ক কাহিনি। তিনি বলে চলেন জানান। তখনই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী যখন মন কী বাত অনষ্ঠানে মন কী বাত অনুষ্ঠানে তার নাম আমার নাম নিয়েছিলেন সত্যিকার



তম দাস

অর্থেই আমি গর্বিত হয়েছিলাম। কিন্তু একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। তারপরই আমার জীবনে নেমে আসে একের পর এক বিষাদ। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আমাকে ডেকে বলেছিলেন বড ছেলেকে টি এস আর'র চাকরি দেবেন। এখনও হয়নি।

দেবেন। তাও হয়নি। তারপর একদিন আমাকে কফ্ষনগর পার্টি অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। বলা হয় তিনটি চেক আসবে। আজ পর্যন্ত কোন চেক আসেনি। সেই পার্টি অফিস থেকে একজন বলেন আমার অ্যাকাউন্টে প্রধানমন্ত্রী অনুদান হিসেবে পাঁচ হাজার টাকা করে ঢকবে। আজ পর্যন্ত পাঁচ পয়সাও ঢকেনি। তারপর তিনি তার ভাঙা ঘর দেখিয়ে বলেন, এই ঘরেই এখন ছোট ছেলেকে নিয়ে কোনরকমে দিনগুজরান করি। বড ছেলে তার স্নীকে নিয়ে অন্যত্র থাকে। আমার স্ত্রী ১১ বছর আগে প্রয়াত হয়েছেন। কোভিড সময়ে যে ঠেলাটি আমাকে সহায়তা করেছিল আমার সেই কজি রোজগারের সম্বল ঠেলাটিও বেশ কিছদিন আগে শহরের ওরিয়েন্ট চৌমুহনি থেকে চুরি হয়ে গেছে। পুলিশকে জানিয়েও কোন

বলছে সমিতিকে জানাতে। এখন যখন যেমন কাজ পাই তা করেই জীবীকা নির্বাহ করি। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার কাছেও গিয়েছিলাম কিন্তু কিছু হয়নি। চোখের কোনে জমানো জল মুছতে মুছতে বলছিলেন, সেদিন ঘরের ছাউনি দিতে টিন কেনার জন্য জমানো সাত হাজার টাকা খরচ করে সামান্য সহায়তা নিয়ে মান্যের পাশে দাঁডিয়েছিলাম। এখন আমার বয়স ৬৩। যদি বেঁচে থাকি এবং সেদিনকার মতো প্রিস্থিতি তৈরি হয় তখনও মান্যের পাশে থাকবো বলে দৃঢ়তার সাথে জানান গৌতম দাস। তার স্পষ্ট বক্তব্য কেউ তার পাশে থাকুক আর না থাকুক তিনি মানুষের পাশে থাকবেন। প্রয়োজনে দুবেলা দুটি রুটি খাওয়ার পরিবর্তে একটি নিজে খাবেন। অন্যটি খাওয়াবেন অসহায় মানুষকে।

আর্জেন্ট

হায়দ্রাবাদে রেস্তোরাঁর জন্য অভিজ্ঞ Manager, Weater, Chef, Chinis, Indian, South Indian, Tandoor প্রয়োজন। আকর্ষণীয় বেতন + থাকা + খাওয়া যোগাযোগ - 8017399587 9849646709

যাওয়ার সম্ভাবনা

প্রথম পাতার পর

এদিকে ডলারের সংকটের জেরে বাংলাদেশ থেকেও নিয়মিত বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ায় সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে জানা গেছে। প্রতিমাসে গড়ে বাংলাদেশ থেকে ৬০ কোটি টাকার বেশি আসে বিদ্যুৎ এর দাম। সেটাও নিয়মিত না আসায় বাড়িতে সংকট দেখা দিয়েছে বলে বিদ্যুৎ দপ্তরের এক আধিকারিক জানালেন। তার বক্তব্য অনুযায়ী দেনার দায়ে হিমশিম খাচ্ছে নিগম। দিন আনি দিন খাই অবস্থা চলছে। আশক্ষা দেখা দিয়েছে যেকোনো সময় মুখ থুবড়ে পরতে পারে বিদ্যুৎ পরিষেবার। এদিকে ঝড়-বৃষ্টির আগে মেরামতির যে কাজ করা হতো টাকার সমস্যায় সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বলে জানা গেছে।

জরিমানা হাইকোর্টের

কোনভাবেই সরকারের অবহেলাস্বরূপ কাজে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। সরকারি আধিকারিকদের আরও বেশি বান্ধব ও তৎপর হওয়া জরুরি বলেও কোর্ট মন্তব্য করে। সাথে রিভিশনাল অথরিটি হিসাবে ট্যাক্স কমিশনারকে পঁচিশ হাজার টাকা ধার্য করে এবং জরিমানার এই টাকা ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনকে ১ মাসের মধ্যে দিতে বলে।

মেঘা টেকনিক্যাল কোম্পানির পক্ষে মামলা লড়েন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রখ্যাত কর বিশেষজ্ঞ আইনজীবী ডা. অশোক কুমার শরাফ। সহযোগিতা করেন রাজ্যের ্র আইনজীবী কৌশিক রায়।

ফিরল লং মাচ

প্রথম পাতার পর

যাওয়ার অনুরণন শোনা গেল আপ্লা বোটনা মোরের কথাতেও। বললেন. '৫ তারিখ লক্ষ লক্ষ কৃষক-শ্রমিক দিল্লিতে জমায়েত হবে। আমরা যেমন মহারাষ্ট্রের বিজেপি সরকারকে মাথা নত করতে বাধ্য করেছি, দিল্লিতে একই পরিণাম হবে মোদি সরকারের।

অসোজন্য

প্রথম পাতার পর

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত। কিন্তু বাদ যুবরাজ নগরের বিধায়ক শৈলেন্দ্র নাথ। তিনি বিরোধী দলের নির্বাচিত বিধায়ক এজন্যই কি এই আচরণ? ধর্মনগরের এধরনের সরকারি অসৌজন্যমূলক আচরণের জন্য বিস্মিত

দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীর অকাল মৃত্যু: শোক বিলোনীয়াজুড়ে



নিজস্ব প্রতিনিধি।। বিলোনীয়া ১৮ মার্চ: উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষা সম্পূর্ণ করা হলো না বিলোনীয়া সরকারি ইংরোজ মাধ্যম বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী মনীযা সাহার। চোখের জলে অস্তিম বিদায় নিল মনীযা।

বিলোনীয়া ত্রিপুরা বাজার এলাকার ঝন্টু সাহার বড়ো মেয়ে মনীষা। ছোট মেয়ে লিপিকা সাহা বিলোনীয়া সরকারি ইংরেজি মাধ্যম দ্বাদশ বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী মনীযা এবছর সিবিএসসি বোর্ডের দাদশেব পবীক্ষার্থী। শুক্রবাব ইকোনোমিক্স পরীক্ষা চলাকালীন সময় অসুস্থ হয়ে পড়ে মনীযা। প্রাথমিক চিকিৎসার পর শারীরিক অসবিধাকে তচ্ছ করে পরীক্ষা সম্পর্ণ করে বাডি ফিরে আসে। বাডি ফিরে আসতে পুনরায় শারীরিক অসুস্থতা বোধ করায় বাবা ঝন্টু সাহা তার মেয়েকে নিয়ে

বিলোনীয়া হাসপাতালে চিকিৎসার পর বাড়ি নিয়ে গিয়ে তাকে একটি স্যালাইন দেয়। স্যালাইন চলাকালীন সময় পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়ে মনীষা সাহা। তাকে তৎক্ষণাৎ বিলোনীয়া হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক মনীযা সাহাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। বিলোনীয়া সরকারি ইংরেজি মাধ্যম দ্বাদশ বিদ্যালয়ের ছাত্রীর অকাল প্রয়াণে স্তম্ভিত গোটা স্কুলসহ বিলোনীয়া। স্কুল ছাত্রীর অকাল প্রয়াণে শোক সর্বত্র।

বিলোনীয়া হাসপাতালে ছুটে যান।



সরকারকে হুঁশিয়ারি

প্রথম পাতার পর

স্পষ্ট হয়ে যায়। শনিবার মখ্যমন্ত্রী আদিতানাথ বৈঠক করেন বিদাৎ মন্ত্রী এ কে শর্মার সঙ্গে। কয়েক জন শীর্ষ আধিকারিক সেই বৈঠকে ছিলেন বলে জানা গেছে। বৈঠকে আদিত্যনাথ নির্দেশ দেন, আন্দোলনরত কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করার জন্য।

এরপরেই বিদ্যুৎ মন্ত্রী সাংবাদিক বৈঠক করে বলেছেন, ২৪ ঘণ্টায় ১৩৩২ চুক্তি শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে। দরকার পড়লে হাজার হাজার কর্মচারীকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করা হবে। মন্ত্রী অভিযোগ করেন কর্মচারীরা বিভিন্ন জায়গায় ভাঙচুর করেছে। সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করলে কারোকে ছাড়া হবে না। আন্দোলনের নেতা এমন ২২ জন কর্মচারীর বিরুদ্ধে এসমার আওতায় ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তাদের জেলে পাঠানো হবে বলেও মন্ত্রী হুমকি দিয়েছেন। উত্তর প্রদেশ সরকার এলাহাবাদ হাইকোর্টে বিদ্যুৎ কর্মচারী আন্দোলনের নেতা শৈলেন্দ্র দুবে সহ অন্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিল। তার পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট

সোমবার তাঁদের তলব করেছে। লক্ষ্ণৌসহ বিভিন্ন জেলায় বিদ্যুৎ বিভাগের অফিসে পিএসি বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

মন্ত্রীর অভিযোগের পালটা বিদ্যৎ কর্মীরা বলেছেন, ইতিহাসে প্রথমবার এমন ঘটনা ঘটছে যে মন্ত্রীর সঙ্গে হওয়া সমঝোতা বিদ্যুৎ বিভাগের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মানতে অস্বীকার করছেন। বিদ্যুৎ কর্মচারী সংযক্ত সংঘর্ষ সমিতির আহ্বায়ক শৈলেন্দ্র দুবে বলেছেন, বিদ্যুৎ কর্মচারীরা কোথাও হিংসা, ভাঙচুর করেনি। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ। বিদ্যুৎ বিভাগ আমাদের মায়ের মতো। মন্ত্রী কোনও অনুসন্ধান না করেই এইসব অভিযোগ কের দিচিছন। শৈলেভ দুবে বলেছেন, একটার পর একটা ইউনিট বন্ধ হয়ে যাচেছ। আউটসোর্সিং কর্মচারী যারা অত্যন্ত গরিব, সরকার তাদের বরখাস্ত করেছে। নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই কর্মচারীরা কাজ করেন বিদ্যুৎ বিভাগে। আন্দোলনকারী বিদ্যুৎ কর্মীদের সংযুক্ত মোর্চার তরফ থেকে জানানো হয়েছে আমরা কোথাও পালাচ্ছি না।

সরকার আমাদের গ্রেপ্তার করুক।

এদিকে জেলায় জেলায় বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় বিজেপি মান্যকে খেপিয়ে বিদ্যুৎ দপ্তবে কর্মীদের উপরে হামলা করার উসকানি দিচ্ছে। লক্ষ্ণৌয়ে শুক্রবার রাতেই হামলার চেস্টা হয়। এলাহাবাদ, সিদ্ধার্থনগর প্রভৃতি জায়গায় জাতীয় সডক অবরোধ করে 'জনতা' সিআইটিইউ উত্তরপ্রদেশ রাজা সম্পাদক প্রেমনাথ রাই অভিযোগ করেছেন, সরকারের লোকেরাই বিদ্যুৎ দপ্তরে হামলা চালিয়ে কর্মীদের ঘাড়ে দায় চাপাতে চাইছে। মানুষের মধ্যে মিথ্যা প্রচার চালিয়ে আন্দোলনরত বিদ্যুৎ কর্মীদের বিরুদ্ধে মানুষকে নামাতে চাইছে। বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের ফলে মানুষকে বিপুল হারে বিদ্যুৎ বিল দিতে হবে, কর্মচারীরা তার বিরুদ্ধেই আন্দোলন করছে। উত্তর প্রদেশে বিদাৎ কর্মচারীদের আন্দোলনে বিজেপি সরকারের দমনপীড়নের প্রতিবাদে দেশজুড়ে সংহতি আন্দোলনের আহ্বান জানিয়েছে

সাব্রুমে বললেন মুখ্যমন্ত্রী

বিয়ের জন্য এবার থেকে আগাম অনুমতি লাগবে

নিজম্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা, ১৮ মার্চ: বিয়ের জন্য লাগবে সরকারি অনুমতি ছেলে মেয়ের বয়সের প্রমাণপত্র দিয়ে আবেদন করতে হবে অনুমতির। সরকারি অনুমতি নিয়েই করতে হবে বিয়েব আয়োজন। শনিবাব এমন সম্ভাবনার কথা সাক্রমে জানালেন মখামন্ত্রী ডা. মানিক সাহা। এদিন সাক্রমে মখামন্ত্রী সস্থ শৈশব. সুস্থ কৈশোর অভিযানের চতুর্থ পর্বের সূচনা করেন তিনি। বাল্যবিবাহ আটকানোর জন্য কড়া পদক্ষেপের ইঞ্চিত দিয়েছেন তিনি। বিবাহের জন্য সরকারের তরফে অনুমতি নেওয়ার বিধান চালু করার সম্ভাবনার কথাও জানালেন। তিনি বলেন, মানুষের শরীর ও মন সুস্থ না থাকলে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

মুখ্যমন্ত্রী বাল্য বিবাহ ও কৈশোরকালীন গর্ভাবস্থা রোধে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় বালিকা মঞ্চের সক্রিয় ভূমিকার প্রশংসা করেন। সাক্রমের দক্ষিণী টাউনহলে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, শিক্ষা দপ্তর ও সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্ৰী কয়েকজন ছাত্ৰীকে কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়ান। এছাড়াও অনুষ্ঠানে কয়েকজন ছাত্রীকে টিকাও দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাক্রম নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রমা পোদ্দার দে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব ৬. দেবাশিস বসু, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি শুভাশিস দাস, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. শুভাশিস দেববর্মা, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা সাজু ওয়াহিদ এ, দক্ষিণ জেলার এসপি কুলবন্ত সিং, দক্ষিণ জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আর্থিকারিক ডা. সুব্রত দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ শিশুদের নিয়মিত টিকাকরণ নিয়ে প্রচার পুস্তিকার আবরণ উন্মোচন করেন। এদিন সারুম সফরে এসে মখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা সারুম নগর পঞ্চায়েতের কনফারেন্স হলে জেলা ও মহকমাস্তরের আধিকারিকদের সাথে এক

আদালতে ইমরানের হাজিরার আগেই তুমুল সংঘর্ষ

ইসলামাবাদ।। ১৮ মার্চ: পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের ্যাদালতে হাজিরার আগেই জনতা ও পলিশের সংঘর্ষে অগ্নিগর্ভ গোটা অঞ্চল দ্রকারি সম্পূর্ত্তির বেআইনি বিক্রি মামুলায় শুনিবার ইসলামাবাদের আদালতে উপস্থিত হওয়ার কথা ছিল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)'র শীর্য নেতার। কিন্তু তার আগেই পিটিআই সমর্থকরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়তে থাকে। জ্বালিয়ে দেয় পুলিশের ফাঁড়ি। এদিন ইসলামাবাদে সাংবাদিকদের এই কথা জানান, পুলিশ প্রধান আকবর নিসার খান। তিনি আরো বলেন, সংঘর্ষের সময় আদালতের থেকে মাত্র পাঁচ মিনিট পথের দূরত্বে গাড়িতে ছিলেন ইমরান। এর আগে লাহোর থেকে আদালতে মামলার শুনানির সময় হাজিরা দিতে ইসলামাবাদে সমর্থকদের সঙ্গে আসেন বিশ্বকাপ জয়ী পাকিস্তান ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ইমরান। যদিও তিনি আদালতে ঢকতে পারেননি। গাডিতে বসেই ইয়বান আদালতে হাজিবাব কাগজে সই কবেন। আইনজীবীদেব প্রায়র্শে বিচাবপতি দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত ঘোষণা না কবেই তাকে ফিবে যাওয়াব অনমতি দেন।

পথে কালার কাহারের কাছে তার কনভয়ে থাকা ৩টি গাডি দর্ঘটনার কবলে পড়ে। দর্ঘটনায় অবশ্য কারো হতাহত হওয়ার খবর নেই। প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার লাহোর আদালতে দুর্নীতির মামলার শুরারিতে হাজির থাকের তিনি। সেই সময় বিচারপতিকে শনিবারেও ইসলামাবাদের আদালতে উপস্থিত হবেন বলেই আশ্বস্ত করেছিলেন ইমরান।

অন্যদিকে ইমরান লাহোরের বাড়ি ছেড়ে ইসলামাবাদ রওয়ানা দিলে পুলিশের বিশাল বাহিনী অভিযান চালায়। এই সময় ইমরানের বাড়ির সামনে সমর্থকদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনী ও পুলিশের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে অস্তত ১০ জন আহত হন। পুলিশ কর্মীরা ইমরানের বাড়ি থেকে বেশ কয়েকজন সমর্থককে গ্রেপ্তার করেন

১২৬ দিন পর দেশে আক্রান্ত ৮০০'র বেশি

নয়াদিল্লি. ১৮ মার্চ :করোনা সংক্রমণ নতন করে বাডতে শুরু করেছে দেশে সরকারি হিসাবে, ১২৬ দিন পর শুক্রবার দেশজুড়ে ৮০০'র বেশি আক্রান্ত হয়েছেন কোভিডে। এখন দেশে ৫হাজার ৩৮৯ জন চিকিৎসাধীন। শনিবার সকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ৮৪৩ জন আক্রান্ত হয়েছেন। ঝাডখণ্ড এবং মহারাষ্ট্রে একজন করে প্রাণও হারিয়েছেন। এখন মোট সংক্রমণের ০.০১ শতাংশ 'অ্যাক্টিভ' বা চিকিৎসাধীন রয়েছেন। মৃত্যু হার ১.১৯ শতাংশ।

এদিকে, কোভিডের নতুন প্রকরণ এক্সবিবি ১.১৬-এ ৭৫ জন আক্রান্ত হয়েছেন দেশে। কর্ণাটক (৩০), মহারাষ্ট্র (২৯), পুদুচেরি (৭), দিল্লি (৫), তেলেঙ্গানা (২), গুজরাট (১), হিমাচলপ্রদেশ (১) এবং ওড়িশায় এই প্রকরণের

একরাতের বৃষ্টিতে কর্ণাটকে ডুবে গেল সাডে ৮ হাজার কোটির সডক

বেঙ্গালুরু।। ১৮ মার্চ : মাত্র ছয় দিন আগেই ধুমধাম করে কর্ণাটকের বেঙ্গালুরু-মাইসুরু হাইওয়ে উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মাত্র এক রাতের বৃষ্টিতেই ডুবে গেল সেই ঝাঁ চকচকে এক্সপ্রেসওয়ে। এই ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ নিত্যযাত্রীরা। প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন

পার্শ্বতী বেঙ্গালুরুত্র রামানগর জেলায় ৮ হাজার ৪৮০ কোটি টাকার বিনিময়ে ১০ লেনের ওই হাইওয়েটি তৈরি করা হয়েছে। রবিবার (১২ মার্চ) ১১৮ কিমি দীর্ঘ এই এক্সপ্রেসওয়েটি উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। শুক্রবার রাতের ভারী বস্তির কারণে জলমগ্ন হয়ে পড়ে রাস্তাটি। যার ফলে এলাকায় দীর্ঘ সময় ধরে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয় এবং একাধিক বাম্পার-টু-বাম্পার

এক্সপ্রেসওয়েটি উদ্বোধনের জন্য প্রস্তুত ছিল কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন নিত্যযাত্রীরা। তাদের দাবি, সামনেই ভোট, তাই জনগণের মন জয় করতে পুরোপুরি তৈরি হওয়ার আগেই ব্রিজটি উদ্বোধন করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

বিকাশ নামের এক নিত্যযাত্রী সংবাদমাধ্যমের সামনে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'আমার মারুতি সূইফ গাডিটি জলমগ্ন ব্রিজে অর্থেক ড়বে গিয়েছিল। এটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পেছন থেকে আসা একটি লরি আমার গাডিতে ধাক্কা দেয়। এর জন্য দায়ী কে? আমি মুখ্যমন্ত্রী বোম্মাইকে অনুরোধ করছি আমার গাডিটি সারিয়ে দেওয়ার জন্য। প্রধানমন্ত্রী মোদি হাইওয়েটি উদ্বোধন করেছেন. তিনি কি সড়ক ও পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের কাছে আগে জানতে চেয়েছিলেন রাস্তাটি উদ্বোধনের জন্য প্রস্তুত কিনা?"

আর এক দুর্দশাগ্রস্ত যাত্রী নাগারাজু বলেন, "আন্ডারব্রিজে জল জমে যাওয়ার পরপরই একাধিক দূর্ঘটনা ঘটে। প্রথমটি আমার গাডির সাথে হয়... এবং তাবপৰে সাত থেকে আটটি গাড়ির সাথে বাম্পার-টু-বাম্পার দুর্ঘটনা ঘটে (একটি গাড়ির পিছনে আর একটি গাডি এসে ধাক্কা দেওয়া)। জল বেরিয়ে যাওয়ার কোনও জায়গা নেই। এখন যদি খবর আসতো যে প্রধানমন্ত্রী আসছেন এখানে, তাহলে ১০ মিনিটের মধ্যে এই জল বের করে দিত প্রশাসন। আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন না যে সাধারণ মানুষের কস্ট হচ্ছে? এর জন্য দায়ী কে?

নাসিকের কৃষকদের আন্দোলনের জয়ে

ক্ষকসভার অভিনন্দন আগৰতলা।। ১৮ মার্চ

কৃষকদের ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের পর আবার বিরাট সাফলা পেল মহারাষ্ট্রের কৃষকসভা। লং মার্চের পর মহারাষ্ট্রের সেনা- বিজেপি সরকারকে বাধ্য করেছে দাবি মানতে। সারা ভারত কৃষকসভার ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির এই লং মার্চের সাফল্যের জন্য মহারাষ্ট্রের কৃষকদের অভিনন্দন জানিয়েছে।

১৫ দফা দাবি নিয়ে গত ১৩ মার্চ সারা ভারত কৃষকসভা নাসিক থেকে মুম্বাই লং মার্চ শুরু করে। এই লং মার্চে আদিবাসী কৃষকদের বিশাল উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয় । সারা ভারত কৃষকসভার সভাপতি ড. অশোক ধাওয়ালে এই লং মার্চে নেতৃত্ব দেন। এই লং মার্চের ফলে সরকার *পেঁ*য়াজ সয়াবিন অড়হড় তুলা গ্রিন গ্রাম ও দুধের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য কৃষকসভার দাবি নিয়ে সরকার সহমত পোষণ করে। এছাড়া কৃষি বিমা বয়স হয়ে যাওয়া কৃষকদের পেনশন বৃদ্ধি ও স্ক্রিম ওয়ার্কার্সদের মজুরি বৃদ্ধির দাবিও রয়েছে। শনিবার মহারাষ্ট্র বিধানসভায় সমস্ত দাবি মেনে নেবার ঘোষণা হবার পর লং মার্চের পর গণঅবস্থান স্থগিত রাখা হয়। তবে আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়নি।

উত্তরপ্রদেশে হিমঘরের ছাদ ভেঙে মৃত ১৪, ধৃত ২ মালিক

সম্ভল।। ১৮ মার্চ : উত্তরপ্রদেশের সম্ভলে হিমঘরের ছাদ ধসে পড়ে ১৪ জনের মৃত্যুর ঘটনায় দুই মালিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। উত্তরাখণ্ডের হলদোয়ানি থেকে হিমঘরের দুই মালিককে গ্রেপ্তার করেছে পলিশ।

সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের সম্ভলের চান্দৌসি থানা এলাকার ইন্দিরা রোডে একটি আল রাখার হিমঘরের ছাদ ধসে পডে। ধ্বংসাবশেষের তলায় চাপা পডেন বহু মানষ। ধসে যাওয়া ছাদের তলায় চাপা পড়া ব্যক্তিদের উদ্ধারকাজ শুরু হয়। ২৪ জনকে ধসের নীচ থেকে বার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। তার মধ্যে ১৪ জনের মৃত্যু হয়।ঘটনার পর থেকেই হিমঘরের মালিকের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। শনিবার সম্ভলের জেলাশাসক মনিষ বনশল জানান, 'হিমঘরের মালিক অঙ্কুর আগরওয়াল এবং রোহিত আগরওয়ালকে হলদোয়ানি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

জানা গেছে, ওই হিমঘরের ছাদটি তিনদিন আগে তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু এ জন্য জেলা প্রশাসনের কোনও অনুমতি নেওয়া হয়ন। প্রশাসন সূত্রে খবর, হিমঘরটিতে যত পরিমাণ আলু মজুত করা যেত, তার চেয়েও অনেকটাই বেশি আলু সেখানে রাখা হত। ছাদ ধসে পড়ার এটাও কোনও কারণ কী না খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অনিয়মের অভিযোগ মেসার্স ভার্টেক্স ফার্মাসিউটিক্যালের লাইসেন্স বাতিল

আগরতলা, ১৮ মার্চ : অনিয়মের অভিযোগে মেসার্স ভার্টেক্স ফার্মাসিউটিক্যাল, রোনাল্ডসে রোড, বটতলা, এই ওয়ধের দোকানের লাইসেন্স বাতিল করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর। ১৯৮০ সালে এই লাইসেন্সটি ইশু্য করা হয়েছিল। দোকানে ক্রয় ও বিক্রয়ের নথিপত্র খতিয়ে দেখার সময় ২০২২ সালের ১ আগস্ট থেকে ২০২২ সালের ১০ নভেম্বর সময়কালে ১.২৪.৫০০টি ট্যাপেনডোল ট্যাবলেট বিক্রির বিষয়টি প্রকাশ পায়। এই ট্যাপেনডোল ট্যাবলেট ব্যথার ওষুধ, যা নেশার কাজে অপব্যবহার হয়ে থাকে কোনওরকম ক্রয়ের রেকর্ড ছাড়া সেগুলি বিক্রি করা ও অন্যান্য অনিয়মের বিষয় ধরা পড়ায় মেসার্স ভার্টেক্স ফার্মাসিউটিক্যালের কর্ণধার নারায়ণ দত্তগুপুকে শোকজ করা হয়। উত্তর সস্তোষজনক না হওয়ায় ডেপুটি ড্ৰাগ কন্টোলার এক আদেশে লাইসেন্স বাতিলের নির্দেশ জারি করেছেন।

ভঙ্গুর, বিপজ্জনক

প্রথম পাতার পর

জয়শংকরের শনিবারের মন্তব্য অবশা একটু অন্য সুরের।

জয়শংকর এদিন বলেন ২০২০-র সেপ্টেম্বরে দু'দেশের বিদেশমন্ত্রীরা নীতিগত সমঝোতায় পৌঁছেছিলেন। যতক্ষণ পর্যস্ত তা মান্য চরা না *হচে*ছ ভারত-চীন সম্পর্ক ষাভাবিক হতে পারে না। জয়শংকরের মভিযোগ, যে সমঝোতা হয়েছিল চীনকে তা রূপায়ণ করতে হবে। কিন্তু তারা এখনও তা করে উঠতে পারেনি বেশ কয়েকটি বিষয়ে এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। তিনি বলেন, আমরা চীনকে জানিয়ে দিয়েছি সীমান্তে শাস্তি ও স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হবে অথচ অন্য সব সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবে চলবে, যেন কিছই ঘটেনি, তা চলতে পারে না। চীনের নতন বিদেশমন্ত্রী কিন গাঙের সঙ্গে তার এ বিষয়ে আলোচনাও হয়েছে বলে জয়শংকর জানিয়েছেন

ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

প্রথম পাতার পর

সমানতালে চলছে সম্ভ্রাস। শুক্রবার রাতে মহকুমার গঙ্গাছড়া এলাকায় আটজনের বাড়িতে হামলা চালায় শাসক দলের দুর্বৃত্তরা। শুক্রবার রাত দশটা থেকে বারটা পর্যস্ত গঙ্গাছড়া এলাকার সুদেব দাস, স্বপন সেন বলরাম সেন, পরিমল দাস, জীবন কর্মকার, হারাধন কর্মকার, উত্তম কর্মকার, নিখিল কর্মকারের বাড়িতে হামলা চালায়। স্বপন সেন ও পরিমল দাসের বাড়ির ঠাকুরঘর, গরুর ঘর, জলের পাইপ লাইন ইত্যাদি দা দিয়ে কুপিয়ে নষ্ট করে দেয়। অন্যান্য গাডিঘরের বাউন্ডারি বেডা ইত্যাদি ভাঙচুর করে। উদয়পুর শহরের মধ্য অঞ্চল এলাকায় বাদল দাসের বাড়িও ভাঙচুর করে।

গ্রেপ্তার এক দুষ্কৃতী

প্রথম পাতাব পব

আশ্রিত দৃষ্কতীরা। ২৫/৩০ জন ছাত্র আহত হয়। পরে ছাত্ররা বিশালগড থানা ঘেরাও এবং জাতীয় সডক অববোধ কবে। ছাত্রবা বেশ ক্রেকজনের নাম প্রাম দিয়ে থানায মামলা দায়ের করে। যুব মোর্চার কয়েকজন নেতা ধমক দিয়ে ছাত্রদের রাস্তা অবরোধ থেকে তুলে দেয়। পুলিশ প্রতিশ্রুতি দেয় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সব আসামি গ্রেপ্তার করবে। শনিবার সকালে বিশালগড় নেতাজিনগর থেকে শৈবাল চৌধুরী নামে এক যুব মোর্চার নেতাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ তাদের দায়িত্ব খালাস করেছে। বাকিদের গ্রেপ্তার করা হয়নি। অভিভাবকরা চান দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টাস্তমূলক শাস্তির গ্যবস্থা করুক পুলিশ। ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে শাস্তিতে পরীক্ষা দিতে পারে তার ্যবস্থা করার দাবি জানান।

৬ বছর পর গ্রেপ্তার আসামি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা, ১৮ মার্চ : প্রায় ৬ বছর পর যৌন

হেনস্থারঅভিযোগে অভিযুক্তকে গ্লেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম জব্বর আলী। ঘটনাটি ঘটেছিলো ২০১৭ সালে বিলোনীয়া থানা এলাকার বনকর মসজিদ চতুরে। মাদ্রাসায় শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্বে ছিল জব্বর আলি। শিক্ষাদানের নাম করে কচিকাঁচা পড়ুয়াদের যৌন নির্যাতন করার অভিযোগ উঠে তার বিরুদ্ধে। তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। এরপরই মসজিদ ছেড়ে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত জব্বর আলি। অবশেষে আসামের নিলামবাজার থানার পুলিশের সহযোগিতায় চোরাইবাড়ি এলাকা থেকে অভিযুক্ত জব্বর আলীকে পাকড়াও করতে সক্ষম হয় পুলিশ।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO.: 43/EE/ Dt. 15.03.2023 PWD(R&B)/AMB/2022-23

The Executive Engineer Ambassa Division, PWD (R & B) Ambassa, Dhalai District on behalf of the 'Governor of Tripura'. invites online percentage rate e-tender in Single bid system from the eligible Central & State Public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms / Private Ltd. Firm / Agencies of Appropriate Class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Railway / Govt. Organization of other State & Central for the following

SL.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED	EARNEST	TIME FOR			
NO.		COST	MONEY	COMPLETION			
		(in Rs.)	(in Rs.)				
1.	DNIT No.: 47/DNIT/SE-V/	63,31,536.00	1,26,631.00	120 (One			
	AMB/2022-23 (3rd Call)			Hundred			
				Twenty) days			
a D + (

Date of publishing of bid : Date 16-03-2023

 Last date and time for document downloading and bidding : Up to 15.00 Hrs. on 06-04-2023

 Time and date of opening of bid at 16.00 Hrs. on 06-04-2023 Document downloading and bidding at application

https://tripuratenders.gov.in Class of tenderer, APPROPRIATE class.

Bid fee and Earnest Money are to be paid electronically.

For further enquiry, contact to the Office of the undersigned. Sd/- (Er. Bhrigu Debbarma)

ICA-C-4479-23

Executive Engineer Ambassa Division, PWD (R&B) Ambassa Dhalai Tripura

Admission Notification

Regular Mode / Fresher B. Ed. & M. Ed. (Two Year) Programme of IASE, Kunjaban, Agartala for the Session 2023-2024

It is to inform all concerned that due to certain technical issues related to ONLINE ADMISSION FORM FILL-UP, the online admission form fill up process has been cancelled, and offline admission form fill up for B. Ed. and M. Ed. courses of IASE, Kunjaban - session 2023-2024 will be done.

The form fill-up should be done through offline mode from 22/03/2023 to 11/04/2023 and the filled - In form and other necessary photocopies of all documents should be submitted to the IASE, Agartala from 22/03/ 2023 to 13/04/2023 on all working days from 12 pm to

The form will be distributed from IASE, Agartala only. The details of the programmes, eligibility criteria and other relevant information are available in the college notice board and college website www.iasetripura.com.

Sd/- (Dr. Ratna Roy) Principal IASE, Kunjaban Agartala, West Tripura

Press Notice inviting e-Tender No : 66/NIT/EE/PWD/AMP/2022-23, Date : 15-03-2023 Memo No. F.TC-I(P- I)/EE/PWD/AMP/ 19850-19918, Dated : 15-03-2023 Cost of Tender form : Rs. 1,000.00/- (Rupees One Thousand) only.
Last date and time for document downloading and bidding : 05-04-2023 upto 15.00 hrs. Time and date for opening of bid : 05-04-2023 at 16 : 00 hrs. (if possible)

ICA-D-2189-23

SI.	Name of words	Estimated Cost	Earnest Money	Time for	Class
No.	Name of work	(in Rs.)	(in Rs.)	Completion	of Bidder
1.	DNIT NO: 130/DNIeT/R/EE/PWD/AMP/2022-23	24,23,708.00	48,474.00	90 Days	Appropriate Class
2.	DNIT NO: 131/DNIeT/R/EE/PWD/AMP/2022-23	24,25,932.00	48,519.00	90 Days	Slas
3.	DNIT NO: 132/DNIeT/R/EE/PWD/AMP/2022-23	24,23,419.00	48,468.00	90 Days	Арр

Tender can also be seen in the website https://tripuratenders.gov.in

All other necessary information can be seen in the Amarpur Division PWD (R & B) office in office hours.

For and on behalf of Governor of Tripura Sd/- Illegible Executive Enginee Amarpur Division, PWD (R & B) Amarpur, Gomati Tripura.

MEMORANDUM

The Hon'ble Speaker, Tripura Legislative Assembly has been pleased to direct that the following security measures shall be taken for entering into the precincts of the Tripura Legislative Assembly during the ensuing 1st Session of the 13th Tripura Legislative Assembly to be commenced on and from 24th March, 2023:-

No person or Vehicle other than Rickshaw pulled manually should be allowed to enter into the Assembly Premises without valid pass issued by the Assembly Secretariat.

Members of the Tripura Legislative Assembly, Press Representatives and the Members of staff of Tripura Legislative Assembly at the time of entering into the Assembly precincts are to produce their identity card/ valid pass issued by this Secretariat on demand by the Security personnel posted at the gates.

Members of the Tripura Legislative Assembly. Press Representative and Members of staff of this Secre tariat may enter into the Assembly premises by either Motor Car or any other conveyance with valid pass without any companion. However, no separate pass will be required for the Personal Security Guards of the Hon'ble Members of the Tripura Legislative Assembly for their entry accompanying the

No visitors, Govt. Officials, Press Representative and Members of staff shall be allowed to enter into the House of the Assembly with bag/ other objectionable substance/ articles.

Use of Mobile Phone is strictly prohibited inside the House. This order shall take with immediate effect from 24th March, 2023. Sd/- (S. B. Debbarma, TCS SSG)

ICA/D/2193/23

ICA-C-4484-23

Tripura Legislative Assembly

Addl. Secretary

 $The \ Executive \ Engineer, Engineering \ Cell, Samagra \ Shiksha, Old \ Shishu \ Bihar \ Complex, Agartala, West \ Tripura$ invites on behalf of the 'Governor of Tripura' online percentage / item rate e-tender from the eligible Central & State Public Sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Bidders / Firms / Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES / CPWD / Railway / Other State PWD upto 3.00 P.M on 05/04/2023 for the

SL. NO.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1.	Supply and Installation of Equipments / Items for Fun / Entertainment Part at 10 Schools under Sepahijala District. DRAFT NIT NO: 89/EE/ENGG.CELL/Samagra/2022-23	Rs. 12,50,000.00	Rs. 25,000.00	4 (Four) months	Upto 3 PM 05-04-2023	At 06/04/2023 Hrs. on 11 am.	https:// tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder Sd/- (Er. S. Debbarma)

ICA-C-4489-23

Executive Engineer Samagra Shiksha, Tripura

ডেইলি দেশের কথা, আগরতলা, ১৯ মার্চ, ২০২৩, রবিবার, তিন

এরাবতের ফিসফিসকারী

দীপক ভট্টাচার্য

চলচ্চিত্র শিল্পে মনসিয়ানার স্বীকতির উজ্জ্বল ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসরটি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হলো লস অ্যাঞ্জেলস শহরে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কলাকুশলীদের দৃষ্টি যে আসরে স্বীকৃতি লাভের জন্য প্রসারিত হয়ে থাকে সেই অস্কার পুরস্কারের পোশাকি নাম হলো অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড। মহান চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় যতদিন পর্যন্ত হলিউডের কর্তৃত্বে থাকা এই পুরস্কারটি পাননি ততদিন তাঁর মনে একটি আক্ষেপ ছিল। অ্যাকাডেমি কর্তৃপক্ষ তাঁর মৃত্যুশয্যায় এই পুরস্কারটি দিয়ে তাঁর কাজের যেমন স্বীকৃতি দিয়েছিলেন অপরদিকে তিনি নিজেও পরম তৃপ্তি পেয়েছিলেন। সব পুরস্কারের উর্ধের্ব স্থান দেওয়া এই পুরস্কারের মাধ্যমে পাওয়া স্বীকৃতির মূল্য চলচ্চিত্র দুনিয়ায় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই ঘটনাকাল থেকে পরবর্তী সময়ক্রমে আরও কয়েকজন ভারতীয় শিল্পী তাঁদের কলাকুশলের স্বীকৃতিস্বরূপ অস্কার পুরস্কার পেয়েছেন। এই সকল প্রতিভাবানদের মধ্যে রয়েছেন ভানু আথিয়া যিনি 'গান্ধি' ছবির পোশাক পরিকল্পনার স্বীকৃতিতে পুরস্কারটি পেয়েছিলেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় হিসেবে সম্মানিত হন। তারপরই সত্যজিৎ রায় সিনেমা শিল্পে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মানিত হন। তারপর স্লামডগ মিলিওনিয়র ছবির সংগীত পরিচালনার জন্য এ আর রহমান ও শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য রেসুল পুকুট্টি মহামূল্যবান অস্কার পুরস্কার পেয়েছেন। যে ছবিগুলোতে কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁরা অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন সেইগুলো সব বিদেশি প্রোডাকশন কোম্পানির দ্বারা তৈরি ছবি, প্রধানতঃ হলিউড নির্ভর। এবারই প্রথম ভারতীয় একটা আদ্যপান্ত ছবি যা দেশীয় প্রযোজক, পরিচালক কলাকুশলী ও অভিনেতাদের অংশগ্রহণে এবং ভাষায় তৈরি হয়ে

এলিফ্যান্ট হুইসপারারস' তথ্যচিত্রে এক আদিবাসী দম্পতি যারা তামিলনাড়ুর মুডুমলাই জঙ্গলে বন বিভাগের দ্বারা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে অনাথ হস্তী শাবকদের প্রতিপালনের দায়িত্ব পান তাদেরই দরদ ও ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে। হস্তি শাবকদের সঙ্গে এই দুই মানব-মানবীর নিবিড় সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করতে, করতে মনে হতে পারে আমরা হয়ত কোনও চিলড্রেনস ফিল্ম দেখছি। রঘু ও বন্মি নামের পিতা, মাতাহীন দুই হস্তী শাবকের বেড়ে ওঠা, ওদের সঙ্গে তাদের পালকের মান অভিমান ও ভালোবাসার দৃশ্যগুলো যেকোন মানব শিশুর বেড়ে ওঠার দৈনন্দিন ঘটনাচক্রের সঙ্গে মিলে যায়। কে বোম্মান ও তাঁর স্ত্রী বেল্লী এই ছবির নায়ক। তামিলনাড়ুর মুডুমলাই জঙ্গলে তৈরি হওয়া থেপ্পাকুডু হাতি প্নর্বাসন কেন্দে আসা অনাথ হস্তী শাবকদের প্রতিপালনের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। বোম্মান জানিয়েছেন তাঁর বাবা মাহুত ছিলেন। ঠাকুরদা মাহুত ছিলেন। তিনি নিজেও একজন মাহুত। হাতিদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তাই বংশানুক্রমিক। যে কারণে ২০১৭ সালে যখন অসহায় শাবক রঘুর দায়িত্ব ও ২০১৯ সালে বোম্মিকে তার হাতে সঁপে দেওয়া হলো তখন তিনি সানন্দে তাদের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। এই দম্পতি গভীর মমতা দিয়ে নিজ সন্তানের মতো রঘু ও বোম্মিকে লালন করতে শুরু করেন। বেল্লী জানিয়েছেন এই দুই বাচ্চা হাতি তাকে কন্যা হারানোর দুঃখ ভুলিয়ে দিতে পেরেছে। একটু বড় হওয়ার পর বন বিভাগের কর্তৃপক্ষ রঘু ও বোন্মিকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। তাদের বিচ্ছেদ উভয়ের মানসিক কপ্টের কারণ হয়েছিল। এর কিছুদিন পর কুট্টিকে যার মা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেছে, পেয়ে তাদের শূন্যতা পূরণ হয়। তারা আবার নতুন করে

সর্বশ্রেষ্ঠ ডকুমেন্টারি শর্ট এর তকমা লাভ করেছে। 'দ্য





কুট্টির যত্ন নেওয়া, তার সঙ্গে খেলে মান-অভিমানে তাদের জীবন ভরিয়ে তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। এই ছবিটিতে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কের এক গভীর বঞ্চনার কথা ধরা পড়েছে। আদ্যোপাস্ত ভারতীয় তামিল (গ্রাম্য তামিল, যা শহুরে শিক্ষিত তামিল ভাষীদেরও বোধগম্য নয়) ভাষার এই ছবিটি সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে সম্পূর্ণ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যর কারণে। কলাকুশলীদের কৃতিত্বকে কিছুমাত্র অবমূল্যায়ন না করেও বলা যায় যে এই ছবির মূল আকর্ষনের কারণ হলো মানুষ ও হাতির পারস্পরিক ভালোবাসা ও বোঝা

পড়ার গল্প বিশ্বস্ততার সঙ্গে পরিবেশন করা।

তামিল ভাষায় নির্মিত এই তথ্যচিত্রর পাশাপাশি তেলেগু ছবি আর আর আর এর একটি জনপ্রিয় গান নাটু, নাটু পুরস্কৃত হয়েছে। গানটির সংগীত পরিচালক ও রচয়িতা সম্মানিত হয়েছেন। চলচ্চিত্রর মক্কা হলিউড থেকে সম্মান পাওয়ার যোগ্যতা যে সিনেমা দেখিয়েছে সেগুলোর একটাও হিন্দি ভাষায় তৈরি হয়নি। পুরস্কৃত ছবিগুলো তৈরি হয়েছে তথাকথিত আঞ্চলিক ভাষায়। হিন্দি ছবিকে ভারতীয় ছবির তকমা দিয়ে অন্য দেশীয় প্রচলিত ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্রকে দুয়োরানির মতো

ব্যবহার করেও হিন্দি ছবি কিন্তু এখনও এই সম্মান অর্জন করতে পারেনি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় ছবির প্রতিনিধিত্ব করে তামিল, তেলেগু ভাষায় নির্মিত তথাকথিত আঞ্চলিক ছবিই কিন্তু গর্ব করার মতো ঘটনার জন্ম দিতে সক্ষম হলো। হিন্দি ছবিকে একমাত্র ভারতীয় ছবি হিসেবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এমন একটা ধারণা দেওয়া হয় যে এই ভাষার ছবি সর্বত্র চলে এবং ব্যবসাও বেশি করতে সক্ষম। এই ধারনাটাও যে তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় তা জানতে পারা যায় ওরম্যাক্স মিডিয়ার একটি প্রতিবেদন থেকে। সেখান থেকে জানা যায়, গত বছর তেলেগু সিনেমা যখন ২১২ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে তখন হিন্দি সিনেমা থেকে আয়ের পরিমান ছিল ১৯৭ মিলিয়ন ডলার। এই তথ্য থেকে একথা বুঝতে পারা যায় যে শুধুমাত্র হিন্দি সিনেমাকে বাহবা দেওয়ার বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য ছাড়া আর কোনও শৈল্পিক কারণ নেই। প্রকৃত ভারতীয় জীন ও দর্শন যে আঞ্চলিক ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্রেই নিষ্ঠা ও বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে প্রদর্শিত হয়ে থাকে এ বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নেই। বিশ্ব দরবারে নন্দিত হওয়া তামিল, তেলেগু ভাষায় নির্মিত ছবিগুলো তার উজ্জ্বল উদাহরণ। আমাদের দেশে এখনও নিকৃষ্টমানের হিন্দি ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্র নিয়ে যে ধরনের সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া যায় সেই তুলনায় আঞ্চলিক ভাষায় নির্মিত ছবিগুলো বহির্বিশ্বে নন্দিত হওয়ার পূর্ব পর্যস্ত খুবই মুষ্টিমেয় ক্ষেত্রে সাহায্য সহযোগিতা পেয়ে থাকে। এই সব চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে কদাচিৎ সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার তাদের সীমিত ক্ষমতা দিয়ে আঞ্চলিক ছবির পৃষ্ঠপোষকতা করার চেষ্টা করে থাকে। সেক্ষেত্রে যেহেতু কোনও নীতি নির্দেশিকা থাকে না সে কারণে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার যাদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে তাদের বিশ্বাস, জ্ঞান ইত্যাদির উপরই সাহায্য সহযোগিতার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে

আঞ্চলিক ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে উত্তর

পর্বাঞ্চলের দইটি রাজ্য সরকার যে তাদের ভাষায় নির্মিত ছবিগুলোকে বিশ্ব দরবারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সক্রিয়ভাবে সচেষ্ট থাকে তেমন উদাহরণ আসাম ও মণিপুর থেকে দেখতে পাওয়া যায়। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলো এই বিষয়ে একদমই উদ্যোগহীন। ত্রিপুরা সরকার এ বিষয় নিয়ে কখনও উদাম দেখিয়েছে এমন কথা শোনা যায় না। এমনকি তাদের দরবারে সে বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে পাঠানো চিঠির জবাব তো দূর প্রাপ্তি স্বীকার করার মতো সৌজন্যবোধও দেখা যায় না। ত্রিপুরা থেকে অনিয়মিত হলেও মোটামুটি ধারাবাহিকভাবে ককবরক, বাঙলা ভাষায় নির্মিত ছবি তৈরি হয়ে প্রদর্শিত হতে শুরু করেছে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের প্রথম কাহিনি চিত্র 'লংতরাই' নির্মাণের সময় থেকে। তখন সেলুলয়েডে ছবি তৈরি হতো। সেই সব ছবি অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বউদ্যোগে তৈরি করে বিভিন্ন উৎসবে পাঠিয়ে বিক্রির ব্যবস্থা ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। রাজ্য সরকার সেই সময়ের তৈরি কাহিনি চিত্র ও তথ্যচিত্রগুলো সম্বন্ধে খব একটা আগ্রহ প্রকাশ করেনি। যে সকল ব্যক্তি তাদের টাকা দিয়ে ছবি করে চলচ্চিত্র নির্মাণের ইতিহাসে ত্রিপুরা নাম পৌঁছে দিয়েছেন সেই সব মানুষের পরিশ্রমের ফলে তৈরি হয়েছে যে চলচ্চিত্র সমূহ সেই সবের কোন তালিকা আজ অবধি রাজ্য সরকারের কোনও দপ্তর সংরক্ষণ করতে পারেনি। রাজ্য সরকর যারা পরিচালনা করেন তারা জানেই না এই রাজ্য থেকে এখন অধিক কত ছবি তৈরি হয়েছে। কোনও ছবির প্রিন্ট কিনে অথবা এখানকার ছবিকে প্রদর্শনের ক্ষেত্রে কিছু সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার কথা বিবেচনা করে সেইসব উদ্যোগকে বাহবা দেওয়া তো অনেক দূরের কথা। সেই সব উদ্যোগের কথা জানা নেই বলে প্রতিবারই যখন চলচ্চিত্র বিষয়ক কোনও আলোচনার সুযোগ, সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ইনস্টিটিউট বা তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রকের সঙ্গে ঘটে তখন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের অজ্ঞতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। এমন হওয়ার কোনও কারণ ছিল না। ত্রিপুরা রাজ্য থেকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরি হওয়া আমাদের ছবি 'ইন সার্চ অফ এ রিলেশান' ও 'পিলাক' তথ্যচিত্রগুলো দূরদর্শনের জাতীয় কার্যক্রমে প্রদর্শিত হয়ে সারা দেশের মানুষের সামনে তুলে ধরেছে। ১৯৯২ ও ১৯৯৪ সালে দূরদর্শনের জাতীয় কার্যক্রমের ঈর্যা করার মতো দর্শক সংখ্যা ছিল। রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা নির্ভর, তথ্যচিত্রটির একটি প্রিন্টও রাজ্য সরকার কেনার আগ্রহ দেখায়নি। অন্য সাহায্য তো বিবেচনা হয়ইনি। যে কোনও বড় মাপের স্বীকৃতি পাওয়ার ক্ষেত্রে সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন ঘটে। ত্রিপুরা থেকে নির্মিত ছবিগুলো যতদিন পর্যন্ত আমাদের ছবি হয়ে উঠতে পারবে না ততদিন পর্যন্ত চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রচেষ্টাণ্ডলো বিক্ষিপ্ত, ব্যক্তিগত উদ্যোগ বলেই চিহ্নিত হতে থাকবে ও কালের গর্ভে হারিয়ে যাবে। ইতিহাস রক্ষা করাটাও একটা দায়িত্ব। এই দায়িত্ব বোধ যত দ্রুত জাগরুক হবে তত দ্রুত সব হারিয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। উত্তর পর্বাঞ্চলের ক্ষেত্রে আসাম হতে পারে অন্ততপক্ষে চলচ্চিত্র সংরক্ষণের জন্য ভরসাস্থল।

ঐরাবতের ফিসফিসকারীরা এখানেও আছেন। হয়ত অন্যভাবে, অন্য নামে। সেই সব মানুষের কথা বিশ্বের দরবারে তাদের অবদান নিয়ে হাজির করিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন যে সকল তথ্যচিত্র নির্মাণকার, তাদের প্রয়োজন একট উপযক্ত পরিবেশ। এই পরিবেশ ও সহানুভূতি পাওয়া যেতে পারে রাজ্য সরকার থেকে। সেই জন্য প্রয়োজন একটি সঠিক নীতি, নির্দেশিকা। একটি স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির অভাব আমাদের তামিল, তেলেগু এমনকি অসমিয়া ও মণিপুরি ভাষায় নির্মিত ছবিগুলোর দর্শক করেই রেখে দেবে আরও বহুদিন। সেই তালিকায় যুক্ত হওয়ার অদম্য বাসনা থেকেই ককবরক, বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণের স্বপ্ন এখনও অনেকেই সযত্নে লালন করেন। যে ছবি তৈরি হবে এই রাজ্যের মানুষের সক্রিয় সহযোগিতায়। আমাদের এই রাজ্য থেকে কোনও কিছ উৎপন্ন হওয়া যখন সরকারি সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয় তখন চলচ্চিত্র নির্মাণের বহুবিধ ক্ষেত্রের মধ্যে অস্ততঃ পক্ষে নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। সেইসব ক্ষেত্রে সাহায্য করতে এগিয়ে এলে আমার বিশ্বাস ঐরাবতের ফিসফিসকারীর মতো এখান থেকেও তার গল্প-দুনিয়ার মানুষকে সম্মোহিত করতে সক্ষম হবে। (ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম কাহিনিচিত্র 'লংতরাই'র পরিচালক।)

मिली भ मा म -

জটায়ু

বধ্যভূমে পড়ে আছি আহত জটায়ু। ভগ্নপক্ষ, রক্তাক্ত,

আমার চোখের সামনেই লুট হয়ে যায় সব, আকাশ. মৃত্তিকা, দিগন্ত, নদী. থই-থই শাপলার বিল।

আমার চোখের সামনেই দ্রৌপদী লাঞ্ছনা, রৌরব হুংকার, ভগ্ন রথ কর্দম লুষ্ঠিত।

আমাকেই দোষী করে সুচতুর জয়দ্রথ, ভণ্ড, চতুর, তীব্র প্রতারক।

ঝাপসা চোখে দেখি, তস্করের জন্যই যত পুরস্কার, আমার জন্য থাকে শুধু যত তিরস্কার। হায়, ছিন্ন নগ্ন মুমূর্যু স্বকাল, হায়, তীব্ৰ বিবমিষা, আমার চারদিকে কিলবিল করে বাড়ে কদ্রুর সংসার।

(এক অন্ধকার থেকে আরেক অন্ধকারের ভিতর) এমনকী উজ্জ্বল রাজসভায়।

হায়েনা

হায়েনার হাসি যারা এখনও দেখেননি তাদের জন্য এবার সুবর্ণ সুযোগ। বিনে পয়সায় নয়, টিকিট কেটেও নয়, নিছক জীবন বন্ধক রেখে দেখতে পাবেন — অমাবস্যার হাসি। দম্ভের উদ্ধত উত্থান। রাতের আলতো অন্ধকারে দেখতে পাবেন ক্ষুধার্ত খিক খিক আলো, ব্যাদিত দন্তের উজ্জ্বল ও মসৃণ ঝিলিক।

এতদিন চিডিয়াখানার ভিতরে ছিল বলে যারা আপসোস করেছেন, তারা চোখ ভরে দেখতে পাবেন. জমকালো রাজপথের উপর,

যারা একেবারে সামনে থেকে দেখতে চান, তারা জীবনকে মশাল করে হাজার ওয়াটের আলো জ্বালান।

(এক অন্ধকার থেকে আরেক অন্ধকারের ভিতর)

সুমন পাটারীর কবিতা এখন সে অন্ধকার

এখন চুপ করে থাকার সময় এখন মাটিতে মিশে থাকার সময় এখন কবিতা লেখার সময় নয় কবিতা গোধূলিজাত অতি আলো অথবা নিক্ষ অন্ধকারে কবিতা লেখা যায় না মন ভেঙে গেলে যদিও লেখা যায় বিশ্বাস ভেঙে গেলে ভাষা ফুরিয়ে যায় তখন যদি বেঁচে থাকতে হয় তবে বৃদ্ধ কুকুরের মতো

এখন সে অন্ধকার এখন সে দুঃসময় যা ভাষায় প্রকাশ করতে চাওয়া একপ্রকারের আত্মপ্রহসন এখন মুখে মাটি ঢুকিয়ে রেখে শুধু সহ্য করে যাওয়ার সময়

অথবা বয়স্কা বেশ্যার মতো—

এখন সেরকম দিন যার অবসানের কোনো আশা নেই শুধু চুপ করে কোনোভাবে বেঁচে থাকার দিন এই দিনের কোনো শেষ আছে কিনা জানা নেই জানার ইচ্ছাও না থাকার দিন এখন

কেউ যাবে না

একটি পৃথিবীর সমান এত বিশাল পৃথিবীতে তুমি একা বসে আছো দরজা বন্ধ করে কেউ আসবে না কেউ যাবে না তমি বসে থাকবে তোমার চোখের পাতার নিচে কাচ ভাঙবে সারারাত

ন যযৌ ন তস্থৌ

পীযৃষ রাউত

ন যযৌ ন তস্থৌ। যেন কোনও অলৌকিক যাদুমন্ত্রে থমকে আছে আমার সুবর্ণ পৃথিবী। আমার কৌতৃহল আজ মরে হেজে ভূত। দেখে না কোনো সুখ আহ্লাদের সামাজিক ছবি। দেখে না ভালগার কোনও দৃশ্যমান ছবি। শোনে না রবিবাবুর মন ভালো করার অমূল্য সব গান। শোনে না কাক কর্কশ কোনও চিৎকার। স্পার্শ নয়নলোভন কোনও ফুল কিম্বা সদ্যমৃত কোনও অভাগা শিশুর দেহ। আমি কি তাহলে দেহে ও ভাবনার দীনতায় সত্যি সত্যি ন যথৌ ন তম্থৌ!

প্রথম প্রকাশ ১৫ ই আগস্ট, ১৯৭৯ ইং ১৯ মার্চ, ২০২৩ ইং

সম্পাদকীয়

সংসদ অচল কেন ?

সবকাব পক্ষেব হটগোলে সংসদ আচল টানা ৫ দিন। এ ভাবতীয সংসদেব ইতিহাসে এক বেনজিব ঘটনা। সবকাবেব সিদ্ধান্ত পছন্দ না হলে বিরোধিতা করার অধিকার বিরোধী পক্ষের। তাদের কথা বলবার, আলোচনা করার, সরকারের কাছে জবাব চাওয়ার জায়গা সংসদ। সেই সংসদে বিরোধীদের বলতে দেওয়া হচ্ছে না। কারণ বিরোধী দলগুলো আদানি গোষ্ঠীর জালিয়াতির তদন্ত যৌথ সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে করার দাবি করছেন। তাতে সরকারের প্রবল আপত্তি। কারণ এই তদন্ত শুরু হলে মোদি সরকার গত ৮ বছরে আদানিকে কী কী অন্যায্য সুযোগ পাইয়ে দিয়েছে, কী করে একের পর এক বিমানবন্দর, নৌবন্দর তাদের মালিকানায় গেছে, কার নির্দেশে এল আই সি, স্টেট ব্যাংক বাধ্য হয়েছে আদানি গোষ্ঠীর বিপুল পরিমাণ শেয়ার কিনতে, শ্রীলঙ্কায় সমুদ্র বন্দর পরিচালনার ভার কার চাপে আদানিকে দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি বহু অপ্রিয় এবং লুকিয়ে রাখা তথ্য দেশের মানুষ জেনে ফেলতে পারেন। সূতরাং এই তদন্ত সরকার হতে দিতে পারে না। তাই সরকারই সংসদ অচল করে রেখেছে।

এমনকি সংসদ অধিবেশনের সরাসরি সম্প্রচার পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে শুক্রবার, যাতে বিরোধীদের কোনো বক্তবাই মানুষ জানতে না পারে। রাহুল গান্ধির লন্ডনে রাখা বক্তব্য তো অজুহাত মাত্র। আসলে সরকার এবং শাসক দল যে কোনো ছুতোয় সংসদ থেকে, সংসদে আলোচনা, বিতর্ক এবং সংসদীয় কমিটির তদন্ত থেকে পালাতে চাইছে।

প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে শিক্ষার্থীরা ফিরছেন ইউক্রেনে

নয়াদিল্লি।। ১৮ মার্চ: যুদ্ধ চলতে থাকলেও ক্যারিয়ার বাঁচানোর জন্য ফের ইউক্রেন ফিরে যাচ্ছেন ভারতীয় মেডিক্যাল শিক্ষার্থীরা।জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রচুর ছাত্রছাত্রী ইতিমধ্যেই ক্লাসও শুরু করে দিয়েছেন কিছু কিছু জায়গায়। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে তাদের পড়াশোনা সম্পর্কে কোনো ধরনের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য না জানানোয় এই পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছেন তারা।

অথচ এনিয়ে অনেক ঢাকঢোল পেটানো হয়েছে। অপারেশন গঙ্গা নাম দিয়ে ইউক্রেন থেকে শিক্ষার্থীদের নিয়ে আসা হয়েছে। যদিও তখনও একটা বড় অংশে ছাত্রছাত্রী অভিযোগ করেছেন যে, সবার ক্ষেত্রে সহায্যের স্যোগ পৌঁছায়নি তারা নিজেরাই অনেক দুর্যোগ মোকাবিলা করে ফিরে এসেছেন। তার পরেও আশা করেছিলেন যে বিপদের মধ্যে আর ফিরে যেতে হবে না। কারণ সরকার তাদের জন্য কিছু একটা করবে বলে জানিয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে সেরকম কিছু হয়নি। নরেন্দ্র মোদির সরকার প্রতিটি ক্ষেত্রে যেমন ব্যাপক গলাবাজি করে প্রচারের শীর্ষে পৌছে একটা মাইলেজ নেওয়ার চেষ্টা করে থাকে, এক্ষেত্রেও সেটাই করেছে। কাজের কাজ কিছুই করেনি। এমনকি স্পষ্ট করে কিছুই জানায়নি পর্যস্ত। অস্তত ছাত্রছাত্রীদের

সোনু শর্মা নামে এক মেডিক্যাল শিক্ষার্থী ইউক্রেনের খারকিভ থেকে ফিরে এসেছিলেন। এখন ফের চলে গেছেন সেখানে। সংবাদ সংস্থাকে তিনি এই সিদ্ধান্তের পিছনে যে কারণ তা তুলে ধরে বলেন, "আমার সামনে তিন ধরনের বিকল্প বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ছিল। প্রথমত, আমার মেডিক্যাল পড়া ছেড়ে দেওয়া। সেটা হলে এতদিন যে টাকা খরচ হয়েছে এবং যে লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে গেছি, সেণ্ডলো শেষ করে দেওয়া। দ্বিতীয়ত, আমি অন্য কোনো দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইগ্রেশন করে চলে গিয়ে সেখানে পড়তে পারি। কিন্তু তার জন্য বিশাল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, যা আমার বা আমার মতো কারো পক্ষেই জোগাড় করা সম্ভব নয়। তৃতীয় বিকল্প ছিল ইউক্রেনে ফিরে গিয়ে পুনরায় ক্লাস শুরু করা। আর আমার কাছে এই বিকল্পই একমাত্র খোলা আছে।" কেননা ভারত সরকার এইসব ছাত্রছাত্রীদের জন্য পড়াশোনার কোনো সুযোগ এ দেশে তৈরি করে দেবে কিনা, তা নিয়ে কিছুই বলছে না। এমন করে অনেকটা সময় চলে গেছে। গুরগাঁও এর আর বি গুপ্তা নামে এক ব্যক্তি এইসব ছাত্রছাত্রীরা যাতে ভারতেই পড়তে পারেন, তার ব্যবস্থা করার জন্য সংগঠন পর্যস্ত শুরু করেছেন। সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু কোনো কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। এখন ইউক্রেনে অনেক ছাত্রছাত্রী ফের চলে গেছেন। যারা সংবাদ সংস্থাকে জানাচ্ছেন, প্রতিদিনই মানসিক অশাস্তি আর নির্যাতনের মত অবস্থায় তাদেরকে ক্লাস করে যেতে হচ্ছে। ক্লাস চলা অবস্থায় অথবা ঘরে থাকা অবস্থায় আচমকাই সাইরেন বেজে উঠে। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে তাদেরকে বাঙ্কারে গিয়ে ঢুকতে হয়। প্রতিদিন এরকঃ কয়েকবার করাটা রুটিন হয়ে গেছে। এই অবস্থায় পড়াশোনা যা করা যায়, তা হচ্ছে। কলেজগুলো বন্ধ নেই অবশ্য। ভারত সরকার কিছু একটা ব্যবস্থা নেবে বলে

আবার একটা অংশের ছাত্রছাত্রী এখনও ফিরে যাওয়ার মতো মানসিক শক্তি তৈরি করতে পারেন নি। অনেকের পরিবার থেকেও যেতে দিচ্ছে না। নরেন্দ্র মোদির সরকার এদেরকে ভারতে নিয়ে আসার সময়ে যে ব্যাপক প্রচার চালিয়েছিল, তার পরে আর এনিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা যেন নেই। প্রচার হয়ে গেছে, ব্যাস

জেলে সাংবাদিক : প্রেস কাউন্সিল অব ইভিয়ার নোটিশ

নয়াদিল্লি।। ১৮ মার্চ: মন্ত্রীকে নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রশ্ন করায় সাংবাদিব সঞ্জয় রানাকে গ্রেপ্তার করেছে উত্তরপ্রদেশের পুলিশ। যা নিয়ে আদিত্যনাথের সরকারকে নোটিশ পাঠিয়েছে প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া।

চপ-চপ। মন্ত্রী বলে কথা। কোনো প্রশ্ন করা যাবে না যোগী আদিত্যনাথের সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি। যদিও বি জে পি সরকারেরই সব রকমের নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ জুমলাবাজিতে পরিপূর্ণ। নির্বাচনের সময় প্রতিটি ক্ষেত্রেই যা মুখে আসে তা বলে মানুষের ভোট ছিনিয়ে নেওয়ার সঙ্গে বাস্তব কাজের কোনো সম্পর্ক নেই। উত্তরপ্রদেশও মোটেও ব্যতিক্রম নয়। আর ব্যতিক্রম কেন নয়, নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি করে পালন হবে, হবে কিনা, এই ধবনের প্রশ্ন করলে বি জে পি'র মন্ত্রীরা গোঁসা করেন। এমনকি প্রশ্নকর্তা সাধারণ জনগণ বা সাংবাদিব যেই হোন না কেন, তাকে গ্রেপ্পাবও কবেন। সাংবাদিক সঞ্জয় বানার ক্ষেত্রেও এটাই হয়েছে। গত ১১ মার্চ একটি অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী গুলাব দেবীকে প্রাক নির্বাচন প্রতিশ্রুতি পূরণ না করার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার এক নেতা শুভম রাঘবের অভিযোগের ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে একটি এফ আই আর পর্যস্ত দায়ের করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। যদিও পরে অনেক চাপের মুখে ৩০ ঘণ্টা আটক রাখার পরে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছে সাংবাদিক রানাকে।

এই অনুষ্ঠানের একটি ভিডিওতে, রানাকে গুলাব দেবীর সামনে বলতে শোনা যায়, ''নির্বাচনের আগে আপনি আমাদের সবাইকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, মন্দিরে শপথ নিয়েছিলেন যে এই গ্রাম বুধনগর খান্ডোয়ার সবাই আপনার দত্তক সস্তান আপনি গ্রামের প্রবীণদের বলেছিলেন, 'আপনাদের কী কাজ করা দরকার বলুন আমি করব।' আপনি আরও অনেক কিছু করার কথা বলেছিলেন। যা বলেছিলেন তার কিছুই করেননি। এ বিষয়ে আপনার কী বলার আছে?" প্রশ্ন করেন সঞ্জয় সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে এই ভিডিও। সংবাদ সংস্থা অনুসারে, এর পরে রানার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩২৩ (স্বেচ্ছায় আঘাত দেওয়ার জন্য শাস্তি), ৫০৪ (শাস্তি ভঙ্গের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত অপমান) এবং ৫০৬ (ভয় দেখানোর শাস্তি) ইত্যাদি মিলিয়ে একটি এফ আই আর দায়ের করা হয়েছে। তারপরই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই বিষয়টি নিয়ে প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে উত্তরপ্রদেশ সরকারকে। সাংবাদিকের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ সংক্রাস্ত এই নোটিশের কোনো জবাব এখনও দেয়নি আদিত্যনাথের সরকার। তথ্য অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, সাংবাদিকদের স্বাধীনতার সূচকে ভারত ২০১৫ সালের পর থেকে দ্রুত নিচে নামতে থাকে। বর্তমানে ১৮০টি দেশের মধ্যে ভারত নিচের দিকে ত্রিশটি দেশের মধ্যে একটিতে এসে পৌঁছেছে।

সাম্রাজ্যবাদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ

পৃথিবীর দেশগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় প্রাকৃতিব সম্পদের ভাণ্ডার এবং 'উন্নয়ন'-এর মাত্রার মধ্যে কী বিশাল অসামঞ্জস্য। সাধারণভাবে মনে হয়, প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডারে যে দেশ যত বেশি সমৃদ্ধ, সেই দেশ তত বেশি উন্নত। কিন্তু বিষয়টা মোটেই তেমন নয়। বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দেশগুলির কথাই ধরা যাক, যেমন জি-৭ রাষ্ট্রগোষ্ঠীভুক্ত ৭ টি দেশ— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান এবং কানাডা। এই দেশগুলির সম্মিলিত জনসংখ্যা বিশ্বের সর্বমোট জনসংখ্যার মাত্র ১০ শতাংশ, কিন্তু সারা বিশ্বে যত সম্পদ আছে, তার অর্ধেকের চেয়েও বেশি রয়েছে এই দেশগুলিতে (২০২০ সালের হিসাব)। বিশ্বের সর্বমোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (গ্রস ডমেস্টিক প্রডাক্ট বা জি ডি পি) প্রায় দুই-পঞ্চমাংশ, মানে প্রায় ৪০ শতাংশের মত উৎপাদন হয় এই দেশগুলিতে (এই দেশগুলির সন্মিলিত উৎপাদন বিশ্বের সর্বমোট জি ডি পি-র ৩২ থেকে ৪৬ শতাংশের মধ্যে থাকে। আমি হিসাবের সুবিধার জন্য ৩২ এবং ৪৬ শতাংশের মোটামুটি মাঝামাঝি, অর্থাৎ ৪০ শতাংশ ধরে নিয়েছি)। কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার এই দেশগুলিতে একেবারেই কম।

বর্তমান সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি প্রাকৃতিক সম্পদের কথাই ধরা যাক। পৃথিবীতে তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডার ঠিক কতটুকু, তা নিয়ে বিভিন্ন রকম অনুমান রয়েছে। বিশ্বের অঞ্চলভেদে এই প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার কেমন, সেটা নিয়েও বহুরকম অনমান রয়েছে। তবে বহুরকম অনুমানের মধ্যেও কয়েকটি বিষয় একেবারে স্পষ্ট। মার্কিন যক্তরাষ্ট্রের এনার্জি ইনফর্মেশন অ্যাডমিনিস্টেশন (ই আই এ) সংস্থার তথা অন্যায়ী সারা বিশ্বে যত তেল রয়েছে, তার মাত্র ১৩ শতাংশ রয়েছে জি -৭ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলিতে। আর জি-৭ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি থেকে কানাডাকে বাদ দিলে বাকি ৬টি দেশের সম্মিলিত তৈলভাণ্ডার সারা পৃথিবীর সর্বমোট ভাণ্ডারের মাত্র ৩ শতাংশ হয়ে যায় (কারণ কানাডাতে রয়েছে বিশ্বের সর্বমোট তৈলভাগুরের ১০ শতাংশ)। তবে এই পরিসংখ্যানে *শেল* থেকে নিষ্কাশিত তেলকে বিবেচনায় আনা হয়নি (বেশ কিছুদিন ধরে এক বিশেষ ধরনের পাললিক শিলা থেকে জ্বালানী তেল নিষ্কাশনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। এই ধরনের শিলাকে বলে শেল এবং নিষ্কাশিত তেলকে বলা হয় শেল থেকে নিষ্কাশিত তেল অথবা 'শেল অয়েল'), যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দেখিয়ে চলেছে। এই ধরনের তেলকে বিবেচনায় আনলেও (অবশ্য বিশ্বের কোন দেশে এই তেল কী পরিমাণ রয়েছে, সেটা এখনো পুরোটা জানা যায় নি) হিসাবে খুব একটা হেরফের হবে না। মূলত এটাই বাস্তব যে, সবচেয়ে উন্নত দেশগুলিতে থাকা তৈলভাগুার বিশ্বের সর্বমোট তৈলভাগুারের তুলনায় অতি অল্প, প্রায়

এবার প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডার নিয়ে আলোচনা করা যাক। এই ক্ষেত্রেও বিশ্বের সর্বমোট গ্যাস ভাণ্ডার এবং রাষ্ট্রভেদে সেই গ্যাস ভাণ্ডারের বণ্টন নিয়ে বহুরকমের আনুমানিক হিসাব রয়েছে। তবে গত ২০২০ সালের শেষদিকে জি-৭ বাঈগোষ্ঠীব জন্য ই আই এ যে হিসাব পেশ করেছে, তা থেকে দেখা যায়, গোটা বিশ্বে আনমানিক ১৮৮ টিলিয়ন ঘনমিটার (১টিলিয়ন =১ লক্ষ কোটি) প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চিত থাকলেও জি-৭ দেশগুলির সন্মিলিত ভাণ্ডার তার মাত্র ৮ শতাংশ। এখানেও শেল থেকে নিষ্কাশিত গ্যাসকে বিবেচনায় আনা হয়নি (শেল থেকে গ্যাসও নিষ্কাশন করা প্রভাত পটনায়েক

সম্ভব)। সুতরাং বুঝতে কস্ট হয় না, জি-৭ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলিতে প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডারও খুবই সীমিত। আবার পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত দেশ হওয়ার সুবাদে এই দেশগুলিতে প্রাকৃতিক গ্যাস এবং তেলের চাহিদা আকাশছোঁয়া। সাম্প্রতিক সময়ে অবশ্য এই দেশগুলি প্রথাগত শক্তি ব্যবহার থেকে সরে এসে বিকল্প, অপ্রথাগত এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির দিকে ঝুঁকছে, যেমন ইদানীংকালে ফ্রান্স নিউক্লিয়ার শক্তির উপর নির্ভরতা বাড়াচ্ছে। তবুও এখন পর্যন্ত এই রাষ্ট্রগোষ্ঠী বহুলাংশে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর নির্ভরশীল, যদিও নিজের দেশে এই প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার খবই সীমিত।

এখন পর্যন্ত আমরা কৃষিজ ফসলের কথা নিয়ে আলোচনা করিনি। এই ক্ষেত্রে জি-৭ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যদিও ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লবের অগ্রদৃত হিসাবে সে দেশের সুতিবস্ত্র শিল্পকে বিবেচনা করা হয়, তবুও ব্রিটেনে রপ্তানিযোগ্য পরিমাণে তুলো উৎপাদন হয় না। যে সব দেশ থেকে বিশ্বপুঁজির উৎপত্তি, তারা সবাই মূলত নাতিশীতোফ অঞ্চলে অবস্থিত, ফলে সেখানে ফসলের বৈচিত্র্য এবং উৎপাদন, দুইই অতি সীমিত। ফসল উৎপাদনের জন্য উৎকন্ট এলাকা হল ক্রান্তীয় ও উপক্রাস্তীয় অঞ্চল। এই অঞ্চলে যে বিপুল পরিমাণ ফসল উৎপাদন হয়, তা থেকে আহরণ করে উন্নত দেশগুলি নিজের প্রয়োজন মেটায়। কঠিন-তরল খাদ্যদ্রব্য থেকে শুরু করে তন্তু বা নানারকম ফল, প্রায় সব ধরনের কৃষিজ ফসলের জন্য উন্নত দেশগুলি বছরভর ক্রান্তীয় তথা উপক্রান্তীয় অঞ্চলের দেশগুলির উপর নির্ভর করে থাকে। সাম্প্রতিককালে অবশ্য উন্নত দেশগুলি উদ্বত্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন শুরু করেছে, কিন্তু তাতে ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের উপর তাদের নির্ভরতা একটুকুও কমে নি।বরং উন্নত দেশে উৎপাদিত উদ্বত্ত খাদ্যশস্য যাতে ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় দেশগুলির কাছে সহজে বিক্রি করা যায়, সেজন্য এই দেশগুলির উপর জোর খাটিয়ে তাদের খাদ্যশস্য চাষ কমিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে এই দেশগুলিতে সেই সব ফসল চাষের জন্য জোর খাটায়, যেগুলি উন্নত দেশগুলিতে ফলন হয়না, কিন্তু চাহিদা আছে।

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, বিশ্বের অতি উন্নত দেশগুলি অধিকাংশ প্রাথমিক পণ্য, যার মধ্যে খনিজ দ্রব্য থেকে শুরু করে কৃষিজ ফসল পর্যন্ত সবই রয়েছে, তার জন্য বহির্বিশ্বের উপর বিপুলভাবে নির্ভরশীল। এই সব পণ্যের নিরবচ্ছিন্ন জোগান তাদের এক প্রধান চাহিদা, সেটাও আবার অত্যল্প দামে।উপনিবেশবাদের যুগে অবশ্য অসুবিধা হত না, দখল করে থাকা উপনিবেশ থেকে নিখরচায় জোগান পাওয়ার রাস্তা খোলা থাকত। কিন্তু উপনিবেশ না থাকলে জোগান পাওয়াটা আর ততটা সহজ থাকে না।

এই কাজটাই সহজ করে দেয় সাম্রাজ্যবাদ। উপনিবেশবাদও সাম্রাজ্যবাদেরই অন্যতম রূপ। বর্তমানে যখন প্রায় গোটা বিশ্ব উপনিবেশবাদের শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে এসেছে, তখন বহির্বিশ্ব থেকে কম খরচায় (অথবা সম্ভব হলে নিখরচায়) নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের জোগান পাওয়ার জন্য সুযোগ করে দেয় সাম্রাজ্যবাদ। তৈল-উৎপাদক দেশসহ তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশে নিজের তাঁবেদার দল বা গোষ্ঠীর সরকার বসিয়ে দেওয়া সাম্রাজ্যবাদের এক পরিচিত কৌশল। সেই তাঁবেদার গোষ্ঠী

শাসনক্ষমতায় থাকলে উন্নত দেশগুলি নিজের স্বার্থ অনযায়ী ঐ দেশের সরকারি নীতি পরিচালিত করতে সক্ষম হয়। আবার নয়াউদারবাদী ব্যবস্থার মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে বেঁধে ফেলাও এক অতি পরিচিত উপায়। নয়াউদারবাদী ব্যবস্থায় বাঁধা পড়ে গেলে তৃতীয় বিশ্বের দেশ নিজের অর্থব্যবস্থাকে আর রক্ষা করতে পারে না, পুরোপুরি বাণিজ্যনির্ভর হয়ে পড়ে সেই দেশ। তখন ঐ দেশের অর্থব্যবস্থা চালিত হয় উন্নত দেশের স্বার্থরক্ষার কথা মাথায়

তৃতীয় বিশ্বের কোনো দেশ যদি 'অবাধ্য' হয়ে পড়ে, তখন নেওয়া হয়। সি আই এ-র মদতপুষ্ট অভ্যুত্থান এক বহুব্যবহৃত কৌশল, তবে সাম্প্রতিক সময়ে বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট দেশের বিরুদ্ধে আর্থিক ও বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দেওয়ার মত দুষ্কর্ম। অবশ্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গোটা বিশ্বেই জনমত জাগ্ৰত হচ্ছে, যার ফলে 'অবাধ্য' দেশের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে এবং নিষেধাজ্ঞা চাপানো দেশের তালিকাও ক্রমেই লম্বা হয়ে চলেছে। এবং ঠিক এখানেই সাম্রাজ্যবাদ নিজেই নিজের ফাঁদে ধরা পড়ার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে।

যদি মাত্র এক-দু'টি দেশের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হয়, তাহলে সাম্রাজ্যবাদের জন্য তা কার্যকরী হতে পারে। কিন্তু যদি নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দেওয়া দেশের সংখ্যা ক্রমাগত বাডতে থাকে, তাহলে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির জন্য বিপদ ধেয়ে আসতে পারে। যেসব দেশকে নিশানা করা হচ্ছে, তারা নিজেরা মিলে এক শক্তিশালী রাষ্ট্রগোষ্ঠী তৈরি করতে পারে, যাতে উন্নত দেশগুলির চাপিয়ে দেওয়া নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা না করে নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যমে তারা দিব্যি সংকট সামলে নিতে পারে।এছাড়াও তৃতীয় বিশ্বের অন্য যে সব দেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়নি, তাদের জন্য নানা সুযোগ-সুবিধার ঘোষণা করে তাদেরকেও বাণিজ্যে প্রলুব্ধ করতে পারে। এতে করে সংশ্লিষ্ট দেশগুলি নিষেধাজ্ঞার প্রভাবমুক্ত হয়ে সমৃদ্ধির পথেও চলতে পারে। শুধু তাই নয়, নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দেওয়া দেশ যদি আকারে বড় এবং বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হয়, তাহলে সেই সব নিষেধাজ্ঞা ব্যুমেরাং হয়ে আবার উন্নত দেশের দিকেই ফিরে যেতে পারে। বর্তমান সময়ে রাশিয়ার ক্ষেত্রে ঠিক এটাই হয়েছে।

পশ্চিমী সংবাদমাধ্যমে ইউক্রেন যুদ্ধকে এমনভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে যাতে মনে হয় বছর খানেক আগে এব বৃহৎ শক্তি তার এক ক্ষুদ্র প্রতিবেশী দেশের উপর আগ্রাসী আক্রমণ হানার মধ্য দিয়েই এই যুদ্ধের সূত্রপাত। কিন্তু এই যুদ্ধের পটভূমি সঠিকভাবে বুঝলে দেখা যায়, সংঘাতের সূত্রপাত আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে,যখন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভিক্টর ইয়ানুকোভিচকে সি আই এ পরিচালিত 'অপারেশন'-এর মাধ্যমে অপসারিত করা হয়। অর্থাৎ বর্তমান সংঘাতের মূলে রয়েছে সেই চিরাচরিত বিবাদ, যার একপক্ষে রয়েছে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ, অন্যপক্ষে রাশিয়া। উল্লেখ্য, রাশিয়াতে রয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাসের বিপুল ভাণ্ডার। গোটা বিশ্বে যত প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চিত রয়েছে, তার প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ (প্রায় ২০ শতাংশ) রয়েছে রাশিয়াতে। দেশ হিসাবে রাশিয়াতেই রয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাসের সর্বোচ্চ ভাণ্ডার। শুধু তাই নয়,

গোটা বিশ্বে সঞ্চিত তৈলভাণ্ডারের প্রায় ৫ শতাংশ রয়েছে এই রাশিয়াতে।

আন্তর্জাতিক ঘটনাবলির পর্যবেক্ষকরাও ইউক্রেন যদ্ধবে ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন। তাদের মতে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ এবং রাশিয়ার মধ্যে চলমান এই সংঘাত প্রকৃতপক্ষে একমেরু বিশ্বকে বহুমেরু বিশ্বে রূপান্তরিত করার প্রয়াস। রাশিয়াতে সঞ্চিত প্রাকৃতিক সম্পদের বিপুল ভাণ্ডারকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য পশ্চিমী দেশগুলি যেভাবে আগ্রাসী হয়ে উঠেছে, তার কথা কিন্তু এই আলোচনায় আসে না। অথচ এই আগ্রাসনের গভীরতা ও ব্যাপ্তি কোনোভাবেই অবজ্ঞা করার মত নয়। পশ্চিমী দাম্রাজ্যবাদ রাশিয়ার ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি বরিস ইয়েলৎসিন-কে পুরোপুরি কবজা করতে পেরেছিল, সি আই এ-র লোকজন সবসময় তাঁকে ঘিরে রাখত। বর্তমানের রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পতিনের হাজারটা দোষ থাকলেও পশ্চিমী আধিপতোর কবল থেকে রাশিয়াকে বের করে এনেছেন তিনি। আর সেজনোই পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ উঠে পড়ে লেগেছে, যেভাবেই হোক রাশিয়াতে সরকার পরিবর্তন করতে হবে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন তো খোলাখুলি বলেই ফেললেন, ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আমেরিকার লক্ষ্য হল রাশিয়াতে সরকার পরিবর্তন। অর্থাৎ রাশিয়াতে পশ্চিমী দেশগুলির "অনুগত" প্রশাসক বসাতে অতি উৎসুক হয়ে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি।

তবে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের জন্যেও অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করেছে। একেই তো নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা দেশের তালিকাটি বেশ বড় হয়ে গিয়েছে, তার উপর রাশিয়ার মত বৃহৎ দেশকেও ঐ তালিকায় ঢোকানো হয়েছে। নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করার পিছনে একটা মতলব কাজ করে, তা হল- নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হলে সংশ্লিষ্ট দেশের সাধারণ মানুষ দুর্দশায় পড়বে, ফলে ক্ষমতাসীন ব্যক্তি ও দলের উপর বিরক্তি তৈরি হবে। তখন মানুষের মনে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ-বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রয়াস নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু বর্তমান সময়ে দেখা যাচ্ছে, নিষেধাজ্ঞার ফলে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট দেশের নাগরিকরাই নন, যে দেশ নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দিয়েছে, সেই দেশের শ্রমজীবী মানুষও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।ইউক্রেন যুদ্ধ সম্পর্কিত পরিস্থিতির কথাই ধরা যাক। রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দেওয়ার ফলে ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলি রাশিয়া থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানি করতে পারছে না। ফলে সেই সব দেশের মানুষ চরম দুর্ভোগে পড়েছে। স্বভাবতই পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী দেশের মানুষের মনে তীব্র ক্ষোভ-বিক্ষোভ তৈরি হচ্ছে। পরিণতিতে ঐসব দেশের রাজপথে যুদ্ধবিরোধী ও মূল্যবৃদ্ধিবিরোধী প্রতিবাদের ঢেউ একের পর এক আছড়ে পড়ছে। তথাকথিত উন্নত দেশগুলিতে ১৯৭০-এর দশকের পর থেকে এখন পর্যন্ত এমন তুমুল বিক্ষোভ দেখা যায় নি। এছাড়াও আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। নিষেধাজ্ঞা চাপানোর পিছনে আরেক লক্ষ্য হল, নিশানায় থাকা দেশের মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটানো, যাতে সে দেশে মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধির হার চড় চড় করে বাড়তে থাকে। কিন্তু বর্তমান সময়ে নিষেধাজ্ঞা চাপানোর পরেও রাশিয়ার মুদ্রা রুবল কিন্তু একটুকুও দুর্বল হয় নি, বরং ডলারের তুলনায় আরো উপরে উঠে এসেছে রাশিয়ার মুদ্রা। অর্থাৎ এই লক্ষ্যটিও ফলপ্রসূ হয়নি। কোনো সন্দেহ নেই, সাম্রাজ্যবাদের জন্য মোটেই সুসময় নয় এটি।

(সৌজন্যে: পিপলস ডেমোক্রেসি: ৬-১২ মার্চ, ২০২৩)



পাঞ্জাবে সন্ত্রাসবাদীর বিরুদ্ধে বামপন্থীদের বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের ইতিহাস রয়েছে। দেশের নানাপ্রান্তে সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ , সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াইয়ে অনেক কমিউনিস্ট আত্মবলিদান করেছেন। পাঞ্জাবের সেইসব বীর যোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে মোহালিতে স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। তাতে বক্তব্য রাখেন সি পি আই (এম) রাজ্য সম্পাদক সুখবিন্দর সিং শেখন।

৭০ শতাংশ পরিবার শৌচাগারহীন

নয়াদিল্লি (সংবাদ সংস্থা) ।। ১৮ মার্চ : গ্রাম ভারতে নলবাহিত জল পৌঁছায় চার ভাগের এক ভাগ পরিবারেরও মেলে না।শহরাঞ্চলে দুই-তৃতীয়াংশের কম পান নলবাহিত জল। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংগঠন এন এস এস ও'র সমীক্ষাই 'নতুন ভারতের' এই ছবি তুলে ধরেছে। সমীক্ষা আরও জানাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উজ্জ্বলা যোজনার হাল কী। দেশের প্রায় অর্ধেক ঘরে রানা হয় কাঠের জ্বালানি ব্যবহার করে। সমীক্ষা জানাচ্ছে গ্রামে ৭০ শতাংশ পরিবারের নিজস্ব শৌচাগার নেই।আরও মারাত্মক, প্রতি পাঁচ পরিবারের একটিবা ২১.৩ শতাংশের নেই কোনও শৌচাগারই। ২০২০ তে এই সমীক্ষা হওয়ার কথা থাকলেও মহামারীর কারণে হয়েছে ২০২১-এ। এন এস এস ও'র ৭৮তম রাউন্ডে এই সমীক্ষার রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশ করা হয়েছে। বি জে পি এবং মোদির লাগাতার 'নতুন ভারত', 'বিশ্বের পথমা বৃহক্তম অর্থনীতি' আমজনতার কতটা কাজে লাগছে দেখিয়েছে সমীক্ষা। গ্রামে ১.৬ লক্ষ এবং শহরে ১.১ লক্ষ পরিবারের ওপর হয়েছে সমীক্ষা।

কমবয়সিদের অবস্থাও উঠে এসেছে। পড়াশোনা, কাজ বা প্রশিক্ষণ কোনও কিছুরই মধ্যে নেই মহিলাদের ৪৩.৮ শতাংশ। ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে তথ্য এমনই।পুরুষদের ক্ষেত্রে একই বয়সসীমায় এই হার ১৬.১ শতাংশ। সমীক্ষকদের যদিও উত্তরদাতাদের ৯০ শতাংশ জানিয়েছেন যে আগের তুলনায় ভালো জল মিলছে। তবে তা যে নলবাহিত স্বাস্তাসন্মত জল নয়. বোঝেন তারা। ছক্তিশগড, ওডিশার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গেও উনুনে কাঠের জ্বালানি প্রায় ৭০ শতাংশ পরিবারের প্রধান ভরসা গ্রামাঞ্চলে। মোদি এবং বি জে পি'র চোখ ধাঁধানো প্রচারের পালটা বামপন্থীরা যদিও বারবারই সংকটের বাস্তবতা নিয়ে সরব।সরব অন্য একাধিক বিরোধী দল। মোদি সরকারের সময়ে নিয়মিত সরকারি সমীক্ষা

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয় পাঠকের কথা/

সন্ত্রাসের দায় নিতে হবে সরকারকেই

দিতীয়বারের জন্য রাজ্যের মসনদে বসল বি জে পি জোট সরকার। এই সরকারের গতিমুখ কি হবে তা জানতে মুখিয়ে আছেন রাজ্যবাসী? মানুষের রাতের ঘুম কেড়ে নিচেছ নির্বাচনোত্তর সম্ভ্রাস। রাজনৈতিক হিংসার লাগাম টানতে পারছে না সরকার। গেরুয়া বাহিনী ইচ্ছামত চালিয়ে যাচ্ছে সন্ত্রাস। আর এই দশ্য সামনে দাঁডিয়ে দেখছে পলিশ। আইনের শাসন ব্যাপকভাবে ভেঙে পডেছে। 'অগণিত' মানুষের বাড়িঘর জালিয়ে দিয়ে উল্লাসে মেতে উঠছে দুর্বৃত্ত বাহিনী। সরকার এর দায় বিরোধীদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেস্টা চালাচ্ছে। শাসক দলের এক মন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রকাশ্যে বলেই দিলেন সরকারকে হেয় করার

> কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে এসে ঠেকেছে এবার পরীক্ষার্থীদের

জন্যই নাকি বিরোধীরা সন্ত্রাস

চালিয়ে যাচেছ। সরকার

আপনার, পুলিশ আপনার, যারা

সন্ত্রাস চালাচেছ তাদের বিরুদ্ধে

২০২৩ সালের বিধানসভা উপর আক্রমণ হানছে দুর্ব্ত থাকে তবে এমন ঘটনাকে পুলিশ বিশালগড় ও উদয়পুরে দ্বাদশ পরীক্ষার্থীর উপর আক্রমণ সংঘটিত করল দুর্বৃত্ত বাহিনী। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। যারা আক্রান্ত হলেন কি তাদের অপরাধ? শিক্ষাঙ্গনে এমন ঘটনা রাজ্যে আগে কখনও ঘটেনি। পত্রিকা পড়ে জানলাম পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা দিতে হুমকি দেওয়া হচ্ছে।এ আবার কি প্রলাপ। পড়য়ারা তো পরীক্ষা দেবে এটা তাদের হক। পরীক্ষা দেবে, পাশ করবে, সমাজের জন্য কাজ করবে এটাই তো হওয়া উচিত। কথায় আছে 'ছাত্রানাং অধ্যায়নং তপঃ'। লেখাপড়া হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের তপস্যা।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শাস্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসনের তরফে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। পরীক্ষা কেন্দ্রে সামনে বহিরাগত একসঙ্গে ৪-৫ জনের বেশি জড়ো হতে পারবে না। এই যদি বিধি হয়ে থাকে তবে পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনে কিভাবে সংঘবদ্ধ আক্রমণের শিকার হচেছ পরীক্ষার্থীরা? পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনে কি পুলিশ নেই? যদি

কেন সায় দিচ্ছে ? পরীক্ষার্থীদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে বিশালগড়ে রাস্তা অবরোধ করতে বাধ্য হলো পরীক্ষার্থীরা। এ জাতীয় ঘটনার জন্য দায়ী সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর মুখে শোনা গিয়েছিল ২ মার্চের পর নাকি রাজ্যে কোথাও সম্ভ্রাসের ঘটনা ঘটেনি। মুখ্যমন্ত্রী কি ধৃতরাষ্ট্র? আপনার হাতেই তো স্বরাষ্ট্র দপ্রে। আইনের শাসনভাব আপনার হাতে। পরিস্থিতি সামাল দিন। না হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে বাজ্যের। আজকের ছাত্র আগামীদিনের ভবিষ্যৎ। নতুন প্রজন্মকে প্রকৃত অর্থে মানুষ হতে দিন। আর দেরি না করে রাজ্যের বক থেকে 'সন্ত্ৰাস' শব্দটা মছে ফেলতে উদ্যোগ নেবে সরকার ? শাস্তিতে বাঁচার গ্যারান্টি দিতে হবে দ্বিতীয় জোট সরকারকে। না হলে অচিরেই সরকারের উপর থেকে মানুষ আস্থা-বিশ্বাস হারাবেন। সন্ত্রাসের দায় বিরোধীদের ঘাডে চাপিয়ে দিয়ে সতা ঘটনাকে আডাল করা হচ্ছে কেন? রাজ্যের মান্য চাইছেন দলমতের উধের্ব থেকে কাজ করুক সরকার। --- **পার্বতী রায়,**

বিশালগড়।

বাজো সন্ধাস অব্যাহত। চল্ছে গৃহদাহ। ফসল,ক্ষেত ধ্বংস করা হচ্ছে। গো -ভক্তদের লাগানো আগুনে গরু , ছাগল , হাঁস , মরগি মারা যাচ্ছে। বক্সনগর কলসীমুডা নগর হাই স্কুলের টয়লেটে বোমা ফেটে গুরুতর আহত হয়েছে ৫ম শ্রেণির এক ছাত্র। রাজ্যের চা -চা- শ্রমিকের কাজ কেড়ে নেওয়া হয়েছে মণ্ডল নেতাদের ইশারায়। কাজ হারিয়ে সম্ভান ও সস্তুতি নিয়ে এইসব শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। কিছু কিছু বাগানে চা শ্রমিকদের ঘর ভেঙে

দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষার্থী ছাত্র - ছাত্রীদের বই ও খাতা পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। পরীক্ষায় বসা কলেজ ছাত্রকে বি জে পি-র ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা পরীক্ষার হলেই আক্রমণ করছে। অধ্যক্ষ অসহায় বিশালগড় , শালগড়ায় আক্রান্ত পরীক্ষার্থীগণ। পোডানো হচ্ছে সুপারি গাছ, রাবার বাগান। বিষ ঢেলে মারা হচ্ছে পুকুরের মাছ। পুড়ছে পার্টি অফিস , বসত ঘর , ব্যক্তিগত সম্পদ। প্রশাসন সরকার কি অসহায় ? আজ এ প্রশ্ন সর্বত্র। — **অনিরুদ্ধ মহাজন**,

উদয়পুর।

! জয় করেও এত ভয়। ! দুর্নীতির সঙ্গে আলিঙ্গন করে চলেছে বি জে পি

কোনো বিরোধী দল নয়, খোদ শাসক দলই সংসদের অধিবেশন অচল করে রেখেছে পাঁচদিন ধরে। একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া দেশের সবক'টি বিরোধী দলই সমস্বরে দাবি জানাচ্ছে শিল্পপতি আদানি গোষ্ঠীর জালিয়াতি নিয়ে জে পি সি বা জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি গঠনে কেন্দ্রে বি জে পি সরকার তথা প্রধানমন্ত্রীর আপত্তি কেন।

এটা তো ঠিক কেউ দুর্নীতি করলে তার সঠিক তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। শুধুমাত্র বিরোধী দলের বাছাই করা নেতাদের হেনস্তা করতে সি বি আই, ইডি কেন লেলিয়ে দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার ? পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী তথা দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তো শয়ে শয়ে দুর্নীতির অভিযোগ আছে। দুর্নীতির অভিযোগ আছে মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো'র বিরুদ্ধে। আজ যখন সে রাজ্যে হাইকোর্টের নির্দেশে চাকরি চোর, গরু পাচার ইত্যাদি এক একটি কেলেঙ্কারি, দর্নীতি প্রকাশ্যে আসছে তখন পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে সব কিছর মলে আছেন একজনই, তিনি মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বিরুদ্ধে তো নারদা,সারদার মতো বেশ কয়েকটি অভিযোগ ধামাচাপা দেওয়ার গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক তথা মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো'র বিরুদ্ধে রয়েছে কয়লা চুরিসহ আরও কিছু অভিযোগ। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রে মোদি সরকার কেন নীরব?

আজ যখন শিল্পপতি আদানি গোষ্ঠীর শেয়ার জালিয়াতির ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কোটি কোটি টাকা লোকসান হচ্ছে তখনও মোদি সরকার নীরব থাকছে। এই জালিয়াতির কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসলে তাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ব্যক্তিগত ইমেজেও ধাক্কা লাগবে, এমনই ধারণা করছেন সাধারণ মানুষ। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে আদানি যদি নিৰ্দোষই থাকবেন তবে তার বিরুদ্ধে তদন্ত চালাতে জে পি সি গঠনে কেন প্রবল বিরোধিতা করছে বি জে পি? কেন মোদিজি পিঠ আগলে রেখেছেন আদানির ? সম্পর্কে তারা কি হন ? জে পি সি গঠনের বিরোধিতা করে বি জে পি দেশবাসীর সামনে নিজেদের চরিত্র মেলে ধরেছেন। সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছেন ধনকুবের কর্পোরেট বিশেষ করে আদানি গোষ্ঠী কিভাবে কেন্দীয় সবকারকে নিয়ন্ত্রণ করছে। বিবোধী দলগুলোর আদানির শেয়ার কেলেঙ্কারি প্রকাশ্য আনতে চাইছেন জে পি সি গঠনের মধ্য দিয়ে। আর নরেন্দ্র মোদির নেতত্ত্বাধীন কেন্দ্রের বি জে পি সরকার তা অস্বীকার করে বিষয়টি চাপা দিতে চাইছে। প্রকৃতপক্ষে সংসদ অচল করে রাখার মধ্য দিয়ে বি জে পি সরকার জনগণের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করে চলেছে । যদি সৎ সাহস থাকে তবে আদানি-কেলেঙ্কারি তদন্তে জে পি সি গঠন করা হোক। বি জে পি কি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার হিম্মত দেখাতে পারবে? — শঙ্কর্ষ বর্ধন, মোহনপুর।

ত্রিকোণ প্রেম

গৌরব নামের একজন ডাক্তার।

সোমবার মহারাজাপুর এলাকার এই

খুনের তদস্ত শেষে পুলিশ গ্রেপ্তার

করে বায়ুসেনার সার্জেন্ট মুদিত

শ্রীবাস্তবকে। জেরায় সে জানিয়েছে

গৌরবের স্ত্রী প্রিয়াঙ্কার সাথে তার

সম্পর্কের কথা জেনে যায় গৌরব।

এবার গৌরবকে না মারলে নিজেই

তার হাতে খুন হয়ে যাবেন আশঙ্কায়

জ্ঞানহান ৫

বিকেলে এখানকার শিরাজীনগর

এলাকায় এক দম্পতি ও তাদের তিন

পরিচারকের জ্ঞানহীন দেহ দেখতে

পেয়ে প্রতিবেশীরা সবাইকে

হাসপাতালে নিয়ে যান। পুলিশ

কমিশনারের অফিস থেকে ঢিল

ছোঁডা দরতে আইনজীবী মহেশ

রাঘবের বাড়িতে এমন ঘটনা ঘটে।

মনে করা হচ্ছে এটি একটি ডাকাতির

ঘটনা। রান্নার দায়িত্বে থাকা পাচক

পলাতক। বাডিব সিসি টিভি ভেঙে

দিয়ে গেছে ডাকাতরা।

গুরুগ্রাম।। ১৮ মার্চ : শুক্রবার

এই খুন।

কানপুর।। ১৮ মার্চ : ত্রিকোণ প্রেমের পরিণতিতে খন হয়ে গেলেন

জরুরি পরিষেবা

জি বি—২৩৫-৫৮৮৮। আই জি এম— ২৩২-৫৬০৬। টি এম সি –২৩৭-০৫০৪। আই জি এম চক্ষৃ ব্যাংক— ৯৪৩৬৪৬২৮০০।

জি বি ব্লাড ব্যাংক—২৩৫-৬২৮৮ পি বি এক্স)। আই জি এম ব্লাড ব্যাংক— ২৩২- ৫৭৩৬। আই এল এস --- ২৪১ - ৫০০০/ ৮৯৭৪০৫০৩০০।

পুলিশ

পশ্চিম থানা—২৩২-৫৭৬৫। পূর্ব থানা—২৩২-৫৭৭৪। এয়ারপোর্ট থানা—২৩৪-২২৫৮। সিটি কন্টোল-২৩২-৫৭৮৪।

বিমানবন্দর

এয়ার ইন্ডিয়া—২৩৪ -১৯০২ এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর-১৮৬০-২৩৩-১৪০৭,১৮০০ ১৮০-১৪০৭। ইন্ডিগো —২৩৪ ১২৬৩। স্পাইস জেট--- ২৩৪ ১৭৭৮।

শববাহী যান

ত্রিপরা টাক ওনার্স সিভিকেট-২৩৮-৫৮৫২। ত্রিপরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন(হাপানিয়া) ৮২৫৬৯৯৭১৯৫ ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স**্** এসোসিয়েশন ২৩৮-৬৪২৬। রিলিভার্স ---২৪৭ ৪০৬২, ৯৭৭৪১৩৫৬৩১, কুঞ্জক স্পোর্টি ং ইউ নিয়ন-৮৯৭৪৫৮১৮১০, সুর্যতোরণ ক্লাব-৮৭২৯৯১১২৩৬। বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলপমেন সোসাইটি---২৩৭-১২৩৪ ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫ ৯৮৬২৭০২৮২৩ আগন্তুক ক্লাব 40068\$0006/\$80\$6\$\$b\$\$

দংঘ—৯৭৭৪৬৭০২৪২। ত্রিপুরা শ্র কল্যাণ সমিতির (ডুকলি)---(১) ৯৩৬২০২৫০১১ (২)৮৭৩২০৭৭৭০৭

ফায়ার স্টেশন

ফায়ার সার্ভিস প্রধান স্টেশন --- ২৩২ - ৫৬৩০। বাধার ঘাট ফায়ার স্টেশন---২৩৭-৪৩৩৩। কুঞ্জবন ফায়ার স্টেশন— ২৩৫-৩১০১ মহারাজগঞ্জ ফায়ার স্টেশন-২৩৮-৩১০১। কুমারঘাট -०७४२८/२७১२०४। মো ৭৬৩০৯৪ ৬৫৮৪/ ৮৭৯৪৩৬২৪৫৯

বিদ্যুৎ সাব- স্টেশন

वनमाली পুর --- ২৩০ - ৬২**১**৩ ২৩২-৬৬৪০, দুর্গা চৌমুহনি<u>-</u>-২৩৩-০৭৩০, বি—২৩৫-৬৪৪৮, বড়দোয়ালী-২৩৭-০২৩৩, ২৩৭-১৪৬৪, আই

রেল পরিষেবা

রেল সার্ভিস রিজার্ভেশন (টি আর টি সি)---২৩২-৫৫৩৩। আগরতলা রেল স্টেশন— (০৩৮১)

२७१- 8৫১৫। অ্যাম্বলেন্স পরিষেবা

একতা ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬, র: লোটাস ক্লাৰ—৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ন ক্লাব ও আমরা তরুণ দল-২৫১-৯৯০০, আবেগগ্য 5998258826 ৯৬১২৩৯৯৩৯৮ (২৪ ঘণ্টা) সেন্ট্রাল রোড, যুব সংস্থা ৯৪৮৫৩৫০৬১১। কর্নেল চৌমুহনি যুব সংস্থা --- ৯৮৬২৫৭০১১৬ সংহতি ক্লাব—৮৭৯৪১৬৮২৮১ রামকষ্য ক্লাব— ৮৭৯৪১৬৮২৮১ ণতদল সংঘ— ৯৮৬২৯৩৯৭৮০। প্রগতি সংঘ-- (পূর্ব আডালিয়া) ৯৭৭৪১১৬৬২৪। রেডক্রস সোসাইটি---৩২১-৯৬৭৮। এগিয়ে চলো সংঘ— ৯৪৩৬১২১৪৮৮।

দাতব্য চিকিৎসালয়

সেন্ট্রাল রোড দাতব্য টকিৎসালয়— ৯৮৬২০১৯৫২০, লাল বাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়-১৪৩৬৫০৮৬৬৩৯/ ৯৪৩৬১২৬১১৮ ৯৪৩৬৫ ৬৪৩৫৪।মানব ফাউন্ডেশন ২৩২-৬১০০। চাইল্ড লাইন– ১০৯৮ (টোল ফ্রিঃ ২৪ ঘণ্টা)।

ট্রেনসূচি

বিশেষ ডেমু ট্রেন: প্রতিদিন ৭৬৮২ সকাল ৫.১৫ মিনিটে গাগরতলা থেকে সাব্রুমের উদ্দেশ্যে মিনিটে আগরতলা থেকে সাব্রুমের উদ্দেশ্যে ছাড়বে। ০৭৬৮৩ বেলা ১টা ৩০ মিনিটে সাব্রুম থেকে আগবতলাব উদ্দেশ্যে ছোজব বিকাল ৪টা ৩০ মিনিটে ০৭৬৯০ মাগরতলা থেকে সাব্রুমের উদ্দেশ্যে হাড়বে। ০৭৬৮১ সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটে সাব্রুম থেকে আগরতলা উদ্দেশ্যে ছাড়বে। সকাল ৬.৩০ মিনিটে আগরতলা থেকে ধর্মনগরের উদ্দেশ্যে ছাড়বে ০৭৬৭৯ ডাউন পৌঁছবে সকাল ৯ টা ৪৫ মি.। বেল ১০.১৫মি. ধর্মনগর থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে ছাড়বে ০৭৬৮০ আপ। পৌছবে বেলা ১.১৫ মি.। ০৭৬৮০ বিকাল ৪টা ৩৫মিনিটে ধর্মনগর থেকে আগবতলার উদ্দেশে

বিশেষ যাত্রী ট্রেন : প্রতিদিন ০৫৬৭৫ সকাল ৬টায় ধর্মনগর থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে ছাড়বে ০৫৬৭৫ সন্ধ্যা ৫টা ৩৫ মিনিটে আগরতলা থেকে ধর্মনগরের উদ্দেশ্যে ছাড়বে।



তেলেঙ্গানার ওয়ারেঙ্গল থেকে শুরু হয়েছে জনচৈতন্য যাত্রা। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এবং দেশের সংবিধান গণতন্ত্র রক্ষার আহানে এই আন্দোলন কর্মসূচির ডাক দিয়েছে সি পি আই (এম)। কর্মসূচি থেকে আওয়াজ উঠেছে কর্পোরেট-সাম্প্রদায়িক জোট নিপাত যাক। শুক্রবার ওয়ারেঙ্গলে জনচৈতন্য যাত্রার সূচনাপর্বে এক সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন সি পি আই (এম) সাধারণ

কেড়েছে রুজি—শাসাচ্ছে চাঁদার জন্য**— কি করে বাঁ** রাস্তায় নামতে দিচ্ছে না। মোটর শাসকের সম্রাসে অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ

নিজম্ব প্রতিনিধি।। খোয়াই. ১৮ মার্চ: 'বাঁচার সব পথ কেড়ে নিয়েছে ওরা। রুজি-রোজগারের সব উপায় বন্ধ। শুধু দেহটাই আছে। আর প্রাণটাই আছে। বেঁচে থেকেও যেন মৃত। ওরা কি আমাদের বাঁচতে দেবে?

অশ্রুসজল চোখে জিজ্ঞাসা খোয়াই ণহর লাগোয়া একটি গ্রামের জনৈক ব্যক্তির। চোখের জল ফেলতে ফেলতেই বলছিলেন, সন্ত্রাসের আগুনে পুড়েছে তার বাড়িঘর।পরের দিন আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বাড়ির পাশে তার রাবার বাগানে। জানালেন, রাবার বাগানের আয় দিয়েই চলতো সংসার। এখন কিভাবে পরিবারের পাঁচজনের খাওয়ার ব্যবস্থা হবে জানেন না। উপার্জনের সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে মখেব গ্রাস কেডেছে নির্বাচনে জয়ী বি জে পি'র কর্মীরা। বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা অসস্ত হয়ে বছর কয়েক ধরেই বিছানায় শয্যাশায়ী। এখন তার চিকিৎসার খরচ আসবে কোথা থেকে? কে জোগাবে ঔষধপত্রের টাকা? একমাত্র মেয়ের পড়াশোনার ব্যয়ভার কে মেটাবে ? মনে হয় মেয়েটার স্কলে যাওয়ার দিন শেষ।

এ শুধু একটা পরিবারের ছবি। খোয়াইজুড়ে এরকম আরও অনেক পরিবার আছে যাদের রুজি-রোজগার আয় উপার্জন কেডেছে বিজয়োল্লাসে মত্ত হিংস্র বাহিনী। ২ মার্চ ভোট গণনার দিনদুপুর বেলা থেকে চলছে নারকীয় পৈশাচিক হিংসা। যা জারি রয়েছে এখন। জীবনজীবিকার ওপর এরকম মাবাত্মক আঘাত নামিয়ে এনে কোনও

বিজয়োল্লাসে মেতে উঠতে পারে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজনরা জানান, কখনও তো ঘটেনি এবকম। পাঁচ বছব পব পব ভোট আসে লোকসভা-বিধানসভার। কেউ হাবে কেউ জিতে। সবটাই মানসের প্রদত্ত গণরায়ের ফসল। জয়ী দলের লোকজন বিজযোল্লাস করবে। এটা তো স্বাভাবিক। সব সময়েই তো এরকম বিজয়োল্লাস হয়েই থাকে। কিন্ধ জীবনের এতগুলো বসস্ত পার করে এসেছি জীবন সায়াকে। মনে করতে তো পারছি না যে কখনও কেউ দলের নির্বাচনি জয়ের আনন্দে নিরীহ মানুষের চোখের জল ঝরিয়েছে এরকম করে কেউ জয়ের আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে মানুষের জীবনজীবিকা কেড়ে নিতে তো দেখিনি কোনওদিন। ভোটের গণনার পর থেকে

খোয়াই বিধানসভা কেন্দ্রজড়ে জয়ের উল্লাসের নামে এখনও হিংস্রতায় মত্ত শাসক দল। প্রতি বথে দিনে-রাতে হামলে পড়ছে সাধারণ মানুষের ওপর। বাডিঘর পডছে আগুনে। দোকানপাট পুড়ে ছাই। নির্বিচারে চলছে ভাঙচুর বাড়িঘর বা দোকানপাটে। একইসঙ্গে জীবনজীবিকার ওপর নামিয়ে আনছে

অন্য আরেকটি গ্রামের দই ব্যক্তি

জানালেন, দু'জনের সংসার চলতো পানের ব্যবসার আয়ে। দুটি পরিবারের মোট বারোজন লোকের অন্নের সংস্থান হতো পানেব ববোজ থেকে। জানা গেল . ভোট গণনাব দিনেব দ'দিন পরে প্রকাশ্য দিনের বেলায় দ'জনেবই পানেব ববোজ পবে ছাই। পানেব সব গাছে আগুনে জ্বলে পুড়ে এখন ভস্ম। জয়ের আনন্দে মেতে উঠে মদমত্ত গেরুয়া বাহিনীর লোকেরা দলবদ্ধভাবে বাগানে ঢুকে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পুরো দৃটি পানের বরোজ ধ্বংস করে দিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত দুই পান ব্যবসায়ীই এখন অসহায়। সন্ত্রাসে ছাড়তে হয়েছে বাডিঘরও। জানালেন.' গ্রামেই আর কোনওদিন ঢুকতে দেবে কিনা কে জানে! আর গ্রামে ঢুকেই বা কি করবো! রুজি রোজগার আর আসবে কোথা থেকে ! বাডিতে গিয়ে মা. বাবা. স্ত্রী. ছেলে-মেয়েদের খাওয়াবো কি! পরিশ্রমে আর শরীরের রক্ত জল করে তৈরি করেছিলাম পানের বরোজ। এখন সেই পানের বরোজ যেন শ্মশান। পুরো বাগান দটি মিশিয়ে দেওযা হয়েছে মাটির সাথে। জায়গাটি দেখলে বোঝার যো নেই যে এখানে দৃটি পানের বরোজ ছিল। ওরা তো আমাদের বাঁচার অধিকারই কেড়ে নিয়েছে। এখন কে বাঁচাবে আমাদের

শেষ। বিভিন্ন জাতের কলা, পেঁপে, পেয়ারা, কাঁঠাল, কমলালেবসহ হরেক রকমের ফল ফলতো।আর ছিল আম্রপলি গাছের সমাহার ছিল লিচ. আনারসের বাগানও এখন সেসব লভভভ করে দিয়েছে বি জে পি আশ্রিত দর্বত্তরা। দা দিয়ে কৃপিয়ে কৃপিয়ে সবকিছু কেটে দিয়ে চলে গেছে ওরা। ফলস্ত সব ফল নিয়ে গেছে লট করে। ফলের গাছগুলো কেটে কেটে সব ফালাফালা করে দিয়েছে। ছিন্নভিন্ন পুরো ফলের বাগান। পরিবারের কর্তা জানালেন,আগের সরকারের সময়ে সরকারি প্রকল্পের অনুদানে গড়ে তুলেছিলাম ফলের বাগানটি। সংসারে প্রতিদিন চলোয় হাঁডি চাপতো ফলের বাগানের উপার্জনের পয়সায়। এখন কি হবে সংসারের পরিণতি জানি না। বাঁচার তো কোনও উপায় আর দেখছি না। মরে যাওয়ার আর কি বাকি রাখলো ওরা বলন! বলন তো, বাগান থেকে ফলস্ত ফলগুলো না হয় তলে নিলই খাওয়ার জিনিস তো। ফলের রসে গলা ভেজাক। কে আপত্তি করেছে! কিন্তু ফলের গাছগুলো কেন কেটে দিল বলন তো!

অন্য আরেকটি গ্রামের একজন জানালেন, পুকুরে মাছের চাষ করতেন। এটাই ছিল পরিবারের

বোতল ঢেলে দিয়ে সব মাছ আর মাছের রেণুসহ চারাপোনা সব মেরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। জানালেন, এখন পুরো পরিবারটির খাওয়া পরাই বন্ধ। রোজগারের একমাত্র পথ বন্ধ যেখানে সেখানে এখন ভাতের পয়সা কে জোগাবে ! বললেন, ভোটের পরে গণনাব আগে পাদোয় শান্তিসভা কবলো প্রশাসন। নিমন্ত্রণ পেয়ে উপস্থিতও হয়েছিলাম। প্রশাসনের জেলা আর মহকুমা স্তরের আধিকারিকরা শান্তিব বাণী শোনালেন। ছঁশিয়ারি দিয়ে বললেন, নির্বাচনোত্তর সম্ভ্রাস করলে কেউ ছাড় পাবে না। আমাদের কাছে কেন্দ্রীয় বাহিনী আছে, পুলিশ আছে , আইন আছে, কানুন আছে। অমুক আছে তমুক আছে। কেউ যদি শাস্তিভঙ্গ করে তাহলে জেলে পুরে ছাড়বো। এখন বুঝছি যে এগুলো অফিসার সাহেবদের ফাঁকা বলি ছাডা আর কিছ ছিল না। জিজ্ঞাসা করি, কতজনকে জেলে পরেছেন। শাস্তিসভার নামে মান্যের সাথে এরকমের চর্মত্ম রসিকতা কিনা করলে হতো না! ১৪৪ধারা জারি করছে প্রশাসন। আর ১৪৪ ধারার মধ্যেই দল বেঁধে সন্ত্রাসীরা সর্বত্র তাণ্ডব চালাচ্ছে।'

একমাত্র জীবিকা। কিন্তু পুকুরে বিষের

কারোর অটো, কারোর টোটা বন্ধ করে দিয়েছে। কারোর ছোট ছোট গাড়ি শ্রমিকদের বাসগাড়ি থেকে জোর করে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ক্ষেতের সবজি কুপিয়ে নস্ট করে দিচছে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের হাট বাজারে যেতে দিচ্ছে না। ক্ষেত থেকে ফসল তলে আনতে দিচ্ছে না। দোকান কর্মচারীদের দোকানে যেতে দিচ্ছেনা। প্রান্তিক কৃষক তার জমিতে যাওয়াও নাকি বারণ। ক্যাটেল ফার্ম, পোলট্রি ফার্ম, গোটারী ফার্ম, শৃকর পালন খামার সবকিছুর ওপর আক্রমণ। ভেঙেচরে চরমার করে দিয়েছে সব পশুপালন খামার। এমনকি আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। মিড ডে মিল প্রকল্পের কর্মীসহ বেসরকারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের স্বল্প বেতনের কর্মীদের ছাঁটাই করে দেওয়া হচ্ছে।বাস মালিক সিভিকেটের টিকিট মাস্টারকেও ছাঁটাই করে দেওয়া হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট পরিবারের লোকজনদের জিজ্ঞাসা, শাসক দল তো বিরোধী দলকে শেষ করে দিতে মরণপণ যুদ্ধে নেমেছে আর এখন তো দেখছি যে, বিরোধী দলকে শেষ করে দিতে গিয়ে মানুষজনকেই শেষ করে দিচ্ছে। তাই নয় কি ? কিন্তু আমাদের কি হবে এখন? আমাদের বাঁচার উপায় কি? পেটে গামছা বেঁধে পড়ে থাকতে হবে মনে হয়। না হলে উপোসে মরতে হবে।ওরা তো হাজার হাজার টাকা চাঁদা তলছে। সব মানষের ওপর বিরাট অঙ্কের চাঁদার ফতোয়া। একদিকে রূজি কেডেছে। আবার একইসাথে চাঁদার জন্য শাসাচ্ছে। এ কি চলছে জানি না। এর কি কোনও শেষ হবে না গ

রিজার্ভ ব্যাংকের স্বশাসন ক্ষুণ্ণ করা যাবে না কর্মী সম্মেলনের শপথ

নিজম্ব প্রতিনিধি।। কলকাতা, ১৮ মার্চ: দেশের কেন্দ্রীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রিজার্ভ ব্যাংকের স্বশাসন ও স্বাতন্ত্র্যকে কোনওভাবেই ক্ষণ্ণ করা যাবে না। একে ক্ষণ্ণ করার চেষ্টার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে লডতে হবে। বহস্পতিবার অল ইন্ডিয়া রিজার্ভ ব্যাংক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের ৩৩তম সর্বভারতীয় সম্মেলনে এই শপথ ঘোষণা করেই সমাপ্ত হলো। পাশাপাশি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলিকে বেসরকারি শিল্পগোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়ার অপচেষ্টার বিরুদ্ধেও সর্বস্তুরের ব্যাংক কর্মী ও সাধারণ মান্যকে নিয়ে ঐদ্ধেবদ্ধ লডাই চলবে বলে জানালেন প্রতিনিধিবা।

মঙ্গলবার রিজার্ভ ব্যাংকের কলকাতা দপ্তরের ব্যাংকিং হলে উদ্বোধন সমাবেশের মধ্য দিয়ে শুরু হয় সংগঠনের ৩ দিনব্যাপী সর্বভারতীয় সম্মেলন। উদ্বোধন কবেন মাদ্রাজ হাইকোর্টেব প্রাক্তন বিচাবপতি কে চাল। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেরালা প্ল্যানিং বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান

ও আই এস আই-র প্রাক্তন অধ্যাপক ভি কে রামচন্দ্রন। বধবার থেকে বিধাননগরে আর বি আই কোয়ার্টার্স-র কমিউনিটি হলে শুরু হয় প্রতিনিধি অধিবেশন। খসড়া সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন অল ইন্ডিয়া রিজার্ভ ব্যাংক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সমীর ঘোষ। ২২ জন প্রতিনিধি প্রতিবেদনের ওপর আলোচনা করেন। ব্যাংক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস বসু চৌধরীসহ বিশিষ্ট বক্তারা সম্মেলনে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন রিজার্ভ ব্যাংকে কর্মরত আধিকারিকও কর্মীদের অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনগুলির পক্ষ থেকেও সম্মেলনে যৌথ আলোচনার মাধামে ঐকাবদ্ধ লডাইয়ের আহান জানিয়ে বক্তব্য পেশ করা হয়। সম্মেলন থেকে অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবে অজিত সুবেদার ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সমীর ঘোষকে পুনর্নির্বাচিত

বিষাক্ত বীজ খেয়ে অসুস্থ

বিশেষ সংবাদদাতা: কেশপুর, ১৮ মার্চ: জঙ্গলের শুকনো ফলের বীজকে খাবার ভেবে খেয়ে অসহ্য পেটের যন্ত্রণা ও বমিতে ৯ জন শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ল। দুই মহিলাও কাহিল হয়ে পড়েন। বৃহস্পতিবার এই ঘটনা ঘটেছে কেশপুর ব্লকের জগন্নাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার দুরিয়া গ্রামে। দ্রুত অসুস্থদের কেশপুর ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যান পরিবারের লোকজন। সেখান থেকে জরুরি ভিত্তিতে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে শিশুদের ইনটেনসিভ কেয়ারে ভর্তি করে চিকিৎসা শুরু হয়। শুক্রবার বিকালে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ১১ জনের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। শনিবার তাদের ছেডে দেওয়া হতে পারে। পরিমাণমতো এবং সময়মতো খাদ্য না মেলার সংকট এখন

দুরিয়া গ্রামে প্রান্তিক কৃষিজীবী ও ক্ষেতমজুর পরিবারের বাস। সামনেই ন্সল। সেই জঙ্গলের খসে পড়া পাকা বীজ জাতীয় ফল শিশুরা কুড়িয়ে জোগাড় করে। খিদের জ্বালায় শুকনো খোসা ছাড়িয়ে বাদাম জাতীয় বীজ দেখে খেয়ে ফেলে। দুই জন শিশুর মা তাঁদের বাচ্চাদের স্কুলে পৌছে দিতে গিয়ে রাস্তায় দেখেন, শিশুরা কী একটা খাচ্ছে। কী খাচ্ছে, সেই কৌতুহলে দুই মাও সেই ফলের বীজ খান। সেই বীজ যে মারাত্মক ক্ষতিকারক, তা কারও জানা ছিল না। শিশুদের স্কুল যাওয়ার ব্যাগ থেকে সেই ফল উদ্ধারও হয়। পরে জানা যায়, এই ফল হলো ভেরেণ্ডা গাছের শুকনো ফল। খোসা ছাডালে ভিতরের বীজটি পাওয়া

CLOWA.

ওয়ারেন্ট

হেগ।। ১৮ মার্চ : যদ্ধ পরাধের দায়ে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্রাদিমির পুটিনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করলো আন্তর্জাতিক ক্রিমিনাল কোর্ট। শুক্রবারের এমন উদ্যোগের প্রেক্ষিতে মস্কো বলেছে এসবের ভিত্তি নেই। গত এক বছর ধরে মস্কো যুদ্ধ অপরাধের দায় অস্বীকার করে চলেছে। রাশিয়ার বিদেশ মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া ঝাকোরভা বলেন, আই সি সি'র কোনও নির্দেশ এই দেশে বৈধ নয়।

মেয়েকে খুন

কোলাপর।। ১৮ মার্চ : জন্মগত অসুস্থ চার বছর বয়সি কন্যা সন্তানকে হত্যার দায়ে শুক্রবার ২৭ বছর বয়সী বাবাকে গ্রেপ্তার করেছে সাঙ্গলি পুলিশ। জেরায় সে বলেছে, চিকিৎসা করার ক্ষমতা তার নেই। তাই অন্নপূর্ণা কোলি নামের মেয়েকে একটি কুয়োয় ফেলে দেওয়া হয়। তার দেখিয়ে দেওয়া কুয়ো থেকে উদ্ধার করা হয় মেয়ের দেহ।

(দহদান

হায়দ্রাবাদ।। ১৮ মার্চ : মৃত্যুর অঙ্গদানে সব রাজ্যের চেয়ে এগিয়ে আছে তেলেঙ্গানা। ২০২২ সালে এই রাজ্যটি ১৯৪জন দেহদাতা পেয়েছে। এরপরই রয়েছে তামিলনাডু। এই রাজ্যটি ২০২২ সালে পেয়েছে ১৫৪টি দেহ।এরপর তালিকায় রয়েছে কর্ণাটক, গুজরাট ও মহারাষ্ট্র।

এবার নগদ

ইন্দোর।। ১৮ মার্চ : মধ্যপ্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী কন্যা বিবাহ এবং নিকাহ যোজনায় এখন থেকে আর কোনও উপহার দেওয়া হবে না। এর বদলে নগদ ৫০,০০০ টাকা দেওয়া হবে। মখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান শনিবার এই কথা জানান। এতদিন এই প্রকল্পে কোনও মেয়ের বিয়ে হলে ৩৮.০০০ টাকা মলোব আসবাবপত্র ও রূপার গয়না দেওয়া

অপহরণ

পাটনা।। ১৮ মার্চ : পাটনা জেলার বিহাটা এলাকা থেকে অপহরণ করা হয় ষষ্ঠ শ্রেণীর এক ছাত্রকে। মুক্তিপণ বাবদ ছেলেটির স্কুল শিক্ষক বাবার কাছে ৪০ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে বলে খবর। ১৩ বছর বয়সি তুষার কুমারের বাড়ি কানহাউলি গ্রামে। শুক্রবার কোচিং ক্লাস সেরে ফেরার পথে তাকে অপহরণ করা হয়। ছেলেটির খোঁজে চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

সাইরেন বাজিয়ে

আমেদাবাদ।। ১৮ মার্চ : বোর্ডের পরীক্ষা। মেয়েকে পরীক্ষা কেন্দ্রে নামিয়ে দিয়ে বাবা চলে যান। এদিকে মেয়ে দেখেন ভল কেন্দ্রে নামিয়েছেন তার বাবা। তার কেন্দ্রটি ২০ কিলোমিটার দরে। মেয়েটির টেনশন দেখে এগিয়ে এলেন এক পলিশ অফিসার। পলিশের জিপে বসিয়ে সাইরেন বাজিয়ে তাকে তার কেন্দ্রে পৌছে দেন অফিসার। এর ছবি ভাইবাল।

মঙ্গলে জল

নয়াদিল্লি।। ১৮ মার্চ : এখনো জল আছে মঙ্গল গ্রহে। এমনটাই দাবি বিজ্ঞানীদের। একসময় ওই গ্রহে আগ্নেয়গিরির দাপাদাপি ছিল। সেই গভীর গুহামুখে বরফের স্তর রয়েছে। আছে লবণও। ৫৪তম লুনার অ্যান্ড প্ল্যানেটারি সায়েন্স কনফারেন্সে এমন তথ্য জানান বিজ্ঞানীরা।

ভকম্পন

গুয়াহাটি।। ১৮ মার্চ : শনিবার সকালে ভূকম্পন অনুভূত হয় আসামের জোরহাটে ও তার আশেপাশের এলাকায়।সকাল ৯.০৩ নাগাদ ৩.৬ তীব্রতার ওই ভূমিকম্প হয়। ভূগর্ভের ৫০ কিমি নিচে ছিল এর কেন্দ্রভূমি। ক্ষয়ক্ষতির খবর

নিহত বালক

চণ্ডীগড।। ১৮ মার্চ : শুক্রবার পাঞ্জাবের মনসা জেলার কোটলি গ্রামে অজ্ঞাত বন্দকধারীর গুলিতে ছয় বছর বয়সি এক শিশু নিহত হয়। এক বাইক আরোহী জনৈক যশপ্রীত সিংয়ের বাডি লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায়। একটি গুলি যশপ্রীতের ছয বছরের ছেলের বুকে লাগে। তখনই মারা যায় সে। তদস্ত চলছে।

নোটিশ জারি

নয়াদিল্লি।। ১৮ মার্চ : ২১ মার্চের মধ্যে সরকারি বাংলো ছাড়ুন। দিল্লির প্রাক্তন মন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়াকে এই মর্মে নোটিশ পাঠালো পূর্ত দপ্তর। মন্ত্রী হওয়ার পর মথরা রোডের রাজ নিবাস মার্গের ২ নং বাংলোটি তারজন্য দেওয়া হয়েছিল। নতুন মন্ত্রীদের এই বাংলোটি দেওয়া হবে বলে খবর।

কেরালার মাহল ক্ষমতায়ন সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি অনুকরণ করার

তিরুবনস্তপুরম।। ১৮ মার্চ: রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর শুক্রবার প্রথম কেরালা সফরে এসে মহিলা ক্ষমতায়ন নিয়ে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন দ্রৌপদী মুর্ম। শুধু মহিলাই নয়, দক্ষিণ ভারতের বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট পরিচালিত এই রাজ্যে গরিব, তপশিলি জাতি ও আদিবাসী অংশের মান্যদের ভালো রাখতে যে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, যে কাজ করা হচ্ছে, তা-ও উঠে এসেছে তার কথায়। পাশাপাশি দেশজুড়ে হিংসার বাতাবরণেও কেরালায় ভিন্ন বিশ্বাসের মানুষ মিলেমিশে রয়েছেন, তা-ও স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি।

'কুদম্বশ্রী'র পাঁচিশ বছর উপলক্ষ্যে একটি বইয়ের উদ্বোধন করে রাষ্ট্রপতি এদিন বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি, যে সমাজে মহিলাদের গুরুত্ব দেওয়া হয়.

সেই সমাজ সামগ্রিকভাবেই অনেব এগিয়ে থাকে। সেই সমাজের সার্বিক উন্নতি হয়। কেরালায় মহিলারা অনেক বেশি শিক্ষিত এবং অনেক বেশি মাত্রায় এখানে মহিলাদের মধ্যে ক্ষমতায়ন হয়েছে। যার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে একাধিক মানব উন্নয়ন সূচকে। কেরালা লিঙ্গ অনপাতে দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এগিয়ে। মহিলা সহ সামগ্রিকভাবেই এ রাজ্যে সাক্ষরতার হার সবথেকে বেশি। অন্তঃসত্তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে এবং সদ্যোজাতদের মৃত্যু আটকাতে কেরালার ভূমিকাও অন্য সব রাজ্যের তুলনায় ভালো।' প্রসঙ্গত, এদিনের অনুষ্ঠানে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী পিনাবাই বিজয়ন, রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ

কেরালা সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে মুর্মু বলেন, 'কুদুস্বশ্রী বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ স্বনির্ভর গোষ্ঠী হয়ে উঠেছে। এ রাজ্য মহিলা ক্ষমতায়নের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে।' তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাডানোর উদ্যোগ নিয়ে 'উন্নতি' বা 'কেরালা এমপাওয়াবমেন্ট সোসাইটি' তৈবি হয়েছে। এই উদ্যোগের সাফল্য চেয়ে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, 'তথাকথিত পিছিয়ে থাকা অংশের মানুষদের গুরুত্ব দিয়ে তাদের বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জীবিকা এবং সামগ্রিক পরিকাঠামো উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।' দেশজডে যখন বিভাজন, হিংসা ছডিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তখন কেরালায় দাঁডিয়ে রাষ্ট্রপতি বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'এ রাজ্যের

মতো। এই সুন্দর রাজ্যে ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন সংস্কৃতি, ভিন্ন বিশ্বাসের মানুষের মধ্যে সংহতি বিরাজ করছে। মুর্মু বলেন, 'এ রাজ্যের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, সমাজের বিভিন্ন

স্তরের মহিলারা একেকসময় মহিলা ক্ষমতায়নের আদর্শ হয়ে উঠেছেন। তারা আজও লোকমুখে ফিরে ফিরে আসেন। তাদের মৃত্যু হয় না।' উন্নিয়ার্কা, নাঙ্গেলি থেকে আম্মু স্বামীনাথন, দক্ষাণী বেলায়ধান, আনি মাসকারেনের নাম উঠে এসেছে রাষ্ট্রপতির কথায়। বলেছেন, কার্তায়নী আম্মা, নঞ্চিয়াম্মার কথাও। এ বছর সাধারণতন্ত্র দিবসে কেরালার ট্যাবলোর প্রশংসা করে তিনি বলেন, 'নারী শক্তিকে খব স্পষ্টভাবে তলে ধরা হয়েছে।"

একটা প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলা করছে এস এস সি

হাইকোর্টে কড়া ভৎসনা

নিজম্ব প্রতিনিধি: কলকাতা, ১৮ মার্চ: এস এস সি'র নিয়োগ দর্নীতির কারণে একটা প্রজন্মের ভবিষাৎ নম্ট হতে চলোচে। শংকাবাব এই মুস্বা ক্রেভেন বিচাবপতি বাজ্ঞশেখব মাল। শুক্রবার আদালত স্কুল সার্ভিস ক্ষিশনকে চব্য ভূৎ্সনা কৰে চেয়ারম্যানকে আদালতে হাজির হবার নির্দেশ দিয়েছে। শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় বিচারপতি মন্তব্য করেছেন আদালতের নির্দেশের ওপর কোনও খবরদারি করবেন না। আপনারা আদালতের নির্দেশ অমান্য করার খেলা খেলছেন। আপনাদের আচরণের জন্য জনমানসে কমিশনের ভাবমূর্তি নম্ট হচ্ছে। বিচারপতি মাস্থা মস্তব্য করেন," আমার বলতে কোনও দ্বিধা নেই এস এস সি একটা প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলছে।" উচ্চ প্রাথমিকে নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নে ভুল থাকার কারণে আদালত মামলাকারীদের নম্বর দেবার নির্দেশ

দিয়েছিল। কমিশন সেই নির্দেশ না

মানায় শুক্রবার আদালত ক্ষব্ধ হয়।

আদালত কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজমদারকে ডেকে পাঠিয়েছে। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য ১২তম রিজিওন্যাল লেভেল সিলেকশন টেস্টের প্রশ্নে ভল নিয়ে

দীর্ঘদিন এই মামলা চলছে। এদিন আদালত বলেছে আদালতের নির্দেশের মান্যতা না দিয়ে কমিশন যে রিপোর্ট আদালতে জমা দিয়েছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। কমিশনের প্রতিটি পদক্ষেপ সন্দেহজনক। প্রয়োজনে সমস্ত নিয়োগ বাতিল করতে হবে। বিচারপতি মন্তব্য করেন, "আমি সব নিয়োগেই সন্দেহ প্রকাশ করছি। আমাকে বাধ্য করবেন না আরও কড়া পদক্ষেপ নিতে।" নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে এটা পরিষ্কার হবার পরও একই পথে হাঁটছে কমিশন। আদালতের নির্দেশের ওপর খবরদারি বন্ধ করতে হবে।

প্রসঙ্গত প্রায় ১২ বছর আগে উচ্চ প্রাথমিকে নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রে ভুল প্রশ্ন ছিল। প্রশ্নপত্রে সিলেবাসের বাইরেও প্রশ্ন ছিল। এ নিয়ে বহু চাকরি প্রার্থী আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। এই মামলায় আদালত নির্দেশ দিয়েছিল ভূল প্রশারে জন্য পরীক্ষার্থীদের অতিরিক্ত নম্বর দিতে হবে। মামলার আবেদনকারীরা এই অতিরিক্ত নম্বর

পাবেন। আদালতের এই নির্দেশের পর ক্মিশনের তরফে বলা হয় সিলেবাসের বাইরে যে প্রশ্ন ছিল সেখানে কমিশন কোনও অতিরিক্ত নম্বর দিতে পারবে না। এ নিয়ে কমিশন আদালতে একটি রিপোর্ট জমা দেয়। সেই রিপোর্ট গ্রহণ করেননি বিচারপতি মাস্তা। এই রিপোর্ট হাতে পাবার পরই কমিশনকে ভর্ৎসনা করে বিচারপতি মন্তব্য করেন আদালতের নির্দেশ নিয়ে কোনও খেলা হতে পারে না। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দর্নীতি হয়েছে তা বন্ধ করার জন্য প্রচেষ্টা না করে একই কাজ চালিয়ে গেলে সামাজিক ক্ষতি হবে। এস এস সি নিয়োগ করবে আবার তারাই ভুল প্রশ্ন করবে এটা কী করে সম্ভব? নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা রাখতে হবে। আগামী শুক্রবার কমিশনের চেয়ারম্যানকে আদালতে উপস্থিত হবার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ওই দিনই মামলার পনরায় শুনানির জন্য রাখা হয়েছে। মামলায় আবেদনকারীর পক্ষে রয়েছেন আইনজীবী সামিম আহমেদ।

এদিকে এদিন কলকাতা হাইকোর্টে এস এস সি নিযোগ সংক্রান্ত বিধির ১৭ ধারা বাতিলের আবেদন জানিয়ে একটি মামলা দায়ের হয়েছে। বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু এই মামলায় এস এস সি, মধ্যশিক্ষা পর্যদসহ সমস্তপক্ষকে হলফনামা জমা দেবার নির্দেশ দিয়েছে। আবেদনকারীরা তাঁদের আবেদনে বলেছেন, এস এস সি তাব নিযোগ প্রক্রিয়াব ১৭নম্বর ধারা প্রয়োগ করে চাকরি সপারিশ পত্র বাতিল কব*দ*ছ। মধ্যশিক্ষা প্রস্কুও নিযোগ প্র খাবিজ করে দিচ্ছে। আবেদনকারীরা বলেছেন, এই ১৭ নম্বর ধারায় বলা আছে সপারিশ পত্রে কোনও ভল থাকলে এস এস সি তা বাতিল করতে পারবে। এস এস সি চাকরি বাতিলের ক্ষেত্রেও এই ধারা প্রয়োগ করছে। চাকরি বাতিলের ক্ষেত্রে এসএসসি এই ধারা প্রয়োগ করতে পারে কিনা তা খতিয়ে দেখতেই এই নতুন মামলা দায়ের হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালের এই

নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এস এস সি'র তরফে প্রার্থী বাছাইয়ের দায়িত্বে ছিলেন সুবীরেশ ভট্টাচার্য এবং শাস্তিপ্রসাদ সিনহা। মধ্যশিক্ষা পর্যদে নিয়োগের দায়িত্বে ছিলেন কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়। এই তিনজনই এখন জেলে রয়েছেন। এস এস সি'র সুপারিশ ছাড়াই মধ্যশিক্ষা পর্যদের সভাপতি নিজেই নিয়োগপত্র দিয়েছেন সেকথা কবুল করেছে এস এস সি।

করে ৩২ জনের নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। াক্ষদের জ্বালা মেটাতে গিয়ে

বনাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায়। এই ঘটনায় তা ফের সামনে চলে এল।

যায়, যা বাদামের মতো দেখতে।





ফুলবাহারি সকালবেলা

বসুন্ধরা মাজি জার্মানি

পাহাড় চূড়োয় রোজের আঁধার এ দৃশ্যটা নয় অচেনা— হাজার গভা কালচে মেঘে, আসছে ছুটে তীব্ৰ বেগে, ঘরের মধ্যে ঠায় বসে তাই একটা খুকির ভাল্লাগে না।

একনাগাড়ে বিচ্ছিরি ঐ বৃষ্টি যে রোজ ঝরতে থাকে, সূর্য গেল হারিয়ে নাকি! ডাকছে না কই একটা পাখি... কে যে এমন আকাশটাতে অন্ধকারের চিত্র আঁকে!

হঠাৎ সেদিন কোন্ ম্যাজিকের আলোয় সবাই চমকে ওঠে— কালচে আঁধার পালটে গিয়ে, উঠল পাহাড ঝলমলিয়ে, দরজা খুলে সেই খুকিটা সূর্যকণা ধরতে ছোটে।

সবুজ রঙের রঙ তুলি কে রাঙাল গাছের পাতা— সোনার রোদে ঝকমকালো, চারদিকে কী মিষ্টি আলো সেই আলোতে আঁধার কেটে রোদ পরীরা ধরল ছাতা।

আকাশ জুড়ে নীলের সাগর সেই সাগরে পাখির মেলা— তার নিচেতে মাটির বুকে, দেখছ না কী পরম সুখে, প্রাণ জোয়ারে হাসছে কেমন ফুলবাহারি সকালবেলা



গৌতম পাল

ছোটো সোনা বললো কথা আজ মা ডাকেতে থামলো সবার কাজ. যেন ভীষণ ছন্দ এল নেমে শীত সকালে উঠলো সবাই ঘেমে!

আজকে সোনা এক-পা-দু"পা ফেলে বারান্দাতে নিজেই বেড়ায় খেলে, রইল চেয়ে যায় সে কোথায় দেখি হাত তুলে সে আকাশ দেখায় সে কি!

দিয়েছে মা দু"হাত সামনে মেলে জড়িয়ে ধরবে হঠাৎ পড়ে গেলে, হাসলে খোকা ঠিকরে পড়ে আলো আজ খোকাকে লাগছে কত ভালো।

হিরের কুচি ছড়িয়ে পড়ে ঘরে ছোট্ট সোনা স্বর্গ মেলে ধরে, হাসির শব্দ ছড়াচ্ছে ঝুমঝুম মা তাকে দেয় আজকে প্রথম চুম।



ভাঙলো ভুল

রবিন কুমার দাস

জেনে ভীষণ খুশি হলাম , এটাই তোমার ইচ্ছ বসন্তের এই প্রথম ভোরে পাঠালে শুভেচ্ছা, রঙে রঙে রাঙিয়ে তুমি জিতলে আমার মন তোমার রঙেই রেঙে আমি আছি সারাক্ষণ।

হরেক রঙের রঙ বাহারি ফুল ফুটলো গাছে আজ বসন্ত বার্তা বহে আনলো আমার কাছে, পলাশ-শিমুল-কৃষ্ণচূড়ার সাহস দেখে আমি ঘরের বাইরে পা রেখে আজ তাইতো গেছি থামি।

এ কোন্ সকাল দেখছি আমি লালে লালে লাল এমন ফুলের সমারোহ দেখিনি তো কাল হঠাৎ করে এই বসন্ত ছিনিয়ে নিলো জয় মনে মনে ভাবতে থাকি কেমন করে হয়?

কোথায় ওরা লুকিয়ে রাখে নানান রঙের ফুল কোকিল ডাকা বসন্তে তাই ভাঙলো আমার ভুল , তাইতো আগাম চিঠি লিখে জানাই নেমন্তন্ন পরের বছর আবার এসো তুমি আমার জন্য।



কোকিল তুমি

অলোক কুমার প্রামাণিক

শীত ফুরালে গীত জুড়েছো কোকিল তুমি এসে মাঠ পেরিয়ে সুরের ডালি আসছে শুনি ভেসে।

ভোরের আগে নতুন রাগে ধরছো এখন গান ঘুম'টা ভাঙে সেই সে গানে যায় জুড়িয়ে প্রাণ।

রঙ'টা কালো দেখতে ভালো চোখ'টি তোমার লাল লুকিয়ে থেকে উঠছো ডেকে বুনছো সুরের জাল।

কোথায় ছিলে, উড়ে এলে গানের পাখি তুমি, তোমার আসায় উঠল মেতে ফাগুন দিনে ভূমি।

আমাদের ছোটকা অনিল কুমার নাথ

আমাদের ছোটকা এ্যায়সা বড় পেটখানা (যেন) হদ্রার পাঁচুদার সিঁদলের মটকা।

আমাদের ছোটকা ছেলেবুড়ো বেবাকের পেটের ব্যামোয় দেন নুনপড়া টোটকা

আমাদের ছোটকা সেদিন কী হলো জানো? বুনো হাতির দাঁত খুললেন মেরেই তুখোড় ঝটকা।

বদ মেজাজি ছোটকা পালিয়ে বাঁচবি? সে উপায় নেই কোজাগরি রাতে ফোটাস যদি একটাও বাজি পটকা।

ছবি পাগল এ ছোটকা ছবি দেখলেই হাঁকেন, বুবুন নে ধর এটাকে শিগ্গির ওই পুবের দেয়ালে লটকা।

জল দৈত্য

■সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ■



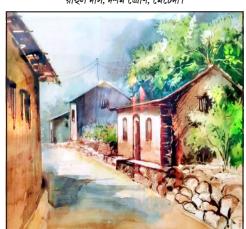
সুদ্রের অনস্ত জলরাশির মাঝে লুকিয়ে রয়েছে নানান রহস্যময় জীব। সেই রহস্যময় জীবের সন্ধানে বছরের পর বছর বহু বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে সমুদ্র বিজ্ঞানীরা যখন সেই সমস্ত জীবের রহস্য উন্মোচন করেন আমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ি। আবার কখনো কখনো সমুদ্রই তার ঢেউয়ের মাধ্যমে এমন সমস্ত রহস্যময় জীবের সন্ধান দেয় যা কল্পনাতীত। সম্প্রতি, এক ক্যালিফোর্নিয়ার বেইলার নামে এক ব্যক্তি ক্যালিফোর্নিয়ার ব্ল্যাক'স বিচ ধরে প্রাতঃভ্রমণের সময় অদ্ভূত সামুদ্রিক জীবের সন্ধান পান। ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া সান দিয়েগোর স্ক্রিপস ইনস্টিটিউশন অফ ওশানোগ্রাফির বিজ্ঞানীরা দ্রুত মাছটিকে শনাক্তকরণও করেন। বিজ্ঞানীদের কাছে অপরিচিত না হলেও এমন জীবের সঙ্গে পরিচিত নন অনেকেই। বিশাল আকৃতির গোলাকার মাছের মতো চেহারা, আবার তার মাথায় একটি শুঁড়ও রয়েছে। দাঁত দেখলে মনে হয় যেন ছুরির ফলা। দানবাকৃতি এই মাছের নাম 'ফুটবল ফিশ'। বিজ্ঞানসম্মত নাম হিম্যান্টোলোফিডে। কেউ কেউ মাছটিকে আবার গভীর জলের দৈত্যও অ্যাখা দিয়েছেন।

১৮৩৭ সালে জোহান রেইনহার্ড নামে এক বিজ্ঞানী প্রথম আবিষ্কার করেন জীবটিকে। সমুদ্রে ৩০০০-৪০০০ মিটার গভীরতায় দেখা মেলে। ছোটো ছোটো জলজ প্রাণীদের কাছে এই জীবটি মূর্তিমান আতঙ্ক। ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত সমস্ত সমুদ্রেই দেখা যায়। জল দৈত্য বা ফুটবল ফিশের গোলাকার বা ডিম্বাকৃতির দেহ রয়েছে যা দেখতে ফুটবলের মতো। এদের দাঁত খুব ধারালো এবং দেহে কালো বা বাদামি আঁশ রয়েছে। স্ত্রী মাছগুলি প্রায় ৬০ সেমি লম্বা এবং ওজন প্রায় ১১ কেজি। মহিলাদের তুলনায় পুরুষ মাছগুলি অনেক ছোট, দৈর্ঘ্য মাত্র ৪ সেমি। মাছগুলির গোলাকার শরীর হাড়ের প্লেট দিয়ে জড়ানো, প্রতিটিতে একটি কেন্দ্রীয় মেরুদণ্ড রয়েছে। মাথার উপর রয়েছে শুঁড়ের মতো অংশ আর সেই শুড় বা "ফিশিং-রডে" রয়েছে প্রজ্বলিত বাল্বের মতো একটি অংশ। অংশটি অন্ধকার অতল গহুরে ছোট মাছকে আকর্ষণ করতে ব্যবহার করে মাছগুলি। পুরুষের আকার ছোট হওয়া সত্ত্বেও, এরা পরজীবী নয়, অন্যান্য অনেক অ্যাঙ্গলারফিশের পুরুষদের থেকে ভিন্ন।

গত বছরের শুরুতেও ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলে একটি মৃত ফুটবল ফিশের বা জল দৈত্যর কথা শোনা গিয়েছিল। গভীর সমুদ্র ছেড়ে কেন তারা উপকূলে এসে মৃত্যুকে বরণ করে নিচ্ছে, সেই রহস্য উন্মোচন করাই এখন গবেষকদের মূল লক্ষ্য।



রাহুল দাস, দশম শ্রেণি, মেচেদা।



সায়ন্তন ব্যানার্জি, দশম শ্রেণি, হলদিয়া।

সোনার বিড়াল ও চাঁদ-সূর্যের হাতা

অরুণ শীল

প্রতিবেশীদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা আদায় করত। আর বিড়াল দিয়ে দেবো।" একজন গরিব লোক ছিল যার নাম লোকটা সুযোগ বুঝে বলল, আবু মং। পাহাড় থেকে জ্বালানি "একটা?দশটা দিলেও চলবেনা।" কাঠের হাতা বের করে সেটার

খেতে গেল পাশেরই একটা চায়ের দিলেও আমি বিক্রি করতাম না। বাড়িতে হাজির। আবু মংয়ের স্ত্রী একটা হাতা কিনে দেবো।'

আসতেই ধনী লোকটা তার ঘর কথা দিলো। চেপ্টে মেরে ফেলেছ।"

কাঠ কেটে এনে সেটা বিক্রি করে আবু মং তখন অবাক হয়ে উপর তার স্ত্রী একটা চাঁদ ও একটা কোনওরকমে সংসার চালাত। বলল, "তোমার এটা কি এমন সূর্য খোদাই করে রাখল। তাতে একদিন পাহাড় থেকে কাঠ বিড়াল?" ঠগ লোকটা বলল, সোনালি রং লাগালো তারপর কেটে এনে আবু মং রোজদিনের আমার সোনার বিড়ালের দুটো হাতলের উপর সোনার সুতো মতোই তার কাঠের বোঝাটা রেখে ভাঁটার চোখ, যখন শোয় তখন বেঁধে দিলো। দিলো ঠগ লোকটার বাড়ির ড্রাগনের মতো। যখন বসে তখন

দোকানে। সেই সময়ে ঠগ লোকটা ঠগ লোকটার তেরিয়া চেহারা হাতাটিকে দোরগোড়ার নিচে এসে আবু মংয়ের কাঠের দেখে তার কয়েকটি অনুচর রাখল। বহু টাকা পাওয়ার স্বপ্নে একটা ? দশটা হাতা দিলেও মংয়ের স্ত্রীবলল, আমার হাতাটা বিড়ালটা পাঁচশ টাকার, আর বোঝাটার নিচে রেখে দিলো একটা একজোটে ঘর থেকে বেরিয়ে বিভোর হয়ে ঠগ লোকটা চলবে না আমার। এসে আবু মংকে দড়ি দিয়ে বেঁধে তাড়াহুড়ো করে আসতে আসতে চা খাওয়ার পর আবু মং তার ফেলল। কোনো উপায় না দেখে হাতাটাতে পা দিলো। ঘটাং করে হাতা এটা তোমাদের ? কাঠের বোঝাটার কাছে ফিরে আবু মং ক্ষতিপূরণ দেবে বলে আওয়াজ হলো, হাতাটি গেল

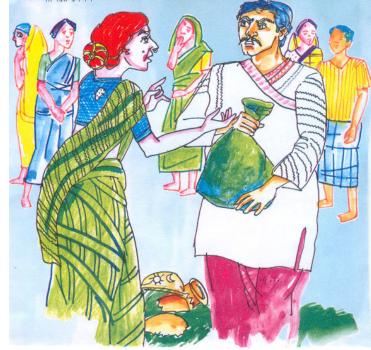
তো দেখি আমার বিড়ালটাকে লাগল। তার স্ত্রী জিজ্ঞেস করল, আপনি যে আমাদের হাতাটির 'কীসের এত দুঃখ'? দফারফা করে দিয়েছেন।

এক ধনী সত্যিই কাঠের বোঝাটার নিচে ঘটনাটা খুলে বলল।শুনে তোস্ত্রী ক্রিম এক ধনী সতিইে কাঠের বোঝাটার নিচে ঘটনাটা খুলে বলল। শুনে তো স্ত্রী
ঠগলোক ছিল। সে একটা মরা বিড়াল পড়ে রয়েছে। রোষের সঙ্গে বলল, 'ভয় কিং নানারক^{ু ফু}ন্দি ফিকির করে বেশি কিছু না ভেবে সে বলে আমারও এর উপায় জানা আছে। বসল, তোমাকে একটা নতুন সেঠগ আগে ক্ষাতপূরণানতে তো আসুক। তারপর দেখা যাবে।'

আবু মং এর তৈরি করা একটা

দু'দিন পর ঠগ লোকটা বড় <u>ভে</u>ঙে।

থেকে বেরিয়ে চিল চিৎকার জুড়ে বাড়ি ফিরে আবু মং কিছুই আবু মংয়ের স্ত্রী অবাক হওয়ার



দেওয়ালের কাছে। তারপর চা বাঘের মতো। কেউ পাঁচশ টাকা একটা থলি নিয়ে আবু মংয়ের চৈ কিসের? তোমাকে নতুন খোদাই করা চাঁদ ও সূর্যের আদল গ্রামবাসীরা একে একে এসে

আবু মংয়ের স্ত্রী বলল,

চাঁদ ও সূর্যের হাতা।

দিলো। "কি ভয়ানক কাণ্ড, তুমি খেলো না, শুধু বিলাপ করতে ভান করে চেঁচিয়ে বলল, সাহেব চাঁদ ও সূর্যের হাতা আবার কিং তাও আমি বিক্রি করব না। তো --- ইট মারতে গিয়ে আবু মংয়ের স্ত্রী মাটি থেকে একথা শুনে লোকটা আবু পাটকেল খেয়ে ঠগ লোকটা

দেখতে পাওয়া গেল।

চাঁদও সূর্যের হাতা।এটা আকাশ সূর্যের হাতাটা ছয়শ টাকার। ঠগ লোকটা বলল, কী এমন থেকে পাওয়া। পৃথিবীতে পাওয়া কাজেই এখন বিড়ালের যায় না। এই হাতা দিয়ে জাউ মালিকের উচিত হাতার আবু মংয়ের স্ত্রী বলল, এটা তুললে পোলাও হয়, পোলাও মালিককে একশ টাকা দিয়ে তুললে সেটা কোর্মা হয়ে যায়। কেউ দেওয়া। ঠগ লোকটা জিজ্ঞেস করল, ছয়শ টাকা দিক না কেন আমাকে তাহলে বন্ধুরা বুঝতে পারলে

হাতাটির টুকরোগুলো গুছিয়ে মংয়ের স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করতে কেমন জব্ধ হয়ে লেজ গুটিয়ে 🎍 আবু মং নিচু হয়ে দেখতে পেল 🛮 আবু তখন তার স্ত্রীকে সম্পূর্ণ 🔝 ঠগ লোকটা বলল, 'তা এত হৈ নিয়ে একসঙ্গে জুড়ে দিতে নিখুঁত লাগল। ঝ গড়ার আওয়াজে পালিয়ে গেল।

জড়ো হতে লাগল।

জোরের সঙ্গে তখন আবু তারা সব শুনে বলল,

খেলার খবর

রুদ্ধপাস লড়াইর সমাপ্তি টাইব্রেকারে

নবম আই এস এলে চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান

এলের ফাইন্যালের শ্বাসরুদ্ধকর লড়াইয়ে জিতলো মোহনবগান। গোয়ার ফতোরদা স্টেডিয়ামে তারা টাইৱেকারে পরাজিত করে বেঙ্গালুরুকে। ম্যাচের ফল ৬-৫। নির্ধারিত সময় ম্যাচ ছিলো ২-২। এবার নিয়ে মোহনবাগান টফি জিতলো চারবার। তাদের চতুর্থ বার ট্রফি জয়ে টাইরেকারে মুখ্য ভূমিকা নিলেন গোলবক্ষক বিশাল কাইত। টাইবেকাবে তখন ২-২। কিন্তু বিশাল আটকে দিলেন ব্রুনোর শট। আর এখানেই এগিয়ে গেল বাগান।

ফাইন্যালে মাঠে নামার আগে পর্যস্ত দুই দল মুখোমুখি হয়েছে মোট ছয়বার। তার মধ্যে চারবারই জিতেছে মোহনবাগান। একবার বেঙ্গালরু জয় পায়। একটি ম্যাচে ড হয়েছে। এবার প্রথম মখোমখিতে দিমিত্রিয়স পেত্রাতোসের গোলে জিতেছিল মোহনবাগান। ফিরতি লিগে ২-১ গোলে জয় পায় বেঙ্গালুরু। শনিবার গোয়ার ফতোরদা স্টেডিয়ামে ম্যাচের প্রথম মিনিটেই চোট পান বেঙ্গালুরুর স্ট্রাইকার শিবশক্তি। প্রাথমিক ধাক্কা খায় বেঙ্গালুরু। শুরুতেই চোট পেয়ে মাঠ ছাড়া শিবশক্তির জায়গায় নামেন সুনীল ছেত্রী। ম্যাচের

ফুটবলের প্রাইজ মানি বাড়ানোর

জিয়ান্নি ইনফাস্তিনো। আসছে আসরে

প্রাইজ মানি হবে ১৫ কোটি ডলার,

২০১৫ আসরের চেয়ে যা ১০ গুণ এবং

২০১৯ আসরের চেয়ে ৩ গুণ বেশি।

এখনও অনেক কম।

ও ফ্লাইট।

এই অঙ্ক যদিও কাতারে গত বছর

রুয়ান্ডার রাজধানী কিগালিতে

বৃহস্পতিবার ফিফা কংগ্রেসে পুনরায়

সংস্থার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর

মেয়েদের বিশ্বকাপে প্রাইজ মানি

বাড়ানোর কথা জানান ইনফাস্তিনো

তিন ধাপের পরিকল্পনা তুলে ধরেন

প্রথম ধাপ হলো, বিশ্বকাপে খেলা

দ্বিতীয় ধাপ, আগামী বছরের ২০

পরুষ ও নারীদের জন্য শর্ত এবং

পরিষেবা হবে সমান, যেমন আবাসন

জুলাই নিউ জিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ায়

শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপে নারী

দলগুলির 'ডেডিকেটেড' বেস ক্যাম্প

ইনফান্তিনো বলেন, তৃতীয় ধাপ

"আমাদের মিশন ২০২৬ পুরুষ

হবে সবচেয়ে জটিল এবং মেয়েদের

খেলার জন্য একটি 'ডেডিকেটেড'

মার্কেটিং কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা হবে

এবং ২০২৭ নারী বিশ্বকাপের জন্য অর্থ

তিন নতুন মুখ



প্রয়ন মোহনবাগান দল।

মোহনবাগান, বেঙ্গালুরু। এই সময় আক্রমণ প্রতিআক্রমণে ম্যাচ দারুণ জমে উঠে। দু'দলই চাইছিল বল পায়ে রেখে আক্রমণে যেতে। ম্যাচের পাচ মিনিটে আক্রমণাত্মক হয়ে যায় মোহনবাগান। বা প্রাস্ত ধরে আক্রমণে উঠা আশিককে বক্সের মধ্যে ট্যাকল করেন জনসন। সুযোগ নষ্ট হয়। ম্যাচের ছয় মিনিটে গোল করার সুযোগ ছিল মোহনবাগানের

সামনে। হুগো বৌমাস বেঙ্গালুরুর বক্সে ঢুকে পড়েন। তবে সুযোগ কাজে লাগাতে গারলেন না এই ফুটবলার। ম্যাচের দশ মিনিটে পালটা আক্রমণে বেঙ্গালুরু। রয়কৃষ্ণর ক্রস থেকে বাই সাইকেল কিক নেন জাভি।তবে ব্লক করলেন শুভাশিস। ম্যাচের ১৫ মিনিটে কর্নার সেভ করতে গিয়ে বক্সে হ্যান্ডবল করেন রয়কৃষ্ণ। ফলে রেফারি পেনাল্টির নির্দেশ দেন। পেত্রাতোস কোনও ভুল করেননি।

দিমিত্রি পেত্রাতোসের গোলে ১-০ গোলে এগিয়ে যায় মোহনবাগান। ম্যাচের ১৮ মিনিটে আবার আক্রমণ সবজমেরুণের। তবে বক্সের ভিতর আবার তা ক্লিয়ার করেন বিপক্ষের এক ডিফেন্ডার। এই সময় মোহনবাগানের একাধিক আক্রমণ বক্সে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। ম্যাচের ২৪ মিনিটে বেঙ্গালরুর জাভির ফ্রিকিক সেভ করেন মোহনবাগানের গোলরক্ষক। প্রথমার্ধের থেকে ফ্রিকিক নেন বেঙ্গালুরুর জাভি হার্নান্ডেজ। শেষ মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে সেভ করেন বিপক্ষের গোলরক্ষক।প্রথমার্ধের ইঞ্জরি টাইমে পেনাল্টি পায় বেঙ্গালরু পেনাল্টি থেকে গোল করতে ভল করেনি সনীল ছেত্ৰী। ম্যাচে সম্তা আনে বেঙ্গালুরু(১-১)। প্রথমার্ধে মোহনবাগান বল দখল ও

চাপ সৃষ্টি করে বেঙ্গালুরু। ডান প্রাস্ত

আক্রমণে এগিয়ে থাকলেও দ্বিতীয়ার্ধে বেঙ্গালুরু আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা করে। একের পর এক চাপ সষ্টি করে তারা। ম্যাচের ৭৮ মিনিটে রয় কৃষ্ণের গোলে এগিয়ে যায় বেঙ্গালুরু(২-১)। ম্যাচের ৮৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে মোহনবাগানকে সমতায় ফেরান পেত্রাতোস(২-০) ম্যাচে এটি তার দ্বিতীয় গোল। ম্যাচের নির্ধারিত সময়ের খেলা ২-২ গোলে শেষ হয়। ম্যাচ গডায় অতিরিক্ত সময়ে। অতিরিক্ত সময়ে কোন গোল না হলে ম্যাচ গডায় টাইব্রেকারে। শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারে মোহনবাগান ৬-৫ গোলে জয় পায়। সেই সাথে জয় করে নেয় নবম আই এস এলের শিরোপা। এই জয় অবশ্যই বাংলার ফুটবলকে নতুন করে অক্সিজেন জোগাবে।

মুম্বাই'র পরাজয়

মুম্বাই।। ১৮ মার্চ : মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগে হরমনপ্রীত কৌরের মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের জয়ের ধারা থামল। আসরে প্রথম পরাজয়ের স্বাদ পেল পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থাকা মন্বাই। শনিবার মম্বাইকে ৫ উইকেটে হারিয়ে দেয় ইউ পি ওয়ারিয়র্স।

এদিন ডি ওয়াই পার্টিল স্টেডিয়ামে ডাবল হেডারের প্রথম ম্যাচে মুম্বাই টস হেরে প্রথমে ব্যাট পেয়ে সব উইকেট হারিয়ে ব্যাটিং ব্যর্থতায় ১২৭ রান তলতে সক্ষম হয়। হেইলি ম্যাথজ (৩৫), হরমনপ্রীত কৌর (২৫) ও ইসি ওং (৩২) ছাড়া বাকিরা দুই সংখ্যার রান করতে পারেনি। ইউ পি'র সোফি এক্সেস্টন ৩টি উইকেট পান।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে ইউ পি ৩ বল বাকি থাকতেই ৫ উইকেটের বিনিময়ে ১২৯ রান তুলে নেয়। তাহিলা ম্যাকগ্রা ৩৮, গ্রেস হ্যারিস ৩৯, সোফি ১৬ ও দীপ্তি ১৩ রান করে দলকে জয়

রোনান্ডো, পেপেকে রেখেই পর্তুগাল দল



১৮ মার্চ: বিশ্বকাপের পর জাতীয় দল থেকে অবসর নেওয়ার কথা জানাননি ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। তবে বিশ্বকাপের পর থেকেই বয়সের জন্য পর্তুগাল দলে রোনাল্ডো থাকবেন কিনা তা নিয়ে একটা অনিশ্চয়তা সঞ্জি হয়েছিল। সেই সাথে পেপেরও। কিল্ক তাদের দ'জরে উপরই ভসরা রাখলো পর্তগাল ফটবল ফেডারেশন। দই অভিজ্ঞ খেলোয়াড়কে রেখেই সাজানো হয়েছে ইউবোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপেব

বাছাইয়ের পর্তগাল দল। পর্তগালের কোচ হওয়ার পর শুক্রবার প্রথমবারের মতো দল ঘোষণা করেছেন রবের্তো মার্তিনেস।স্প্যানিশ এই কোচের ২৬ সদস্যের দলে সেই

বাছাইয়ে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আগামী শুক্রবার পর্তুগালের প্রতিপক্ষ লিখটেনস্টাইন। পরের ম্যাচে আগামী ২৭ মার্চ তারা খেলবে লুক্সেমবার্গের বিপক্ষে।

পর্তুগাল ও আন্তর্জাতিক ফুটবলের সর্বোচ্চ গোলস্কোরার রোনাল্ডোর জন্য গত বিশ্বকাপ ছিল হতাশাজনক। তার দল বিদায় নেয় কোয়ার্টার-ফাইন্যাল থেকে। আসরে মাত্র এক গোল করা এই তারকা শেষের দই ম্যাচে শুরুর একাদশে জায়গা হারান। ওই সময়ের কোচ ফের্নান্দো সাস্তোসের সঙ্গে বনিবনাও ঠিকঠাক হচ্ছিল না বলে সংবাদমাধ্যমে খবর এসেছিল।

বিশ্বকাপের পর সাস্তোস সরে গেলে তার স্থলাভিষিক্ত হন মার্তিনেস। এরপর তিনি বলেছিলেন, তার পরিকল্পনায় আছেন ৩৮ বছর বয়সি রোনাল্ডো।

দলে জায়গা ধরে রেখেছেন অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার পেপে। ৩৯ বছর বয়সি এই ফুটবলারও ছিলেন কাতার বিশ্বকাপের দলে। এছাড়াও দলে ডাক পেয়েছেন বিশ্বকাপ চলাকালীন চোটে ছিটকে যাওয়া দুই ডিফেন্ডার নুনো মেন্দেস ও দানিলো পেরেইরা।

আজ বিশাখাপত্তনমে দ্বিতীয় একদিবসীয় ম্যাচ এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ

জিততে মুখিয়ে রোহিত, জাদেজারা

বিশাখাপত্তনম, ১৮ মার্চ : অস্টেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম একদিনের ম্যাচের অধিনায়ক ছিলেন হার্দিক পাণ্ডিয়া। দ্বিতীয় ম্যাচে রোহিত শর্মা দলে ফিরতেই নেতৃত্বের ব্যাটন ছেড়ে দিতে হলো হার্দিককে। তিনি ফের সহ-অধিনায়কের ভূমিকায় ফিরে গেলেন। রবিবার বিশাখাপত্তনমে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজের দ্বিতীয় ওডিআই ম্যাচে ভারতীয় দলের নেতৃত্বে থাকবেন রোহিতই।এই ম্যাচ জিতলেই তিন ম্যাচের একদিবসীয় সিরিজ জিতে নেবে ভারতীয় দল। মস্বাইয়ে আয়োজিত প্রথম একদিবসীয় ম্যাচে জিতেছিল ভারতীয় দল। এদিকে বিশাখাপত্তনমের ম্যাচের টিকিট চাহিদা

একদিবসীয় বিশ্বকাপের আগে এই সিরিজ ভারতীয় দলের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম ম্যাচে জয় পাওয়ার পর ভারতীয় দলের আত্মবিশ্বাস বেড়ে গিয়েছে। কে এল রাহুল ফর্মে ফেরায় ভারতের ব্যাটিং লাইনআপ নিয়ে বিশেষ চিন্তা নেই। ববিবাবও খেলবেন বাছল। তবে বোহিত দলে ফেবায় জায়গা ছেডে দিতে হতে পারে ঈশান কিযানকে। অবশ্য ভারতীয় দল যদি বাহুলকে উইকৌকিপিংযের দায়িত দিতে না চায তাহলে ঈশান খেলবেন। সেক্ষেত্রে বাদ পডতে পারেন পেসার শার্দল ঠাকর। ওয়াংখেডেতে প্রথম ম্যাচে মাত্র ২ ওভার বোলিং করেন শার্দুল। তৃতীয় পেসার হিসেবে আছেন হার্দিক। ফলে শার্দুল না খেললেও সমস্যা হওয়ার কথা

হাঁটুর চোট সারিয়ে টেস্ট সিরিজে ভারতীয় দলে ফিরে অসাধারণ পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন রবীন্দ্র জাদেজা। শুক্রবার ৮ মাস পর প্রথম একদিবসীয় ম্যাচে খেলতে নেমেই ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন এই অলরাউন্ভার। প্রথমে ২ উইকেট নেওয়ার পর ব্যাটিং করতে নেমে ৪৫ রানে অপরাজিত থাকেন জাদেজা। রাহুলের ফর্মে ফেরা এবং জাদেজার ১০০ শতাংশ ফিট হয়ে উঠাই ওয়াংখেড়েতে ভারতের সবচেয়ে বড় লাভ। এই ম্যাচে ভারতের টপ অর্ডার ব্যর্থ হয়েছে। বিশাখাপত্তনমে শুভমান

গিল, বিরাট কোহলিরা বড় স্কোরের লক্ষ্যে খেলতে নামবেন। ওয়াংখেড়েতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখান অস্ট্রেলিয়ার পেসার মিচেল স্টার্ক। তিনি ফিরিয়ে দেন বিরাট. শুভমান ও সূর্যকুমার যাদবকে। রবিবার স্টার্কের বোলিং সামাল দেওয়াই বিরাট-রোহিতদের প্রধান লক্ষ্য থাকবে। বাঁ হাতি পেসারদের বিরুদ্ধে ভারতের ব্যাটারদের দুর্বলতা নতুন কিছু নয়। বিশ্বকাপের আগে এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে হবে ভারতের

অস্টেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচে খেলার সুযোগ পান সূর্যকুমার। নাগপুরে তার টেস্টে অভিষেক হয়। কিন্তু সেই ম্যাচে তিনি বড স্কোর করতে পারেননি। এরপর আর টেস্টে খেলার স্যোগ পাননি সূর্যকুমার। প্রথম ওডিআই ম্যাচেও রান পাননি এই ব্যাটার। প্রথম ম্যাচেই কোন রান না করেই আউট হয়ে যান সর্যকমার। তিনি চলতি বছরে ওডিআই ম্যাচে এখনও অর্ধশতরান করতে

পাবেননি। তবে ভাবতীয় দল তাকিয়ে রয়েছে সর্যক্মারের রানে ফেরার দিকে। শেয়স আইয়ার চৌট সারিয়ে কবে দলে ফিরবেন সেটা এখনই বলা সম্ভব নয়। ফলে আপাতত ভারতের হয়ে ৪ নম্বরে ব্যাটিং করবেন সূর্যকুমারই। ওয়াংখেড়েতে ভারতের দুই পেসার মহম্মদ শামি ও মহম্মদ সিরাজ দুর্দাস্ত পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন। ফলে ভারতের বোলিং বিভাগ নিয়ে বিশেষ চিস্তা নেই। এদিকে সিরিজে সমতা

ফেরানোর লক্ষ্যে আগামীকাল ভারতের বিরুদ্ধে জয় পাওয়ার জন্য পরো শক্তি নিয়েই মাঠে নামবে অস্ট্রেলিয়া। প্রথম ম্যাচে ব্যাটিং ব্যর্থতার কারণেই হেরে গিয়েছিল স্মিথরা। সেই ব্যর্থতা কাটিয়েই মাঠে নামবে অস্টেলিয়া। পিছিয়ে থাকা অস্ট্রেলিয়ানরা সব সময়ই ভয়ঙ্কর। তার উপর দলের নেতৃত্বে রয়েছেন অভিজ্ঞ স্মিথ। তাই লডাইয়ে ফিরতে মরিয়া অস্টেলিয়ানদের হালকামতে নিতে চাইছেন না রোহিতরা।

আয়ারল্যান্ড সফরে যাচ্ছে ভারতীয় দল

যাচ্ছে ভারতীয় দল। বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে ক্রিকেট আয়ারল্যান্ডের তরফে। চলতি বছরেই সেপ্টেম্বর মাসে আয়ারল্যান্ড সফর করবে ভারতীয় দল। ২০২২ সালেও আয়ারল্যান্ড সফরে গিয়েছিল ভারতীয় দল। সেবার টি-২০ সিরিজে মুখোমুখি হয়েছিল দুই দল। ২০২২ সালের জুনের পরে ফের ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুখোমুখি হবে দুই দল। পাশাপাশি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজের ঘোষণাও করা হয়েছে আয়ারল্যান্ড বোর্ডের তরফে।

বাংলাদেশের মুখোমুখি হবে আয়ারল্যান্ড। মে মাসে খেলা হবে এই সিরিজ। সিরিজের খেলাগুলো হবে চেমসফোর্ডে। যদি অন্যান্য সিরিজের ফলাফল

আয়ারল্যান্ডের অনুকলে থাকে, তাহলে বাংলাদেশকে ৩-০ ফলে হারাতে পারলেই ভারতে বছরশেষে অনুষ্ঠিত হতে চলা ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলার ছাড়পত্র নিশ্চিত করবে

ক্রিকেট আয়ারল্যান্ডের চিফ এক্সিকিউটিভ ওয়ারেন ডিউট্রম ভারত এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এই সিরিজ নিশ্চিত করেছেন। পাশাপাশি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট খেলার বিষয়টিও নিশ্চিত করেছেন তিনি। গত বছর হার্দিক পান্ডিয়ার নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল গিয়েছিল আয়ারল্যান্ড সফরে। সেবার ভারত ২-০ ফলে সিরিজ জিতেছিল। সিরিজের ফলাফল দেখে বোঝার উপায় না থাকলেও

ছিটকে গেল আর্সেনাল, কোয়ার্টারে স্পোর্টিং-রোমা-জুভেন্তাস-ম্যান ইউ

এমিরেস্ট. ১৮ মার্চ : এমিরেটস স্টেডিয়ামে ইউরোপা লিগের ম্যাচে আর্সেনালকে হারিয়ে দিল পর্তুগিজের ক্লাব স্পোর্টিং। টাইব্রেকারে জয় পায় পর্তুগিজ ক্লাবটি। আর্সেনালকে ৫-৩ ব্যবধানে জয় তুলে নিয়ে কোয়ার্টার ফাইন্যালের টিকিট নিশ্চিত করে স্পোর্টিং। গত ৯ মার্চ ইউরোপা লিগের শেষ যোলোর প্রথম লেগে স্পোর্টিংয়ের মাঠ থেকে ২-২ গোলের সমতা নিয়ে ফিরেছিল আর্সেনাল তবে নিজেদের ঘরের মাঠে দ্বিতীয় লেগে সেই সুবিধাকে কাজে লাগাতে পারেনি গানাররা।

যদিও তারা চেষ্টা চালিয়েছিল। ৫৩ শতাংশ সময় বল শেলে রেখে ১৩টি শট নেয় জাকা-মার্টিনেল্লিরা। যার মধ্যে ৯টি শর্টই ছিল লক্ষ্য বরাবর। বিপরীতে স্পোর্টিংয়ের ১৫ শর্টের মধ্যে মাত্র দুটি ছিল অন টার্গেট ছিল। ঘরের মাঠে ম্যাচের ১৯ মিনিটেই এগিয়ে গিয়েছিল আর্সেনাল। মাঝমাঠ থেকে ওলেকসান্দার জিনচেনকোর বাড়ানো লম্বা পাস দখলে নিয়ে দ্রুত গতিতে প্রতিপক্ষের ডি-বক্সে ঢুকে পড়েন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি। ওয়ান অন ওয়ান পজিশনে তিনি অবশা বার্থ হন স্পোর্টিংয়ের গোলরক্ষক আজোনিও আদানকে পরাস্ত করতে। তবে স্প্যানিশ গোলরক্ষক বল পরোপরি ক্রিয়ার করতে পারেননি। বক্সের মধ্যেই বল পেয়ে যান আর্সেনালের মিডফিল্ডার জাকা। দ্রুত গতিতে ছুটে এসে তিনি গোল করতে ভূল করেননি।

তবে এবপব স্পোর্টিং-এব গোলবক্ষক পববর্তীতে একের পর এক আক্রমণ বাঁচিয়ে দেন। এদিকে স্পোর্টিং সমতায় ফেরে ম্যাচের ৬২ মিনিটে। মাঝমাঠে প্রতিপক্ষের ফুটবলারদের থেকে বল কেডে নিয়ে সেখান থেকেই গোলের উদ্দেশে লম্বা শট নেন গঞ্চালভেস। তার দুর্দাস্ত শট জালে জড়ান। আর্সেনালের গোলরক্ষক কিছুটা এগিয়ে আসায় লাফিয়ে বলের নাগাল পাননি। এ গোলই বদলে দেয় ম্যাচের চেহারা।

এরপর নির্ধারিত সময় এবং অতিরিক্ত সময়ের খেলা শেষেও কোনও দল আর গোল করতে পারেনি। শেষ পর্যস্ত ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। যেখানে প্রথম তিন শট পর্যস্ত লড়াইয়েই ছিল স্বাগতিকরা। জেরেমিয়াহর বিপরীতে মার্টিন ওডেগার্ড, রিকার্দো এসগাইয়োর বিপরীতে বুকায়ো সাকা এবং গঞ্চালো ইনাচিওর বিপরীতে স্পটকিক নিতে এসে লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ড সফল হন। কিন্তু স্পোর্টিংয়ের অর্থারের বিপরীতে আর্সেনালের হয়ে চতুর্থ শটটি নিতে এসে ব্যর্থ হন মার্টিনেল্লি। এরপর নূনো সাস্তোস স্পটকিকে সফল হলে নিশ্চিত হয়ে যায় আর্সেনালের বিদায়। কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট পাকা করে নেয় পর্তুগালের স্পোর্টিং।

এদিকে ইউরোপা লিগের শেষ যোলোর দ্বিতীয় লেগে তাতে দই লেগ মিলিয়ে ৩-০ গোলে এগিয়ে থেকে ইউরোপা কাপের কোয়ার্টার ফাইন্যালের টিকিট নিশ্চিত করেছে জুভেস্তাস। অন্য ম্যাচে রিয়াল সোসিয়াদকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইন্যালে উঠেছে রোমা। ম্যাচ গোল শূন্য ড্র করতে সফল হয় রোমা। শেষ পর্যন্ত এগ্রিগেট ০-২ ব্যবধানে জিতে পরের রাউন্ডে উঠে রোমা। অন্য একটি ম্যাচে ইউনিয়ান বার্লিনকে ৩-০ উড়িয়ে দিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট পেয়েছে ইউনিয়ন স্যান্ট গিলোইস। লেভারকুসেন, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইডেটও কোয়ার্টার ফাইন্যালে জায়গা

হল্যান্ড দলে নতুন মুখ পাঁচ

১৮ মার্চ: দ্বিতীয় মেয়াদে হল্যান্ডের কোচ হওয়ার পর নিজের প্রথম দলে নতুনদের সুযোগ দিলেন রোনাল্ড কুমান। ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের বাছাইয়ের স্কোয়াডে ডাক পেলেন পাঁচ নতুন মুখ।

চলতি মাসের শেষের দিকে বাছাইয়ে ফ্রান্স ও জিব্রাল্টারের বিপক্ষে ম্যাচের জন্য শুক্রবার দল দিয়েছেন কমান।

প্রথমবারের মতো জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন ডিফেন্ডার লুতশারেল খিরট্রডা, মিডফিল্ডার মাটস ভিফার ও গোলরক্ষক বার্ট ভেরব্রুহেন। স্কোয়াডে আছেন এখনও অভিযেকের অপেক্ষায় থাকা ডিফেন্ডার স্ফেন বটমান ও স্ট্রাইকার ব্রিয়ান ব্রবি। দলে ফিরেছেন অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার জর্জিনিয়ো ভেইনালডাম। চোটের কারণে গত বিশ্বকাপে খেলতে পারেননি ৩২ বছর বয়সী এই ফুটবলার। পিএসজি থেকে এই মরশুমে ধারে রোমায় খেলছেন তিনি।

চমক জাগিয়ে কাতার বিশ্বকাপ দলে ইয়াসপের সিলেসেনকে রাখেননি ডাচদের সেই সময়ের কোচ লুইস ফন খাল। ৩৩ বছর বয়সী গোলরক্ষককে ফেরালেন কুমান।

মহিলা বিশ্বকাপে একদিবসীয় ক্রিকেটের নিয়ম বাড়ছে প্রাইজমানি পাল্টানোর প্রস্তাব শচীনের ১৮ মার্চ : ২০২৩ মহিলা বিশ্বকাপ

ঘোষণা দিয়েছেন ফিফা প্রেসিডেন্ট ফর্ম্যাট বদল নিয়ে সরব হলেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার শচীন তেন্ডুলকর। এই একই বিষয় নিয়ে এর আগেও সরব হয়েছিলেন আরও এক প্রাক্তন ক্রিকেটার রবি শাস্ত্রী। মাস্টার অনুষ্ঠিত পুরুষদের বিশ্বকাপে দেওয়া ব্লাস্টারের মতে একদিনের ক্রিকেট ৪৪ কোটি ডলার প্রাইজ মানির তুলনায় ফর্ম্যাট ক্রমশ খারাপ হয়ে উঠছে। তিনি এই ফর্ম্যাটের ক্রিকেটের নিয়মের বদলের দাবিও তুলেছেন। একইসঙ্গে তিনি উপায়ও বলে দিয়েছেন. আগামীদিনে কীভাবে খেলা হবে। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট আসার পর ক্রমশ জনপ্রিয়তা হ্রাস পাচ্ছে একদিবসীয়

> প্রস্তাব দিয়েছেন মাস্টার ব্লাস্টার। সম্প্রতি শচীন তেভুলকর একটি অনুষ্ঠানে এসে একদিনের ক্রিকেটে নতুন ফর্ম্যাট চালু করার প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, "একটা ম্যাচকে চার ভাগে ভাগ করা উচিত।ইনিংস ২৫ ওভারে করতে হবে। টেস্ট ক্রিকেট ঠিক যেভাবে হয়, সেভাবেই করতে হবে। তবে টেস্ট ক্রিকেটে ২০টি উইকেট

ক্রিকেটের।ফলে ওডিআই ক্রিকেটের

উন্মাদনা ফিরিয়ে আনতে নিয়ম বদলের



তুলতে হয়, এখানে ১০টি উইকেট তললেই চলবে। দই ইনিংস মিলিয়ে মোট ১০টি উইকেট নিতে হবে। কেউ যদি প্রথম ইনিংসে আউট হয় তাহলে সে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে পারবে না।"

নতন এই ফর্ম্যাট চালু করার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। এই কিংবদস্তি ব্যাখ্যা করে বলেন, 'আমরা শ্রীলঙ্কায় একটি ম্যাচ খেলতে গিয়েছিলাম। সেখানে ১১৮ ওভার হয়ে গেলেও কোনও ফলাফল হয়নি। প্রথম

যখন ১৫ থেকে ৪০ ওভারের মধ্যেও ভালো কিছু ঘটছে না তখন খুবই অসহ্য এবং বিরক্ত লাগে। এটা বদলাতে হবে। আমাদের সময় এমনটা ছিল না। তবে টি-টোয়েন্টির জন্যই এমনটা হয়েছে। একদিনের ক্রিকেটে স্পিনাররা যথেষ্ট খুশি হতে পারছেন না বলে মনে

নতুন ফর্ম্যাটে যদি দুটো দল অত্যস্ত ২৫

ওভার করে ব্যাট করার সুযোগ পায়।

তাহলে একটা সামঞ্জস্য থাকবে। কিন্তু

করছেন শচীন। তিনি কয়েকজন স্পিনারের সঙ্গে কথা বলেছেন বলে জানান মাস্টার ব্লাস্টার। খেলার সময় ৩০ গজের মধ্যে ৫ জন ফিল্ডার থাকায় তাদের মানসিক অবস্থা কেমন থাকবে তা জানারও চেষ্টা করছেন তিনি।শচীন বলেন, "৩০ গজের ব্যত্তের মধ্যে পাঁচজন ক্রিকেটার থাকার সময় স্পিনাররা বোলিং লাইনে বদল করতে পারে না। ফলে ওদেরও সমস্যার মধ্যে পডতে হয় উইকেট সহজে পাওয়াও যায় না উইকেট তলতে হলে ব্যাটারদের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। ব্যাটার যদি ভল

বরাট কোহলি নয়। নির্দিষ্ট

ক্রিকেটারকে নিজের শরীরের

উপার ভিত্তি কের একটি

ব্যাট করে ভারত। আর তারপরই বৃষ্টি হওয়ায় ম্যাচ বন্ধ হয়। দ্বিতীয় দিনেও শূচীন, সৌরভরা তো এত চোটে পড়েনি কোহাল আমাকে ভুল প্রমাণ

ফ্রান্স দলে দিল্লি, ১৮ মার্চ : ভারতীয় ১৮ মার্চ : চেলসির হয়ে দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার বীরেন্দ্র সাম্প্রতিক সময়ে দারুণ সেওযাগ বেনজিবভাবে পারফরম্যান্সের পুরস্কার পেলেন আক্ষেণ কবলেন বর্তমান ভেসলে ফোফানা। প্রথমবার ফ্রান্স দলে ভারতীয় দলের ক্রিকেটারদের জায়গা করে নিলেন ২২ বছর বয়সী যে সকল ক্রিকেটাররা জিমে সেন্টার-ব্যাক। ২০২৪ ইউরোপিয়ান গিয়ে অতিরিক্ত ওজন তোলেন চ্যাম্পিয়নশিপের বাছাইয়ে হল্যান্ড ও তাদের বিরুদ্ধেই মূল অভিযোগ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচের জন্য তাঁর। তিনি মনে করেন, বৃহস্পতিবার ২৩ সদস্যের দল ভারতীয় ক্রিকেটারদের ঘন ঘন দিয়েছেন ফ্রান্স কোচ দিদিয়ে দেশম।

চোট পাওয়ার পিছনে জিনে

গিয়ে অতিরিক্ত ওজন তোল

করে রাখার জন্য সেওয়াগের রোষে পড়েন তিনি। যখন

বীরু পাঞ্জাব কিংস দলের মেন্টর ছিলেন সেই সময় রবিচন্দ্রন

অশ্বিনের সঙ্গে তাঁর একটি কথোপকথনের কথা স্মরণ করে

বলেন. "বসু শঙ্কর বহু বছর ধরে ভারতীয় দলের সঙ্গে আছে।

সব ক্রিকেটারদের জন্য একই তালিকা তৈরি করেছে। কেন

ববিচন্দন অশ্বিন এবং বিবাট কোহলিব জন্য একই তালিকা

সেওয়াগ আরও বলেন, "অশ্বিন যখন কিংস ইলেভেন

পাঞ্জাব দলে ছিল, তখন আমাকে বলেছিল ক্লিন-এন্ড-জার্ক

ওয়ার্কআউট করছে। কারণ এটি ট্রেন্ড।" তিনি আরও বলেন,

'ক্রীড়াবিদদের ছোট থেকেই ক্লিন-এন্ড-জার্ক ওয়ার্কআউট

অনুশীলন করানো হয়। তাও তারা চোট পায়। তাহলে

ক্রিকেটারা যখন ৩০ বছরের বেশি বয়সের এই ওয়ার্কআউট

করলে তখন কী হবে ? এই ওয়ার্কআউটের কারণেই অশ্বিন

উঠতে বেশ সমস্যা দেখা দিচ্ছে। বিশেষ করে জসপ্রীত

বমরাহ এখনও চোট কাটিয়ে মাঠে ফিরতে পারেননি। রবীন্দ্র

জাদেজার ফিট হতেও অনেকটা সময় লেগেছে। এই প্রসঙ্গে

সেওয়াগ বলেন, "আমাদের সময় আমরা কোনও জিম

করিনি। কিন্তু তারপরও আমরা সারাদিন ক্রিকেট খেলতে

পারতাম। এটা বিরাট কোহলি করতে পারে। তবে সবাই

বর্তমানে ভারতীয় দলের ক্রিকেটারদের চোট সেরে

এবং অক্ষর উভয়েরই হাঁটুতে সমস্যা হয়।"

ঠিক করা হবে ? প্রশ্ন তোলেন বীরু।"

অনতেম প্রধান কাবণ।

লসের গোলরক্ষক ব্রিস সাম্বা। ফ্রান্সের ১৯৯৮ বিশ্বকাপ জয়ী প্লেয়ারদের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের পারফরম্যান্স কো দলের সদস্য লিলিয়ান থুরামের ছেলে বসু শঙ্করের তীব্র নিন্দা করেছেন তিনি। সকল ক্রিকেটারদের কিফহেন থুরাম। তার ভাই মার্কাস থুরামও আছেন দলে, যিনি খেলেছেন ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি এবং সমান ভার তোলার বিষয় ঠিক

বিশ্বকাপের ফাইন্যালে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে টাইব্রেকারে হেরে যায় ফ্রান্স। বৈশ্বিক আসরের পর এই প্রথম দল ঘোষণা করলেন দেশম। এতে পবিবর্তন আনেননি খব একটা।

কাতার বিশ্বকাপে।

দলে নতুন মুখ আছেন আরও দুজন

নিসের মিডফিল্ডার কিফহেন থুরাম ও

দেশের বেকর্ড গোলদাতা অলিভিয়ে জিবুদকেও দলে বেখেছেন ফরাসি কোচ। বিশ্বকাপের পর জাতীয় দল থেকে অবসর না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ৩৬ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড।

বিশ্বকাপের পর আন্তর্জাতিক ফটবলকে বিদায় জানান অধিনায়ক ও গোলরক্ষক উগো লরিস। আসছে দুই ম্যাচের দল ঘোষণার পর দেশম জানান, নতুন অধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে আছেন পিএসজি ফরোয়ার্ড কিলিয়ান এমবাপে।

আগামী ২৪ মার্চ ঘরের মাঠে হল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ইউরো বাছাই শুরু করবে ফ্রান্স। এরপর ২৭ মার্চ তারা খেলবে আয়ারল্যান্ডের মাঠে।



করেছে, সেওয়াগ

প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম ঠিক করতে হবে।শচীন তেন্ডুলকর, এমএস ধোনি, রাহুল দ্রাবিড়, ভিভিএস লক্ষ্মণ, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং যবরাজ সিং- এর মতো ক্রিকেটাররা তাদের খেলার জীবনে খুব কমই চোট য়েছে।ক্রিকেটে বৌশ ওজন তলতে হবে এমনটা নয় প্রিবর্তে এমন অনুশীলন করা উচিত যা আরও খেলাকে উন্নত করবে। ওজন তোলা

ক্রিকেটারের শক্তি বৃদ্ধি করবে, তবে ব্যথাও বাড়িয়ে তুলবে আমাদের খেলার দিনগুলোতে গৌতম গম্ভীর, রাহুল দ্রাবিড়, সৌরভ গাঙ্গুলী , ভিভিএস লক্ষ্মণ, এমএস ধোনি কেউই পিঠের ব্যাথা এবং হ্যামস্ট্রিংয়ের জন্য সিরিজের মাঝপথে ছিটকে যায়নি। এইসব দেখতে হবে।

একই সাথে সেওয়াগ বলেন, বিরাট কোহলি যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এত রান করবেন সেটা কখনও ভাবতেই পারেননি তিনি। কিং কোহলি বীরেন্দ্র সেওয়াগকে ভুল প্রমাণ করেছেন। বিরাট কোহলির প্রশংসায় পঞ্চমখ ভারতের প্রাক্তন ওপেনার বীরেন্দ্র সেওয়াগ। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বিরাট কোহলির অসাধারণ সাফল্য নিয়ে মুখ খুললেন বীরেন্দ্র সেওয়াগ। প্রাক্তন এই ক্রিকেটার বলেছিলেন যে তিনি ভাবেননি যে কোহলি এত রান বা এত সেঞ্চুরি করতে পারবেন। সেওয়াগ বলেছিলেন যে কোহলির ক্ষমতা নিয়ে কারও সন্দেহ নেই তবে তিনি কখনই মনে করেননি যে কোহলি ৭০টির বেশি আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরি করতে পারবেন।

সেওয়াগ আরও বলেছেন যে কোহলি তার শঙালার কারণে খেলায় সফল হয়েছেন। 'বিরাট তাঁর কেরিয়ারের খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পেরেছিলেন যে দীর্ঘ সময়ের জনা ক্রিকেট খেলতে চাইলে তাঁকে শুঙ্খলাবদ্ধ হতে হবে। খুব কম খেলোয়াড়ই এত তাড়াতাড়ি এটি উপলব্ধি করেছেন। প্রায় একই সময়ে, অনেক খেলোয়াড় এসেছে এবং চলে





প্রশ্নপত্র ফাঁস: অপরাধী আড়ালে মরিয়া মুখ্যমন্ত্রী

ছাত্র বিক্ষোভে উত্তাল আসাম, সেবা কার্যালয় ঘেরাও, রাস্তা অবরোধ

মার্চ: সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে পরিকল্পিত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে আসামের বিজেপি সরকার তা স্পষ্ট হয়ে পড়েছে। মাধ্যমিকে একের পর এক প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় আসল অপরাধীদের বাঁচাতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। এই ঘটনায় ছাত্র অভিভাবকদের রোষানল থেকে বাঁচতে শিক্ষকদের ঘাডে দোষ চাপাতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ও শিক্ষামন্ত্রী রণোজ পেগু। রাজ্যের মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রায় প্রতিটি পরীক্ষার আগেই ফাঁস হচ্ছে। সিআইডি তদন্ত চলাকালীনও প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে। এজন্য ইতোমধ্যে তিন-তিনটি পরীক্ষা বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে রাজ্য মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ(সেবা)। ছাত্রছাত্রীদের জীবনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে রাজ্যের বিজেপি সরকার,এই অভিযোগ তুলে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েছে ছাত্র সমাজ।গত কয়েকদিন ধরে ছাত্র আন্দোলনে উত্তাল আসাম। শনিবারও রাজ্যজডে বিক্ষোভ, পথ অবরোধ করেন ছাত্ররা। এদিন সকালে ফের সেবার কার্যালয় ঘেরাও করে অধ্যক্ষের অপসারণের দাবি জানায় এসএফআই আসু, এজেওয়াইসিপি,এনএসইউআই,ছাত্র মক্তি পরিষদের কর্মীরাও কার্যালয় ঘেরাও করে। তাছাডা বিভিন্ন স্কলের

কার্যালয় ঘেরাও করে। সরকারের বার্থতার দায় স্বীকার শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফার দাবিতে সোচ্চার হয়েছে আন্দোলনরত ছাত্ররা। এছাড়া সেবা'র অধ্যক্ষেব অপসারণেরও দাবি তুলেছে ছাত্ররা।ছাত্রদের দাবি, সেবা'র বড় কর্তা ও শিক্ষা বিভাগের যোগসাজশ ছাড়া বারবার প্রশ্নপত্র ফাঁস হতে পারে না। ফলে মন্ত্ৰী ও অধ্যক্ষকে পদে বহাল রেখে নিরপেক্ষ তদস্ত হবে না। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তার শিক্ষামন্ত্রী ও অধ্যক্ষকে বাঁচাতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। তিনি কিছুতেই এই দু'জনকে পদ থেকে সরাবেন না বলে জেদ ধরে বসে আছেন। এদিকে, শিক্ষামন্ত্রী রণোজ পেগু শনিবার বলেছেন, যতই তার পদত্যাগের দাবি করুক ছাত্ররা. তিনি পদত্যাগ করবেন না। সেবা'র অধ্যক্ষকেও পদ থেকেও অপসারণ করবেন না। তার দাবি, শিক্ষকদের বাঁচাতে নাকি তার পদত্যাগ চাইছে ছাত্ররা। তিনি উলটো 'ছাত্ররা পড়াশোনা বাদ দিয়ে আন্দোলন করছে কেন'? এই প্রশ্ন তোলেন। মখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী এমন ভাষ্যে সেবা'র অধ্যক্ষকে নিয়ে রহস্য ঘনীভত হচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত ৩ মার্চ থেকে রাজ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। প্রথম দিন ইংরেজি বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়। এরপর গণিতের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়। কিন্ধ সে অভিযোগ হেসে উডিয়ে দেন

শহর অঞ্চল কমিটির সদস্য রাজীব

বাসপারের মা ছিলেন। সরকারি চাকরি

থেকে অবসরের পর পাডায় সাধারণ

মানুষের সাথে উনি সুসম্পর্ক রেখে

চলতেন। আজীবন বামপন্থী ঘরের এই

নারীর মৃত্যুতে গভীর শোকাহত এলাকার

কিডনিজনিত রোগে আক্রান্ত হন।

পরিবারের তরফে গত মাসখানেক ধরে

প্রথমে জেলা হাসপাতাল পরে শিলচর,

হায়দরাবাদ হয়ে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসা

পার্টি দরদি অঞ্জনারানি বাসপারের মৃত্যুতে

গভীর শোক ও সমবেদনা জানায় সিপিআই

(এম) মহকুমা কমিটি, শহর অঞ্চল কমিটি.

বালিকা বিদ্যালয় শাখা কমিটি, টি ই সি সি

(এইচ বি রোড) ও ত্রিপরা তপশিলি জাতি

তিনি গত কয়েক মাস আগে

সব অংশের মানযেরা।

প্রশ্নপত্র আগেরদিন ফাঁস হওয়ার ঘটনায় যখন রাজা তোলপাড হয়,তখন মধ্যবাতে প্ৰীক্ষা বাতিল ক্ৰতে বাধ্য হয় শিক্ষা বিভাগ। কিন্তু ঘটনা এখানেই শেষ নয়। শনিবার অর্থাৎ ১৮ মার্চ ছিল মাতভাষা (এমআইএল) ও ইংরেজি(ঐচ্ছিক) বিষয়ের পরীক্ষা। কিন্তু এই দৃটি বিষয়ের প্রশ্নপত্রও ফাঁস হয়ে যায়। ফলে পরীক্ষার দুদিন আগে ১৬ মার্চ রাতে পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। এই ঘটনায় বিধানসভায় বিরোধীরা চেপে ধরলে মুখ্যমন্ত্রী নিজের সরকারের ব্যর্থতা স্বীকার করেন। কিন্তু এই ব্যর্থতার জন্য শিক্ষামন্ত্রী ও সেবা কর্তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে রাজি নন তিনি বরং শিক্ষক সমাজে ঘুন ধরেছে, তাই প্রশাপত্র ফাঁস হচেছ বলে শিক্ষকদেরকে দোষী সাজাতে নেমে পড়েন। এদিকে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার তদন্ত হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে দিয়ে করানোর দাবি উঠলেও তাতেও রাজি হচ্ছেন না মখ্যমন্ত্রী। তিনি সিআইডির হাতে তদস্তভার তলে দিয়েছেন। সিআইডি ক্যেকজন শিক্ষককে গ্রেফতার

এরইমধ্যে শনিবার সকালে ভগোলের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে বলে খবর ছড়ায়। তবে তা মানতে চাননি শিক্ষামন্ত্ৰী

উদয়পুরে খুন যুবক কাঞ্চনপুরে জওয়ানের



জোসেফ রিয়াং নিজস্ব প্রতিনিধি।। কাঞ্চনপুর, ১৮ মার্চ : উদয়পুর ও কাঞ্চনপুরে দুই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।শনিবার সকালে উদয়পুর মহকুমার কাকডাবন থানাধীন জোয়ালিখামার এলাকায় জীতেন্দ্র দাস নামে যুবকের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ পাওয়া যায়। শুক্রবার রাতে কাঞ্চনপুর মহকুমার উরিছড়ায় জোসেফ রিয়াং নামে অপর যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।

শনিবার সকালে উদয়পুর মহকুমার কাকডাবনের জোয়ালিখামার যুবক জীতেন্দ্র দাসের মতদেহ উদ্ধার হয়। মত যবক পেশায় গাডিচালক। তার বাডিকাকডাবনের হুরিজলা এলাকায়। মতের পরিবারের অভিযোগ তাকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। জানা যায়, জীতেন্দ্র দাস বিলোনীয়ায় থেকে গাড়ি চালাতেন শুক্রবার বিকেলে হুরিজলার বাড়িতে বসেই দীর্ঘসময় ফোনে কথা বলছিলেন কারোর সাথে।তারপর প্রতিবেশী একজনের বাইক নিয়ে বের হন।রাতে আর বাড়ি ফিরেননি। অনেকবার ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা হলেও মোবাইল ফোনটির সাইচ অফ ছিলো বলে পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। শনিবার সকালে জোয়ালিখামার এলাকার লোকজন বনের ভেতর দিয়ে চলাচলের রাস্তায় বের হয়ে দেখতে পান রাস্তার পাশে জীতেন্দ্র দাসের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে।পাশেই ছিলো বাইকটি।খবর পেয়ে ছটে যায় পলিশ ও ডগ স্কোয়াড। মতের মোবাইল ফোনটির কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি। যবকের মতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য গোমতী জেলা হাসপাতালের মর্গে নিয়ে আসে পুলিশ। মতের শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এটি খন বলেই মনে করা হচ্ছে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে গোটা উদয়পুর মহকুমাজুড়ে। এদিকে, কাঞ্চনপুরের উরিছড়ায়

জোসেফ রিয়াং নামে যে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তার বাড়ি মহকুমার আনন্দবাজারের সুভাষনগরে। শুক্রবার রাতে কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসকের অফিস থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে তার মৃতদেহ পাওয়া যায়। জোসেফ রিয়াং হেড কনস্টেবল হিসেবে ইন্দো তিব্বত বর্ডার পুলিশে কর্মরত। বর্তমান কর্মস্থল উত্তরাখণ্ড। তার স্ত্রী ও এক সন্তান থাকে কাঞ্চনপুর শহরে। গত সপ্তাহে ছটিতে বাডি এসেছিলেন। শুক্রবার সকালে বাডি থেকে বের হন। সারাদিন আর বাডিতে ফেরেননি। স্ত্রী এলাকার মানষের সাহায্য নিয়ে খোঁজাখাঁজি করেন।স্থানীয় লোকজনই রাতে উরিছড়া এলাকায় একটি কালভার্টের নিচে তার দেহ খুঁজে পান। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে। শনিবার সকালে কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালে মৃতদেহের ময়নাতদস্ত হয়।পলিশ জানায় প্রাথমিকভাবে তার দেহে কোন আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে বিস্তারিত জানা যাবে। এ ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নথিভুক্ত করে তদন্ত করছে কাঞ্চনপর থানার পলিশ

সি পি আই (এম)-র প্রাক্তন অঞ্চল সদস্যের জীবনাবসান



নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা, ১৮ মার্চ : সি পি আই (এম) মধপর অঞ্চল কমিটির প্রাক্তন সদস্য হরিপদ রায়ের জীবনাবসান হয়েছে। শনিবার বিকালে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়। বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। তাঁর বাড়ি পশ্চিম গকুলনগরে। রেখে গেছেন স্ত্রী ও একাদশ শ্রেণিতে পড়ুয়া এক ছেলে তার স্ত্রী চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষিকা।

শনিবার ভোরে নিজ বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হন হরিপদ রায়। গত কয়েক বছর আগে একটি দর্ঘটনায় তার দটি হাতে আঘাত পান। শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। এরজন্য সি পি আই (এম) অঞ্চল কমিটির সদস্যপদ থেকে অব্যাহতি নেন। স্ত্রীর চাকরি হারানোর পর টকটাক কৃষিকাজ শুরু করেন। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সি পি আই (এম) দরদি ছিলেন।

সন্ত্রাসের নিন্দা এ আই এস এফ'র

আগরতলা।। ১৮ মার্চ : রাজ্যে লাগাতার সন্ত্রাসের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন একই সাথে সন্ত্রাস বন্ধে পুলিশ প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছে।

এ আই এস এফ ত্রিপুরা রাজ্য ম্পাদকমগুলীর পক্ষ থেকে এক বিবতিতে বলা হয়েছে. নিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার পুনঃ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর রাজ্যে লাগামহীন সন্ত্রাসের পরিবেশ গড়ে তুলেছে।যা থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা।ছাত্রছাত্রীদের মানসিক অবস্থায় একরকম আঘাত নামিয়ে এনেছে এই সন্ত্রাসের ঘটনাগুলি। বাড়িঘরের সাথে সাথে নস্ট করা হয়েছে ছাত্রছাত্রীদের বইপত্র। এইবার দুষ্কৃতকারীরা আক্রমণ করে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের উপর গতকাল দইটি ঘটনা ঘটে আমাদের রাজে যা আমাদের নজরে এসেছে। ঘটনা বিশালগডের ও উদয়পুরের। বিশালগডের ঘটনা, উচচমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছে যে অফিসটিলা দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়ে বের হয়ে আসার পর, তাদের মারধর শুরু করে

দুষ্কৃতীরা। অন্যদিকে উদয়পর মহকমার ণালগড়ার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সুমন মিঞা শালগড়া বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে দুষ্কৃতী দ্বারা আক্রাস্ত হয়। বর্তমানে রাজ্যের শিক্ষার্থীরা কি নিরাপদে পরীক্ষাও দিতে পারবে নাং গত পাঁচ বছরে শিক্ষায় গেরুয়াকরণ, বেসরকারিকরণ দেখেছি আমরা. বর্তমানে এমন সশাসনে আছি আমরা যে ছাত্রছাত্রীদের উপর আক্রমণ দেখতে হবে আমাদের? রাজ্য সরকার নির্বাচন পরবর্তী সন্ত্রাস দেখেও চোখে ও কানে ঠুলি এঁটে বসে আছে।

সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন, ত্রিপরা বাজ্য পবিষদ এই বিষয়ে অতি দ্রুত বাজ সরকার এবং রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের হস্তক্ষেপের দাবি জানাচ্ছে। রাজ্য সরকার ও রাজ্য পলিশ প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে সবরকম সন্ত্রাস রুখার দাবি জানাচ্ছে।

বিচারবিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা মূল লক্ষ্য, জানালেন চন্দ্ৰচূড়

যখন গণতন্ত্র আক্রাস্ত নিয়ে সরব হয়েছে বিরোধীরা সেই সময়েই গণতন্ত্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠান বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করার কথাই সোচ্চারে তুললেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়। তিনি বিচারপতি নিয়োগে কলেজিয়াম ব্যবস্থার পক্ষে মত জানাতে গিয়ে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার গুরুত্ব বোঝালেন।শনিবার ইন্ডিয়া টুডে আয়োজিত কনক্লেভে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি ্ বিচারবিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার কথাই বারে তুলে আনেন। তিনি বিচারপতিদের কলেজিয়াম নিয়োগ একটি ভালো ব্যবস্থা জানিয়ে তা বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা রক্ষায় লক্ষ্যে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, বিচারপতি নিয়োগে এই কলেজিয়াম পদ্ধতির বিরোধী মোদি সরকার। তা তলেই দিতে চায় কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরেন রিজিজ কলেজিয়াম নিয়োগ ব্যবস্থা সংবিধানের নীতির সঙ্গে মানায় না বলে তা তলে দেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। এই বিতর্কের মাঝেই কলেজিয়াম প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতি বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা রক্ষার লক্ষ্যের কথা সামনে টেনে আনায় বিভিন্ন মহলে কথা উঠেছে। সংসদে ইতোমধ্যে দেশের গণতন্ত্র বিপন্নের কথা নিয়ে সরব হয়েছেন বিরোধীরা। তার মধ্যেই প্রধান বিচারপতির কথায় গণতম্ব্রের অন্যতম স্তম্ভ বিচারবিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার কথা আজ উঠে এল। তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

বিচারপতি নিয়োগে কলেজিয়াম পদ্ধতি নিয়ে বিচারবিভাগের সঙ্গে মোদি সরকারের বিরোধে এদিন কার্যত সুর চড়া করলেন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়। এতে আইনমন্ত্রী রিজিজ্বর যুক্তি অর্থহীন এবং তা বিচারবিভাগে হস্তক্ষপ তাও তিনি বঝিয়েছেন। কলেজিয়াম নিয়োগ ব্যবস্থা নিয়ে তিনি বলছেন, প্রতিটি ব্যবস্থা একদম পুরো নিখৃত হতে পারে না। তবে বিচারপতি নিয়োগে যে কলেজিয়াম ব্যবস্থা তা একটা উন্নত ভালো ব্যবস্থা হিসাবে আমরা গড়ে তুলেছি। এই ব্যবস্থার লক্ষ্য হলো বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা রক্ষা করা। বিচার ব্যবস্থা বাইরের কোনও হস্তক্ষেপ যাতে না হয় তার থেকে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা আছে। বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা হলো প্রধান বিষয়। যা রক্ষা করাই কলেজিয়াম ব্যবস্থায় বিচারপতি নিয়োগের মূল লক্ষ্য। আমদের বিচার বিভাগকে বাইরের হস্তক্ষেপ থেকে সুরক্ষিত রাখতেই নিয়োগের এই ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

এদিন আইনমন্ত্রী কলিজিয়ামে পদ্ধতিতে বিচারপতি নিয়োগ আপত্তি তলে যে অসম্ভোষ প্রকাশ করেছেন তার জবাব দিয়েছেন চন্দ্রচুড়। তিনি কেন্দ্রের সঙ্গে এতে মতের পার্থক্য নিয়ে বলেন, এতে মতের পার্থক্যে থাকায় ভুল কী হয়েছে? কিন্তু আমি আমার মতপার্থকাকে এই আইন ব্যবস্থাকে সাংবিধানিক রাষ্ট্রনায়কের ভূমিকায় গড়ে তোলার লক্ষ্ণেই চালিত করতে চাই। আমি এনিয়ে আমাদের আইন মন্ত্রীর সঙ্গে বিতর্কে যেতে চাই না। আমাদের মধ্যে এতে মতের পার্থকা থাকাই উচিত।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার কথা উল্লেখ করে

এসেছে বলে আমি মনে করি না। তিনি বলেন, আমার ২৩ বছরের বিচারপতির অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, কেউ আমাকে বলতে আসেননি কোন মামলা কি করতে হবে। মামলা নিয়ে সরকারের তরফ থেকে একদম কোনও চাপ নেই। তিনি জানান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের মামলা হলো তার উদাহরণ। এই মামলায় সরকার থেকে বিচারবিভাগের উপর কোনও চাপ ছিল না। উল্লেখ্য, সম্প্রতি সৃপ্রিম কোর্ট এক রায়ে জানিয়েছে, নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে সরকারের একার দায়িত্ব নয়, কমিটি হবে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনার নিযোগে, তাতে কে কমিশনাব হবেন তা স্থিব হবে।। সপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, লোকসভার প্রধান বিরোধী দলনেতা এয়ং প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে গঠিত হবে এই কমিটি।

এদিন আলোচনায় কলেজিয়াম নিয়োগ ব্যবস্থা নিয়ে চন্দ্রচ্ডের বক্তব্যকে সমর্থন জানালেন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি উদয় উমেশ ললিত। তিনি বলেন, বিচারপতি নিয়োগে কলেজিয়াম ব্যবস্থা হলো একটা আদর্শ নিয়োগ ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় একজন বিচাপতি নিযোগ হয় তাব কাজের পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে স্বচ্ছ একটা পর্যালোচনা ব্যবস্থার মাধ্যমে। বিচারপতি নিয়োগ সরকার করলে তা সম্ভব নয়। এতে সরকারের হয়তো দুই আমলা কেউ মণিপুরে, কেউ কোচিতে বা কেউ আমেদাবাদে থেকে নিজেদের পছন্দমতো বিচারপতি নিয়োগ করবেন। তাদের আদালতে বিচারপতি, আইনজীবী, তাদের কাজ তাদের কাজের মান কোনও ধারণাই থাকবে না। বিচারপতি নিয়োগে আইনের ক্ষেত্রে দক্ষতার পর্যালোচনার কোনও সুযোগ থাকবে না। এতে সরকারি হস্তক্ষেপ বাড়বে বিচারবিভাগে। যা বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকেই বিপন্ন করবে বলে তার মত।

এদিকে আইন ব্যবস্থায় স্বাধীনতা রক্ষায় বর্তমান ও প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির মতো একদমই মানছেন না আইনমন্ত্রী কিরেন রিজিজু। প্রধান বিচারপতির বক্তব্য প্রসঙ্গে হঁশিয়ারির সুরে তিনি এদিন বলেছেন, বিচারপতিদের লক্ষণরেখাটা কোথায় তা জানা উচিত। তার দাবি বিচারপতি নিয়োগে কলেজিয়াম পদ্ধতি প্রয়োগ সেই লক্ষণ রেখা লঙ্ঘন করছে। তিনি মোদি সরকারের অবস্থান মতোই কলেজিয়াম নিয়োগ তুলে দিয়ে সরকারের বিচারপতি নিয়োগের দায়িত্ব থাকা উচিত বলে জানিয়েছেন। তিনি সাংবাদিকদেব বলেন বিচারপতিরা কলেজিয়াম পদ্ধতিতে কেন বিচারপতি নিয়োগ করবে ? সরকার বিচারপতি নিয়োগ করবে। সরকারের কাজ হলো প্রশাসন চালানো। তাই তারা বিচারপতি নিয়োগ করবে। প্রশাসন ও বিচারবিভাগ তাদের কাজের কী পরিধি হবে তা নির্দিষ্ট করা আছে। সেই লক্ষণরেখা মানতে হবে বিচারপতিদের। নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ নিয়ে প্রধান বিচারপতির বক্তব্যে রিজিজুর ছিল আপত্তির সুর। তিনি বলেন, প্রধান বিচারপতির আসনে বসে কি তিনি প্রধান নিয়োগ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন ? এটাই কি ওনার কাজ ? তবে বিচার করবেন কখন। নিয়োগ করবে সরকার। কেন বিচারপতি নিয়োগ করবেন ? তার দাবি বিচারবিভাগ নিয়োগ চন্দ্রচূড় বলেন, আমি এটা বলতে বলতে চাই, কোন মামলা 🛮 নিয়ে ক্রমশ প্রশাসনের কাজে হস্তক্ষেপ করছে।

কর্মচারী আন্দোলনের কর্মী প্রয়াত: শোক



নিজস্ব প্রতিনিধি।। কৈলাসহর ১৮ মার্চ: সিপিআই (এম) ঘনিষ্ঠ দরদি কর্মচারী আন্দোলনেব কর্মী অঞ্জনাবানি বাসপাবেব জীবনাসান হয়। শুক্রবার বিকেলে জি বি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মত্যকালে বয়স ছিল ৬৩ বছর।

গভীর রাতে মৃতদেহ বৌলাবাসা নিজ বাড়িতে আনা হয়। শনিবার সকালে পার্টি নেতৃত্ব কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী, বিশ্বরূপ গোস্বামী, কান্তিলাল দেব, ইনুচ মিঞা খাদিম, মুক্তা দাস, আনোয়ারা বেগম,অরুণাভ সরকার,শৈলেশ মালাকার,অনন্ত নমঃ,টিইসিসি (এইচ বি রোড) মহবুমা সম্পাদক সজল দেব প্রয়াতের

সমন্বয় সমিতি মহকুমা কমিটি। বিধানসভা অধিবেশন উপলক্ষ্যে কিছু বিধি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা, ১৮ মার্চ: ত্রয়োদশ রাজ্য বিধানসভার প্রথম অধিবেশন ২৪ মার্চ শুরু হবে। বিধানসভার অধিবেশন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে রাজ্য বিধানসভার পক্ষ থেকে কিছু নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে মনুষ্য চালিত রিকশা ছাড়া কোন যানবাহন বা কোন ব্যক্তি বিধানসভা সচিবালয়ের জারি করা বৈধ অনুমতিপত্র ব্যতীত বিধানসভা চত্তরে প্রবেশ করতে পারবে না। রাজা বিধানসভার সদস্য, সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি এবং বিধানসভার কর্মচারীগণ বিধানসভার চত্তরে প্রবেশের সময় নিরাপত্তারক্ষীগণ চাইলে বিধানসভা সচিবালয়ের জারি করা বৈধ অনুমতিপত্র

রাজ্য বিধানসভার সদস্যগণ, সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিগণ এবং বিধানসভার কর্মচারীগণ বিধানসভার চত্বরে পাসযুক্ত মোটরকার বা অন্য যানবাহনে প্রবেশ করতে পারবেন। তবে এই যানবাহণে অন্য কেউ থাকতে পারবেন না। কোন দর্শক, সরকারি আধিকারিক, সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি এবং বিধানসভার কর্মচারীগণ ব্যাগ, অন্যকোন আপত্তিকর জিনিসপত্র নিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন না। বিধানসভা সচিবালয়ের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

ককবরক ভাষী বাড়িতে গিয়ে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। পরীক্ষার্থীদের কর্মজীবনে তিনি কৈলাসহর সমবায় দপ্তরে কর্মরত ছিলেন। ১০ দশকে কর্মচারী অধিকার খর্ব আন্দোলনে সক্রিয় কর্মী হিসেবে কাজ করেছেন। সম্পর্কে তিনি ত্রিপরা মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন রাজ্যে কমিটির সদস্য করার অভিযোগ গুরুচরণ বাসপারের স্ত্রী ও সিপিআই (এম)

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগ্রতলা ১৮ মার্চ : ককববক ভাষী উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের স্বাধিকার সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার খর্ব করার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে দু'টি পরীক্ষা কেন্দ্র অর্থাৎ ক্ষুলের দু'জন প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তোলা হয়েছে। জানা গেছে, কেবাব কিপবা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত উচ্চতর মাধ্যমিকের

ককবরক ভাষা পরীক্ষা ছিল।

মোহনপুর মহকুমার বড়কাঁঠাল ও অমরপুর মহকুমার অম্পি দাদশ স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা ককবরক ভাষা পরীক্ষার পরীক্ষার্থীদের রীতিমতো ধমক দিয়ে বলেছেন বাংলা হরফে উত্তর লিখতে হবে। এই শাসানি শুনে পরীক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ, বিস্মিত। তারা ইংরেজি হরফে উত্তর লিখতে চেয়েছিল বলে জানা গেছে। পরে ওই পরীক্ষার্থীরা ঘটনাটি তাদের অভিভাবকদের জানায়। সামাজিক মাধ্যমেও এই বিষয়টি নিয়ে চর্চা চলছে। ছাত্রছাত্রী পরীক্ষার্থীদের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে বেলে ছিঃছিঃ রব উঠিছে। অবিলম্বে রাজ্য সরকার, শিক্ষা দপ্তরকে লিপি বিতর্ক দূর করতে স্পষ্টীকরণ দিতে হবে বলে আওয়াজ উঠেছে।

পথ দুর্ঘটনা কেড়ে নিল উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর প্রাণ



নিজম্ব প্রতিনিধি।। উদয়পুর, ১৮ মার্চ: পথ দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। শনিবার বিকেলে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে উদয়পুরের কাকড়াবনের ধূচিখলায়। নিহত ছাত্রের নাম

সম্রাট দে। উদয়পরের বাগমার সম্রাট ছিল াদশের বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থী। গাগমা এলাকায় এস এফ আই'র সক্রিয় কর্মী ছিল সম্রাট। এদিন সম্রাটসহ সৈকত ভৌমিক ও অনিমেষ দেবনাথ এই তিন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী এক বাইকে করে

বাগমা থেকে কাকড়াবনে যায়। ফেরার পথে ধুচিখলা এলাকায় বাইকটির সাথে সংঘর্ষ হয় পণ্যবাহী একটি বলেরো গাড়ির। এতে তনজনই আহত হয়।অগ্নিনির্বাপক কর্মীরা আহত তিনজনকে উদ্ধার করে কাকড়াবন প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সৈকত ও অনিমেষকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। সম্রাটের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে গোমতী জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। জেলা হাসপাতালে পৌঁছতেই চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মর্মান্তিক এই খবর ছডিয়ে পড়তেই বামগা এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিজনরা।

সম্রাট দে'র বাড়ি বাগমা ব্যাঙ্ক চৌমুহনি এলাকায়। দক্ষিণ বাগমা সমতল পাড়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র সে। মরদেহ রবিবার ময়নাতদন্তের পর তলে দেওয়া হবে পরিবারের হাতে। শনিবার রাতে শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে গিয়ে সমবেদনা জানিয়েছেন সি পি আই (এম) উদয়পর মহকমা সম্পাদক দিলীপ দত্তসহ ছাত্র, যুব ও বামপন্থী আন্দোলনের নেতা, কর্মীরা

সীমান্ত অপরাধ বন্ধে বি এস এফ বি জি বি ঐকমত্য

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা, ১৮ মার্চ : ভারত ও বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে মাদক নেশাসামগ্রী, গরু পাচার ও সীমান্ত অপরাধ দমন নিয়ে শুক্রবার বি এস এফের মহানির্দেশক ডা. সুজয় লাল থাওসেন বাংলাদেশের সরাইল বিভাগের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সহিদ ইসলামের সঙ্গে আখাউড়া স্থলবন্দরে দীর্ঘ আলোচনা করেন। বি এস এফের ত্রিপুরা সেক্টরের আই জি সুমিত সারন প্রমুখ ঐ আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন। বি এস এফের মহানির্দেশক সোনামডা মহকুমার কয়েকটি বি ও পি পরিদর্শন করেন ও জওয়ানদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন। তিনি কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের কাজ শেষ করার প্রতি গুকুত আবোপ ক্রেন।

